কালি ও কলম ছাড়া লেখালেখি অসম্ভব, এ ধারণা বদলেছে অনেককাল আগেই। কিবোর্ডে খটখট– অক্ষর রূপ নেয় অনায়াসে। পরিবর্তনের এই ধারা মনে কতটা প্রভাব ফেলল?

কালি কলম মন

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিতর্কে এলআইসি
ফের বিতর্কে এলআইসি। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, গৌতম আদানির সংস্থাগুলিকে আর্থিক সংকট থেকে বাঁচাতে এলআইসি-র প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ১০

লাদেনকে নিয়ে নয়া দাবি
ওসামা বিন লাদেন মহিলার পোশাক পরে অন্ধকারে একটি পিকআপ ট্রাকে চেপে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করলেন প্রাক্তন সিআইএ কর্তা জন কিরিয়াকউর। ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২০°	৩২°	২০°	৩২°	২১°	২৯°	১৮°

চলে গেলেন অভিনেতা সতীশ শাহ
প্রয়াত বিশিষ্ট অভিনেতা সতীশ শাহ। বয়স হয়েছিল ৭৪। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। ১০

শিলিগুড়ি ৮ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 26 October 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 156

জালিয়াতির পান্ডা গ্রেপ্তার

খড়িবাড়ি হাসপাতালে শংসাপত্র কাণ্ড

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : খড়িবাড়ি হাসপাতাল থেকে জন্মমৃত্যু শংসাপত্র জালিয়াতি কাণ্ডের পান্ডা ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ সাহাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযোগ দায়ের হওয়ার আটদিনের মাথায় খড়িবাড়ির ডাঙ্গুজোত থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়েছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। জন্মমৃত্যুর জাল শংসাপত্র তৈরির ঘটনায় হাসপাতালের রেজিস্ট্রার ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককেও পুলিশ জেরা শুরু করেছে। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ বলেছেন, 'এই জালিয়াতি কাণ্ডে বেশকিছু ব্যক্তির নাম পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত চলছে। এখন এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

এই কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত রেজিস্ট্রার তথা খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সেকেন্ড মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দপ্তর এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'সমস্ত রিপোর্ট স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের তরফে বিভাগীয় তদন্ত চলছে। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ না পেলে একজন অফিসারের বিরুদ্ধে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক কোনও পদক্ষেপ করতে পারেন না।'

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্তে জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এ বছরের মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত তিন মাসে তৈরি হওয়া ১০১৪টি জন্মমৃত্যু শংসাপত্রের মধ্যে ৮৪৪টিই জাল। এর অধিকাংশই ব্যাকডেটে তৈরি করা শংসাপত্র। সিকিম, বিহার ছাড়াও এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মানুষ এই হাসপাতাল থেকে মোটা টাকার বিনিময়ে সরকারিভাবে জাল শংসাপত্র বানিয়ে নিয়েছেন। শংসাপত্রের এই জালিয়াতিতে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রথম এই খবর প্রকাশের পর চাপে পড়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ১৭ অক্টোবর রাতে খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক খড়িবাড়ি থানায় এই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত, জেলা তৃণমূল নেত্রীর ছেলে, পার্থ সাহার নামে খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু পার্থ নেপালে পালিয়ে যান। বিএমওএইচের অভিযোগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া পার্থর একটি মুচলেকার ভিত্তিতে বুধবার রাতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের বিএসকে কর্মী নবজিৎ গুহনিয়োগীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের কাছে খবর ছিল, পার্থ নেপালের

খড়িবাড়ি থানায় ধৃত পার্থ সাহা।

ভদ্রপুরে আত্মগোপন করেছেন। শনিবার ভোরে তিনি নেপাল থেকে বিহারে পালানোর ছক কষেন। কিন্তু নেপাল থেকে খড়িবাড়িতে ঢোকার পরই ডাঙ্গুজোত এলাকা থেকে এদিন ভোরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্থ ও নবজিতের মোবাইল থেকে প্রচুর আর্থিক লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে। মিলেছে জালিয়াতি কাণ্ডের প্রচুর নথিপত্র ও বিভিন্ন এলাকার এজেন্টদের নাম। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চক্রান্তের সন্দেহ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : নির্দেশই সার। আরজি কর মেডিকেলে ধর্ষণ-খুনের পর হাসপাতালগুলিকে সিসিটিভির নজরদারিতে মুড়ে ফেলার সরকারি সিদ্ধান্ত ঠিকঠাক বাস্তবায়িতই হয়নি। এতদিনে সেই সত্য বুঝতে পারছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক স্তরে এক

বাধ্যতামূলক

- নিরাপত্তাকর্মী থেকে সুপার, সচিত্র পরিচয়পত্র
- বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের হাসপাতালের সর্বত্র যাওয়া নিষেধ
- চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন, নির্দিষ্ট পোশাক
- রোস্টার অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কাজের তদারকি
- সিভিক ভলান্টিয়ার ও নীচুস্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ
- রোগীদের নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার, সিসিটিভির নজরদারি

বৈঠকে তিনি এজন্য উষ্মা প্রকাশ করেছেন শনিবার। তাঁর সাফ কথা, 'পর্যাপ্ত সিসিটিভি লাগানো হলেও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। মনিটর না হওয়ায় বহু ঘটনা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।' আরজি কর মেডিকেলের পর চলতি বছরে এসএসকেএমের মতো নামকরা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে যৌন নিগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। এর মধ্যে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে একইরকম ঘটনা ঘটেছে। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

আর হয়তো...

> জানি না আর কোনওদিন অস্ট্রেলিয়ায় খেলব কি না। সাফল্য, ব্যর্থতা, যাই ঘটুক না কেন, এখানে খেলা উপভোগ করেছি।
> **-রোহিত শর্মা**

> আমরা সবসময় অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে ভালোবাসি। এখানকার দর্শকরা দারুণভাবে গ্রহণ করে আমাদের। সমর্থন, ভালোবাসা পাই।
> **--বিরাট কোহলি**

অস্ট্রেলিয়ায় আবেগে ভাসলেন রো-কো

সিডনি, ২৫ অক্টোবর : বিদায় অস্ট্রেলিয়া।

অকুণ্ঠ ভালোবাসা, পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। হয়তো আর কোনওদিন অস্ট্রেলিয়ায় খেলব না। কিন্তু এই স্মৃতি চিরকাল সঙ্গে থেকে যাবে। সিডনি দ্বৈরথে অস্ট্রেলিয়াকে চূর্ণ করে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশকে নিয়ে রীতিমতো আবেগতাড়িত বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা।

অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে স্মৃতির সরণিতে ভাসলেন। ম্যাচের পর রবি শাস্ত্রী-অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে আসা বরাবর উপভোগ করি। সিডনিতেও বেশ কিছু ভালো স্মৃতি রয়েছে। প্রথমবার খেলেছিলাম ২০০৮। এখনও যে স্মৃতি টাটকা। জানি না আর কোনওদিন অস্ট্রেলিয়ায় খেলব কি না। সাফল্য, ব্যর্থতা, যাই ঘটুক না কেন, এখানে খেলা উপভোগ করেছি। ধন্যবাদ সবাইকে, মাঠে উপস্থিত থেকে আমাদের সমর্থন করার জন্য।'

বিরাটের কথাতেও রোহিতের সুর। বলেন, 'আমরা সবসময় অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে ভালোবাসি। এখানকার দর্শকরা দারুণভাবে গ্রহণ করে আমাদের। সমর্থন, ভালোবাসা পাই। অনেক ভালো ইনিংসও খেলেছি। এত ভালোবাসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।'

প্রথম দুই ম্যাচে শূন্য থেকে রানে ফেরা। রবি শাস্ত্রী যা মনে করিয়ে দিতে বিরাটের উত্তর, 'যখন

একে অপরকে অভিনন্দন। ম্যাচ জয়ের পর সিডনিতে রোহিত-কোহলি।

পরিস্থিতি পক্ষে থাকে না, তখন কাজটা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। আর এই চ্যালেঞ্জ আমার সেরাটা বের করে আনে। এদিন রোহিত সঙ্গে থাকায় সহজ হয়ে যায় ব্যাটিং। ভালো লাগছে ম্যাচ জেতানো জুটি করতে পেরে। অজিদের বিরুদ্ধে আমাদের যুগলবন্দির কাহিনী শুরু হয়েছিল ২০১৩-তে। ওরাও জানে, আমরা ২০ ওভার টিকে গেলে ম্যাচের রাশ নিয়ে নেব।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

রেললাইনে বিস্ফোরণ, এনকাউন্টারে মৃত্যু জঙ্গির

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রাম, ২৫ অক্টোবর : অসমের কোকরাঝাড় ও সালাকাঠির মাঝখানে রেললাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় নাশকতার অভিযোগ ছিল। সেই ঘটনার পিছনে ঝাড়খণ্ডের যোগ মিলল। শনিবার অসম পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ন্যাশনাল সাঁওতাল লিবারেশন আর্মির এক সদস্য মারা যায়। নিহতের নাম আপিল মুর্মু ওরফে রোহিত মুর্মু (৪০)। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, দুটি গ্রেনেড, একটি ভোটার কার্ড ও একটি আধার কার্ড উদ্ধার করেছে।

কোকরাঝাড় জেলার বরিষ্ঠ পুলিশ সুপার পুষ্পরাজ সিং শনিবার কোকরাঝাড়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার নাদাঙ্গুরি এলাকায় ন্যাশনাল সাঁওতাল লিবারেশন আর্মির কয়েকজন সদস্যের লুকিয়ে থাকার খবর মেলে। অভিযান চালানোর সময় আপিল মুর্মু আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়নি। ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে সে গুরুতর আহত হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।' এই ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত বলে কোকরাঝাড়ের পুলিশকর্তা জানিয়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

যৌনপল্লির গুমটি ঘরে গা-ঢাকা দুষ্কৃতীদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : শিলিগুড়ির নিষিদ্ধপল্লিতে বাড়ছে বহিরাগতদের আনাগোনা। অভিযোগ, ছোট ছোট কুঠুরি বানিয়ে মোটা টাকায় বহিরাগতদের ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। সেখানে চুরি, খুনে অভিযুক্তরা যেমন গা-ঢাকা দিচ্ছে, তেমনই ভিনরাজ্য থেকে এসে অনেকে বাড়িভাড়া নিচ্ছে। এই ভাড়াটিয়াদের কোনও তথ্যই থাকছে না শিলিগুড়ি পুলিশের কাছে। কারা বাইরে থেকে আসছে, এখানে থাকছে তার তথ্য ওয়ার্ড কাউন্সিলারের কাছেও থাকছে না।

গত কয়েক মাসে নিষিদ্ধপল্লির যৌনকর্মীদের ওপর একাধিকবার আক্রমণ হয়েছে। দেখা গিয়েছে, আক্রমণকারীরা ওই এলাকাতেই ভাড়া থাকে। আবার পুরোনো ক্রিমিন্যাল রেকর্ডও রয়েছে এদের। আগে দুর্বার নামে একটি সংস্থা নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় কাজ করত। সেখানকার কিছু তথ্য তাদের কাছে থাকত। কিন্তু বর্তমানে দুর্বারের সদস্যরা ওই এলাকায় কাজ করছেন না। তবে দুর্বারের প্রাক্তন কয়েকজন সদস্য নিজেদের মতো করে চেষ্টা করে যৌনকর্মীদের তথ্য রাখছেন। ওই এলাকায় বাইরে থেকে কারা আসছে, কারা বাড়িভাড়া নিচ্ছে, কারা থাকছে সেই তথ্য রাখা তাঁদের

পক্ষেও সম্ভব নয়।

নিষিদ্ধপল্লিতে কতগুলি বাড়িতে ভাড়াটিয়া রয়েছে এবং কারা ভাড়া নিয়েছে, সেই তথ্য জোগাড়ের দাবি জোরালো হচ্ছে। নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে যৌনকর্মীরাই এই দাবি তুলছেন। শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'ওই এলাকায় আমরা প্রায়ই সচেতনতা শিবির করে থাকি। মহিলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শিবির করা হয়। পাশাপাশি স্থানীয়দের বলা রয়েছে, কোনও বহিরাগতকে সন্দেহভাজন মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে। আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব। পুলিশের পাশাপাশি জনগণেরও একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে।' ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষের বক্তব্য, 'আগে যাঁরা দুর্বারের সদস্য ছিলেন তাঁদের কাছেই এখন সমস্ত তথ্য থাকে। তাঁদের থেকেই আমরা তথ্য পাই।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় কমবেশি প্রায় ৫০০ যৌনকর্মী রয়েছেন। আর এলাকায় বসবাস করে সব মিলিয়ে প্রায় হাজারজন। ওই এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে ছোট ছোট গুমটি ঘর তৈরি করা রয়েছে। বাইরে থেকে আসা যৌনকর্মীরা ছাড়াও অন্য লোকেরাও ভাড়া নেয় গুমটি ঘরগুলো। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

ভিড় ভিন কর্মক্ষেত্রে, সংকটে বাগান

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ চতুর্থ পর্ব।

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্স চা

শুভজিৎ দত্ত

আজন্মের ভিটেমাটি। বড় হয়েছে বাপ-দাদাদের সেখানে কাজ করতে দেখে। জেনারেশন জেড অবশ্য আর উৎসাহী নয়। তারা মুখ ফিরিয়েছে চা বাগান থেকে। কালের নিয়মে শ্রমিক পরিবারে মধ্যবিত্তায়নের ঢেউ। ফলে শ্রমিকের কাজে আর আগ্রহ নেই। বদলে বেশি আয়ের সন্ধানে নতুন প্রজন্ম দলে দলে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। সেখানে গতরে খেটে কাজ করলেও চা বাগানে আর নয়!

শুধু কি তাই! স্থায়ী কাজ থাকা সত্ত্বেও চা শ্রমিকদের অনেকেও বাগান ছেড়ে অন্য কর্মক্ষেত্রে পাড়ি দিচ্ছেন। নিট ফল প্রতিটি চা বাগানে প্রতিদিন কাজে গরহাজিরের সংখ্যা বাড়ছে। সেই হার বাড়তে বাড়তে কোথাও ৪০ আবার কোথাও ৫০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছে। চা বাগানের পরিচালকদের ভাষায় যে প্রবণতার পোশাকি নাম 'অ্যাবসেন্টিজম'।

নীরবে ঘটে চলা এই পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে বদলে যাওয়া আর্থসামাজিক অবস্থা। প্রত্যাশা ও চাহিদার বৃদ্ধি। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, হাতি-চিতাবাঘের

আতঙ্ক বুকে চেপে মাত্র ২৫০ টাকা মজুরি মেলার আক্ষেপ। ডুয়ার্সে চা শিল্পের গোড়াপত্তনের পর ইংরেজ জমানা কিংবা স্বাধীনতা উত্তরপর্বে পাঁচ থেকে সাতের দশকের স্বর্ণযুগের কথা নাহয় বাদই দেওয়া গেল। বছর পনেরো আগেও মজুরির পাশাপাশি বাগিচা শ্রম আইন অনুসারে যেসব বস্তুগত সুযোগসুবিধা (ফ্রিঞ্জ বেনিফিট) মোটের ওপর নিয়মিত মিলত, তাও এখন অতীত।

সেইসব সুবিধা যেমন, প্রতি দু'বছরের ব্যবধানে বাড়িঘর মেরামত, রোদে-বৃষ্টিতে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার সুবিধার জন্য ছাতা, জুতো, চটি, গামবুট, রুমাল, কম্বল (গাছ থেকে তুলে কাঁচা পাতা রাখার থলে) ইত্যাদি। সেসব এখন প্রায় ইতিহাসের পাতায়। শ্রমিক সংগঠনগুলিকে কিংবা ইউনিয়নের ব্যানার ছাড়াই শ্রমিকদের একজোট হয়ে সেসবের দাবিতে আন্দোলন এখন প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। চা বাগানের নিজস্ব চিকিৎসা পরিষেবাও তলানিতে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বাম নেতাকে বিজেপিতে ডাক শুভেন্দুর

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

বিশ্বনাথ শুকুলের সঙ্গে কথা বলছেন শুভেন্দু অধিকারী। ওল্ড মালদা স্টেশনে।

পুরাতন মালদা, ২৫ অক্টোবর : শনিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে পুরাতন মালদা পুরসভার প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান তথা বামফ্রন্টের বর্ষীয়ান নেতা বিশ্বনাথ শুকুল পুরাতন মালদা শহরের ওল্ড মালদা স্টেশনে দেখা করলেন। এদিন শুভেন্দু সাংগঠনিক কাজে মালদায় এসেছিলেন। সেই ফাঁকে তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বিশ্বনাথকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বলে প্রাক্তন বাম পুর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই পুরাতন মালদা শহরের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান কি এবার তবে বিজেপিতে যাচ্ছেন? এই প্রশ্নই এখন শহরজুড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

রাজ্যে পালাবদলের পর মালদার একাধিক বামফ্রন্টের নেতা ও বিধায়ক দল ছেড়ে হয় গেরুয়া শিবিরে, নয়তো তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথকে ঘিরে জল্পনা বাড়তি মাত্রা পেয়েছে। যদিও বিশ্বনাথ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'মালদা স্টেশনে কলকাতা যাওয়ার টিকিট কাটতে গিয়েছিলাম। শুভেন্দু পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমাকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি শুধু তাঁর কথা শুনেছি। আমি যদি বিজেপিতে যেতাম তাহলে উত্তর দিতাম। আগেও আমাকে নিয়ে চর্চা হয়েছে। কিন্তু দলত্যাগ করিনি, করব না।'

বিষয়টি নিয়ে অবশ্য শহর তৃণমূল নেতৃত্ব কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার বশিষ্ঠ ত্রিবেদীর কথায়, 'বামফ্রন্ট ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। বিষয়টি বামফ্রন্ট ও বিজেপি নেতারা ভাববেন। তবে তৃণমূলকে টেক্কা দিতে গিয়ে গুরুত্বহীন নেতাদের দলে নিলে উলটে বিজেপির ক্ষতি হবে।'

বিশ্বনাথ দু'বারের বাম পুর বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এলাকার দক্ষ সাংগঠনিক সিপিএম নেতা। ফলে পুরাতন মালদার রাজনীতিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশ্বনাথের দলবদলের জল্পনা ও চর্চা তুঙ্গে রয়েছে। সিপিএম নেতা অম্বর মিত্রের বক্তব্য, 'শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমাদের বরিষ্ঠ নেতার সাক্ষাৎ হয়েছে। এজন্য সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে, তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। এনিয়ে আমরা কিছু ভাবছি না।'

তৃণভূমি তছনছ, বুনোদের নিয়ে শঙ্কা

শুভজিৎ দত্ত

ডুয়ার্সের এক চা বাগানে বন্দি চিতাবাঘ। -ফাইল চিত্র

নাগরাকাটা, ২৫ অক্টোবর : একে ডুয়ার্সের জঙ্গল সংকুচিত হওয়ার কারণে হাতিদের বাসস্থানের সংকট, তার ওপর সাম্প্রতিক দুর্যোগে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে বনের খাদ্যভাণ্ডার। বিশেষ করে ঘাস। অন্যদিকে চিতাবাঘের তো শুমারিই হয়নি। সেগুলির ডেরা হয়ে আছে চা বাগান। সহজে শিকার ধরতে হানা দিচ্ছে লোকালয়ে। ইতিমধ্যে প্রাণ গিয়েছে কয়েকটি শিশুর। সবমিলিয়ে ডুয়ার্সে মানুষ-বুনোর সংঘাত এখন চরমে। এনিয়ে গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'দুর্যোগের সাম্প্রতিক সমস্যা তো রয়েইছে, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ধান চাষের বিষয়টি আরও জটিলতা তৈরি করছে। মানুষকে সচেতন হতে হবে। মানুষ-বুনো সংঘাত রুখতে বনকর্মীদের চেষ্টায় কোনও খামতি নেই।'

গত ৪ অক্টোবর রাত থেকে ৫ অক্টোবর ভোরের প্রবল বৃষ্টিতে গরুমারা, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সহ জলপাইগুড়ি ডিভিশনের আওতাধীন যে সমস্ত জঙ্গল রয়েছে সেগুলির তৃণভূমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নতুন করে ঘাস গজাতে অন্তত তিন-চার মাস সময় প্রয়োজন। ব্যবধানের এই পর্ব যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে সংশয় নেই বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ, পরিবেশপ্রেমীদের। তার দৃষ্টান্তও মিলতে শুরু করেছে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়া হাতির হামলায় ডুয়ার্সে এপর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ছয়জন। তার মধ্যে তিনজন জলদাপাড়া ঘেঁষা মাদারিহাট ব্লকের। বাকি তিনজন গরুমারা ও পানঝোরার জঙ্গল লাগোয়া নাগরাকাটা ব্লকের। হাতির বংশবৃদ্ধির সমীকরণও। ২০১৭ সালের শুমারি অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে হাতি ছিল পাঁচশোর কাছাকাছি। ২০২৩ সালের শুমারিতে (যার রিপোর্ট চলতি বছরে প্রকাশিত হয়েছে) সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭০০। অন্যদিকে, বনভূমির আয়তন কমেছে বই বাড়েনি।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, প্রতি বর্গকিমি জঙ্গলে ঠিক কত সংখ্যক হাতি থাকা উচিত, তার কোনও তত্ত্ব নেই। কোন জঙ্গলে হাতি বেশি বা কোথায় কম থাকবে, তা নির্ভর করে পর্যাপ্ত ঘাস, জলের জোগান, জলাশয়ের উপস্থিতি, নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার পরিবেশের মতো বিষয়ের ওপর। হস্তীবিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়ার কথায়, 'উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলগুলি খণ্ডিত। সাম্প্রতিক বিপর্যয় মানুষের মতোই বন্যপ্রাণেরও বড়সড়ো সংকট তৈরি করেছে।' হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'ক্ষয়িষ্ণু বন। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যপ্রাণের কাছে বিষয়টি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু হাতি, চিতাবাঘই নয়, অন্যান্য জীবজন্তুও দিশেহারা। এমন সময়ে মানুষকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। বন দপ্তরেরও নিবিড় নজরদারিও প্রয়োজন।'

বনকর্তারা জানাচ্ছেন, সাধারণত একটি চিতাবাঘ ২০-২২ কিমি এলাকাজুড়ে ঘোরাফেরা করে। চা বাগানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ওই গণ্ডির বাইরে তারা খুব একটা বের হচ্ছে না। ফলে একই পরিবারের মধ্যে প্রজনন ঘটে সমস্যা তৈরি হচ্ছে কি না সেটাও এখন বন দপ্তরের আতশকাচের তলায়। বড় চা বাগানের পাশাপাশি বল্গাহীনভাবে ক্ষুদ্র চা বাগান গড়ে ওঠায় চিতাবাঘের আশ্রয়স্থলের পরিধি বেড়েছে। এখন গ্রীষ্মকালেও মানুষের উপর আক্রমণ করে বসছে চিতাবাঘ। যা আগে বেশি হত শীতের সময়।

> ক্ষয়িষ্ণু বন। তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যপ্রাণের কাছে বিষয়টি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু হাতি, চিতাবাঘই নয়, অন্যান্য জীবজন্তুও দিশেহারা। এমন সময়ে মানুষকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। বন দপ্তরেরও নিবিড় নজরদারিও প্রয়োজন।
>
> **অনিমেষ বসু** মুখপাত্র, ন্যাফ

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। জমি, বাড়ির কোনও সমস্যা বুদ্ধিবলে মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হবেন। অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে।

বৃষ : কর্মপ্রার্থীরা সপ্তাহের শুরুতেই খুব ভালো খবর আশা করতেই পারেন। প্রেমের বিষয় নিয়ে পরিবারে সমস্যা হতে পারে। কোনও কুচক্রী আত্মীয়ের কারণে প্রচুর টাকা নয়ছয় হতে পারে। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে না। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে।

মিথুন : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে মানসিক অবসাদ বাড়বে। বাড়ির কোনও সমস্যার জন্য আপনার ওপর চাপ বাড়তে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নিন। জমি কেনাবেচায় যুক্তদের এ সপ্তাহে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। সপ্তাহের শেষদিকে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি।

কর্কট : কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে প্রশংসিত হবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বড় কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বড় ধরনের স্বীকৃতি পেতে চলেছেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। প্রবাসী কোনও বন্ধুর জন্য চিন্তা হতে পারে।

সিংহ : আপনার প্রচেষ্টায় আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতায় জটিল কাজের সমাধান করতে সক্ষম হবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় মানসিক চাপ কাটাতে সক্ষম হবেন। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে স্বস্তি পাবেন।

কন্যা : না বুঝে কোনও জায়গায় কোনও মন্তব্য করবেন না। আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। পুরোনো কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় আরও বিনিয়োগে ঋণের সমস্যা মিটে যাবে। কোনও বহুমূল্য জিনিস হারিয়ে যেতে পারে।

তুলা : সামান্য কারণে বাবার সঙ্গে বিবাদ হলেও মায়ের হস্তক্ষেপে তা মিটে যাবে। চাকরির স্থানে কোনও অপ্রয়োজনীয় কথা বলবেন না। বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন এ সপ্তাহে সফল হবে। ব্যবসায় কর্মচারীর ভুলে সমস্যা হতে পারে।

বৃশ্চিক : পড়ুয়ারা পড়াশোনায় মনোযোগী হলেই সাফল্য নিশ্চিত। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়তে হতে পারে। এ সপ্তাহে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। বিদ্যুৎ, আগুন ব্যবহারে সাবধান। লটারি বা শেয়ারে বিনিয়োগ না করাই ভালো। উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা সফল হবে।

ধনু : রাজনীতিকদের সামাজিক কাজের জন্য সম্মান বাড়বে। বিশেষ কারণে কর্মক্ষেত্র বদল করতে হতে পারে। বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ এ সপ্তাহে চালু করলে সফল হবেন। উদার মানসিকতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে আর্থিকভাবে প্রতারণা করতে পারে।

মকর : পরিবার নিয়ে দূর ভ্রমণে বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় সমস্যার সমাধান হতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিরা মনের চঞ্চলতা দূর করতে আধ্যাত্মিক দিকে মনসংযোগ করলে ভালো ফল পাবেন। সপ্তাহের শেষে বাড়িতে অতিথি সমাগমে প্রচুর খরচ বাড়বে।

কুম্ভ : পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে না পারলে সমস্যায় পড়তে পারেন। আনন্দ অনুষ্ঠানে কোনও আত্মীয়ের বিরূপ আচরণে লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা। প্রভাবশালী ব্যক্তির সান্নিধ্যে লাভবান হবেন। ব্যবসার বরাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল।

মীন : শারীরিকগত কারণে হয়ে আসা কোনও কাজ পণ্ড হতে পারে। সাংসারিক সমস্যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। জেদ, একগুঁয়েমি স্বভাবের জন্য সমালোচিত হতে পারেন। ব্যবসায় বাধা থাকলেও উপার্জন বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৪ কার্তিক, ২৬ অক্টোবর, ২০২৫, ৮ কাতি, সংবৎ ৫ কার্তিক সুদি, ৩ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৩, অঃ ৫।০। রবিবার, পঞ্চমী রাত্রি ২।১১। জেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৮।৪২। শোভনযোগ প্রাতঃ ৫।৫৫। ববকরণ দিবা ১।১৯ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।১১ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৮।৪২ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ, বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ২।১১ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৫৭ গতে ১২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।৩২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৪২ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১০।৩৫ গতে পূর্বে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ২।১১ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।৪২ গতে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নিষ্ক্রমণ দীক্ষা হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ষটপঞ্চমীব্রত, জ্ঞানপঞ্চমীব্রত (জৈন)। সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদারের আর্বিভাব দিবস (ইং ১৮৮৮)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৬ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৩১ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৫।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৪।৬ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ Gen., 26/5', M.A., B.Ed., NET & SET, একমাত্র সন্তান, পিতা-মাতা সঃ চাকরিজীবী। পাত্র চাই। 9002267428. (C/118811)

■ জেনারেল, 36+, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য 42-এর মধ্যে সরকারি চাকুরে সুপাত্র কাম্য। ফোন- 7679424009. (C/118813)

■ ব্রাহ্মণ, 28+/4'-11", M.Sc., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেঃ সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি/ঘটক নহে। (M) 9957378239. (C/118708)

■ রাজবংশী, M.Sc., B.Ed., জলপাইগুড়ি নিবাসী, 5'-4"/30, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। (M) 9126016043.

■ মুসলিম সুন্নি, 29/5'-4", M.A. (Eng.), ফর্সা, সুন্দরী। পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/অধ্যাপক/সঃ অফিসার পাত্র কাম্য। (M) 7319443557. (K)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, 27, M.A., B.Ed., সুশ্রী, ধূপগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-(M) 8617886332. (A/B)

■ কায়স্থ (Gen.), সুশ্রী, 5'-1"/25+, ইংরেজি স্নাতক, কেন্দ্র সরকারি ক্লার্ক, পিতা রেলকর্মী, রেল/সরকারি চাকুরে, নেশাহীন, 31 মধ্যে উত্তরবঙ্গের পাত্র কাম্য। (M) 9614390502 (7 P.M. to 9 P.M.). (C/118709)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বৈশ্য সাহা, 26/5'-5", M.Sc. (Gold Medalist), B.Ed., পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেঃ সঃ কর্মচারী। এইরূপ পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32, সরকারি/বেসরকারি (MNC) চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9474626798. (C/118816)

■ পাত্রী সাহা, 29+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/118374)

■ নমশূদ্র, জন্ম 1.10.1990, 5'-3", M.Sc., পিতা R.E.E., উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8617615931. (C/118831)

■ শিলিগুড়ি নিকটস্থ, ঘোষ, পাত্রী M.A., B.Ed., 29/5'-5", চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই (উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য)। (M) 9475442008 (2 P.M. to 10 P.M.). (C/118833)

■ Gen., ২৮/৫'-৫", M.A., B.Ed., Eng., গান, কম্পিউটার, সুদর্শনা, পিতা কেঃ সরকারি অফিসার, একমাত্র কন্যা। ভালো সরকারি চাকরি অগ্রাধিকার। (M) 7319161242, উত্তরবঙ্গ কাম্য। (C/118536)

■ ব্রাহ্মণ, ফর্সা, স্মার্ট, 26/5'-5", সাবর্ণ, নরগণ, M.A. (ইংলিশ), B.Ed., উপযুক্ত সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। উঃ বঃ অগ্রগণ্য। 9474392797. (C/118541)

■ কায়স্থ, 30/5'-2", সুশ্রী, দেবারি, M.A. পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে অথবা প্রতিষ্ঠিত MNC Co.-তে চাকরিরত পাত্র কাম্য। Ph : 8250654228. (C/118839)

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, 28+/5'-3", B.Tech., ফর্সা, সুশ্রী কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোঃ 9635600580. (D/S)

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, গোত্র-গৌতম, দেবগণ, 31/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, M.Sc. (Zoo.), B.Ed., Kol. Central গভঃ চাকরিরতা, একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, গভঃ চাকরিজীবী সুযোগ্য পাত্র কাম্য। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পাত্র/উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। মোঃ 9434191455, 9434256464. (D/S)

■ কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষিকা (২০১০), 35+/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি বা সংলগ্ন অঞ্চলের স্থায়ী সরকারি চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই অগ্রগণ্য। (M) 9832056340. (C/118711)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, ইংরেজিতে M.A. এবং প্রাইভেট সংস্থাতে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/118373)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.A., B.Ed. পাশ, ঘরোয়া। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/118373)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, ৩০, B.Tech. পাশ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118373)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118373)

■ কোচবিহার নিবাসী, ২৮+, পাত্রী হিন্দু বাঙালি, গভঃ ব্যাংক চাকরিরতা। অসম-এ পোস্টিং। যোগ্য পাত্র কাম্য। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। (M) 8822987763. (C/118373)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নমশূদ্র, 22/5'-3", ঘরোয়া, পরমা সুন্দরী, পিতা ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 9733066658. (C/118373)

■ কায়স্থ, মধ্যবিত্ত, 24/5'-3", ঘরোয়া, গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। পাত্র স্বল্পকালীন ডিভোর্সি হলেও চলবে। 9432076030. (C/118373)

■ Gene., 24/5'-3", B.Sc., ঘরোয়া, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 8016232769. (C/118373)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed. পাশ এবং বর্তমানে প্রাইভেট স্কুল টিচার। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/118373)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ৩৪+, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 8967180345. (C/118373)

■ জন্ম ১৯৯৭, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সুন্দরী, শিক্ষিতা ও ICDS কর্মরতা। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/118373)

পাত্র চাই

■ Gene., 26/5'-3", M.A., B.Ed., সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী, ভদ্র পাত্র কাম্য। 9635026555. (C/118373)

■ পাত্রী B.A., Eng. (H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ কায়স্থ, 31/4'-11", B.A. (Eng.) পাঠরতা, সুশ্রী, ফর্সা, পিতা সরকারি কর্মচারী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8250457974. (C/118378)

■ SC, 30 yrs/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., NET, CTET, TET, Teacher Eng. Medium School, চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474583163. (C/118378)

■ বয়স ৫৫, বিধবা, হাইস্কুলের শিক্ষিকা, পিতা-মাতাহীন পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 6289645809. (K)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৭+, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, প্রাইভেট ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/118373)

পাত্রী চাই

■ গোয়ালা ঘোষ, 28/4'-6", M.P. পাশ, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, দুগ্ধ ব্যবসায়ী (মাঃ ৫০ হাজার) পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 7908606829. (C/118706)

■ কায়স্থ, 31/5'-4", নরগণ, সঃ চাঃ, MT (LAB) পাত্রের জন্য দেবারিগণ ব্যতীত উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (স্বাস্থ্যকর্মী অগ্রগণ্য)। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9002971352. (C/118707)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৩, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/118601)

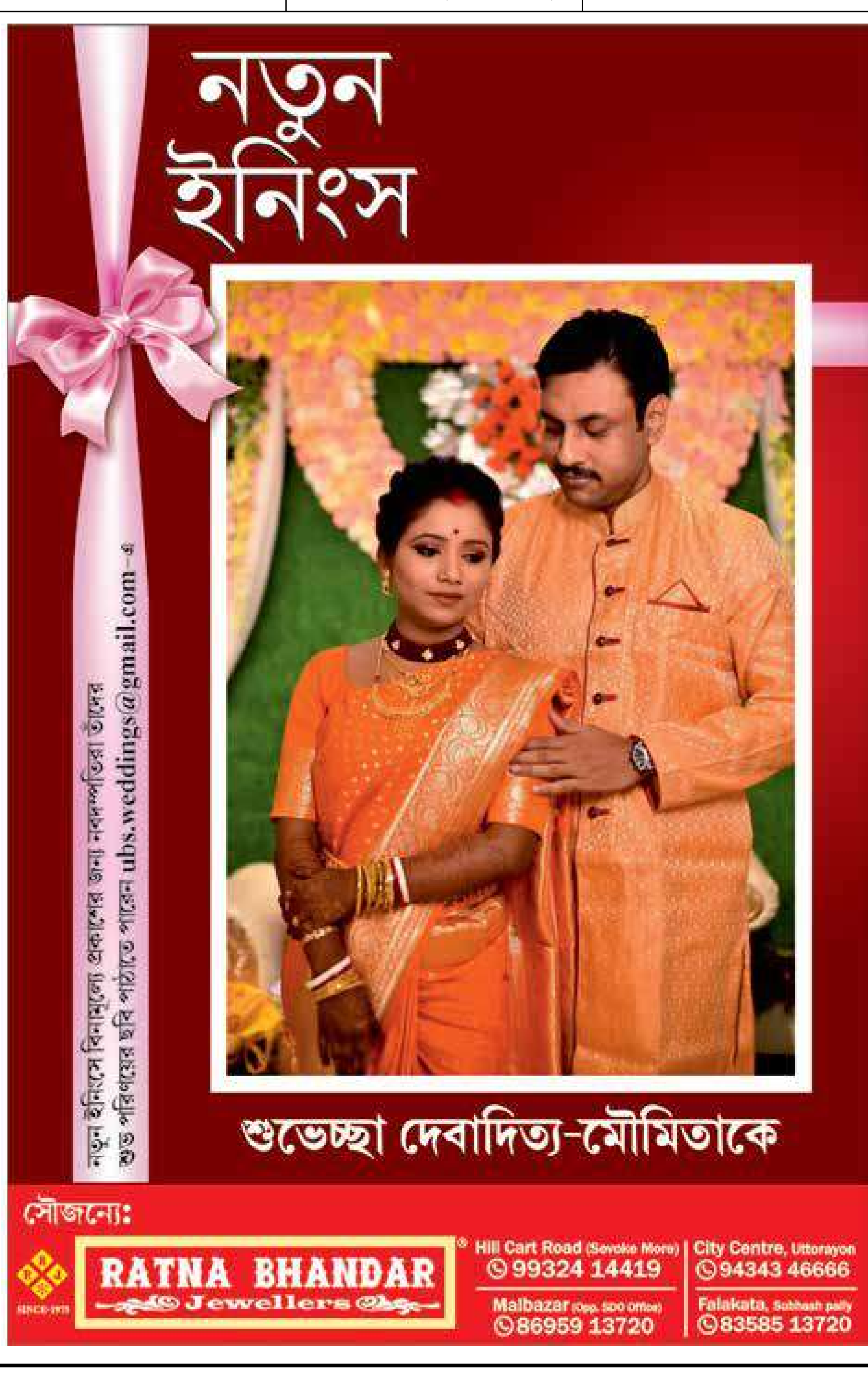

পাত্রী চাই

■ মাহিষ্য, মালদা নিবাসী, 30+/5'-11", ইউরোপে গবেষণারত, একমাত্র পুত্র। স্বঃ/অসবর্ণ, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 8710055261. (C/118687)

■ সাহা, 34/5'-8", B.Tech., বড় ব্যবসায়ী, কোচবিহার। পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8158869659. (C/118157)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী (ভারতীয় Railway), 30/5'-7", পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। কর্মরতাও চলিবে। (M) 9434212674, 9064350348 (W/A). (C/118808)

■ কায়স্থ, 37/5'-8", B.Tech., Civil Engineer, ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, ঘরোয়া/চাকরিজীবী, সুন্দরী, ফর্সা সুপাত্রী চাই। (M) 9475331330. (U/D)

■ 33/5'-5", কায়স্থ, MBA, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। 8597519854. (B/S)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, ৩০, সরকারি চাকরি (ডাক্তার), শিলিগুড়ির নিকট, রাজবংশী, সুশ্রী, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পাত্রী চাই। মোঃ ৮২৫০৬২৭৮১৮. (C/118810)

■ Saha, Katihar, 30 yrs, working at IIT Bombay, faculty, Civil Engineering, height 5'-8", looking for a suitable bride. Contact number : 9430813648, 9234429461. (C/118815)

■ পাল, আলম্যান গোত্র, 33+/5'-5", H.S., ইলেক্ট্রিক্যাল সেলস অ্যান্ড সার্ভিস, মালবাজার, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9641288775. (B/B)

■ সাহা, 31/5'-5", M.Tech., MNC, উত্তরবঙ্গের সাহা, সুশ্রী, ফর্সা, 26, B.Tech./M.Tech./MBA, MNC পাত্রী কাম্য। (M) 9475652190. (B/S)

■ ঘোষ, COB, 35/5'-11", সঃ স্কুলের শিক্ষক (আপার প্রাইমারি), নিজস্ব দোকান, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিতা/B.Ed. (কর্মরতা অগ্রগণ্য), সুশ্রী, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8016327466. (C/118805)

■ কায়স্থ, 32/6', Civil Engineer, প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত, নিজ বাড়ি, একমাত্র সন্তান, 28-এর মধ্যে সুন্দরী, শিক্ষিতা, ভদ্র পাত্রী চাই। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 9775404001. (C/113806)

■ 37/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, M.Com., MBA, Gen. caste, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মধ্যে চাই। (M) 8250618470. (K)

■ কায়স্থ, দত্ত, 33/5'-8", স্নাতক, রায়গঞ্জ নিবাসী, Bank-এর ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9474308070. (K)

■ কলকাতা নিকটস্থ হাবড়া নিবাসী কর্মকার, অবিবাহিত, ৪৬ বছর বয়সি, ৫'-৪", ডক্টরেট, প্র্যাকটিসরত, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর জন্য অনূর্ধ্বা ৩২-এর মধ্যে স্ববর্ণ/অসবর্ণ সুপাত্রী কাম্য। (M) 7318988057, 9830516556. (C/118821)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S., ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, H.S./B.A. পাশ, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। (M) 9832052447. (A/K)

■ সাহা, 37/5'-11", রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককর্মী, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9091974758. (C/118710)

■ কায়স্থ,, 32/5'-6", MBA, MNC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, 21-28, কায়স্থ পাত্রী চাই। 9733228905. (P/S)

■ পাত্র কায়স্থ, নামমাত্র ডিভোর্সি, 35/5'-6", M.Tech., 1st class Electrical Engineer, Jadavpur University, কেন্দ্রীয় সরকারি Executive Engineer পদে কলিঃ কর্মরত। বিস্তারিত যোগাযোগ মাধ্যমে। (M) 8145874362. (C/118826)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 36+, পেশা-গৃহশিক্ষকতা, 5'-1", পাত্রী চাই। 9641868541. (C/118830)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ ঘোষ, ৩৫+/৫'-৮", প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে, B.Com. (Hon.) পাশ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9641959327. (C/118829)

■ পাত্র কায়স্থ, কাশ্যপ, ৪৮/৫'-১১", Ph.D-রত, Env. Consultant, শিলিগুড়ি নিবাসী, ডিভোর্সি, (১ সন্তান, মায়ের কাছে)। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9474031025, (ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন)। (C/118635)

■ পাত্র 5'-7"/38, কাশ্যপ গোত্র, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। পাত্রী সুশ্রী, গৃহে নিপুণা, উচ্চমাধ্যমিক পাশ হইলে চলিবে। বয়স 30/34-এর মধ্যে। (M) 7478591421. (C/118836)

■ 50 years old Male, ST, Christian widower, well-settled social worker and politician from North Bengal, family-oriented, non-smoker and teetotaler. Seeking a caring and understanding life partner (widow/divorcee/single, aged 40-45 years). Contact : nbslg75@gmail.com (C/118372)

■ অধ্যাপক গবেষক, ৫'-৮"/৩৩, কায়স্থ, দেবারি, ভিনরাজ্যে কর্মরত। শিলিগুড়িবাসী, একমাত্র সন্তান। উপযুক্ত অনূর্ধ্ব ২৭ পাত্রী কাম্য। মোঃ 9832648879. (C/118372)

■ পাত্র কায়স্থ, Gen., কাশ্যপ গোত্র, ৪০, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি (নিঃসন্তান), রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী, পিতা-মাতা মৃত, একমাত্র দাদা, শিলিগুড়িতে নিজস্ব পৈত্রিক বাড়ি। এরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য কায়স্থ/বৈদ্য, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8972060692. (C/118828)

■ জেঃ, 35/5'-11", M.A., Part-I, নিজ দোকান, প্রঃ ব্যবসা, স্নাতক পাত্রী কাম্য। অভিভাবক ফোন করুন। মোঃ 8145942277. (C/118538)

■ Gen., 35, B.Tech., MBA, 5'-10", প্রঃ ব্যবসায়ী। ডিভোর্সি, সুদর্শন পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001699369. (C/118824)

■ WB, তিলি, 38/5'-11", সুদর্শন, দাবিহীন, B.Tech. Engr., ইস্যুলেস ডিভোর্সি পাত্রের জন্য Gen., ইস্যুলেস ডিভোর্সি/অবিবাহিতা, 5'-2"/5'-5", স্লিম, ফর্সা, শান্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্মরতা/কর্মরতা নয়। অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 6294871691. (C/118542)

■ নমশূদ্র, 24/5'-9", B.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দর, স্মার্ট, একমাত্র পুত্র, ব্যবসায়ী, দোতলা বাড়ি, গাড়ি, জমি, আর্থিক অবস্থা ভালো, দাবিহীন পাত্রের জন্য (20-23)-এর মধ্যে স্মার্ট, ফর্সা, সুন্দরী, লম্বা, B.A. পাশ বা B.A. পাঠরতা পাত্রী চাই। (M) 7063875234. (C/118375)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Tech. পাশ, সরকারি চাকরিজীবী (সেন্ট্রাল গভঃ)। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/118373)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/118373)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/118373)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮, M.Tech. করে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/118373)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ৩১+, ভারতীয় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার, অসম-এ পোস্টিং। যোগ্য পাত্রী কাম্য। পিতা গভঃ স্কুল টিচার, মাতা গৃহবধূ। (M) 8822987763. (C/118373)

■ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, নরগণ, ২৯/৬'-৩", মুম্বইতে IT সেক্টরে সিনিয়ার সফটওয়্যার ইঞ্জিঃ। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9051056555. (C/118373)

■ কায়স্থ, 32/5'-8", M.Tech., Incometax-এর অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। 9734485015. (C/118373)

■ জেনারেল, 31/5'-9", M.Tech./MBA, yearly 40 Lac, নামী MNC কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407777995. (C/118373)

■ পাল, 32/5'-8", M.Tech., রেল-এ উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9635924555. (C/118373)

■ সাহা, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 33/5'-8", M.Tech., গভর্নমেন্ট উচ্চপদে কর্মরত, দাবিহীন পাত্রের পাত্রী চাই। 8653532785. (C/118373)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/118373)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বিপত্নীক, ৪৩+, স্টেট গভঃ চাকরিরত। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/118373)

■ বয়স ৩৪+, সুদর্শন, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর ONGC-তে কর্মরত। এইরূপ বাঙালি হিন্দু পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/118373)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭, ডিভোর্সি। পাত্র রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/118373)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/118362)

শৈশব ও পুতুলখেলা

বালুরঘাটের সেওয়াই গ্রামে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে ডরাচ্ছে উত্তর

মাসের শেষে বৃষ্টির ভ্রূকুটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : সাগরে গর্ভস্থ ঘূর্ণিঝড় জন্মের অপেক্ষায়। সাম্প্রতিক দুর্যোগের টাটকা ক্ষতচিহ্নের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, আবার কি বিপর্যয়? আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আপাতত বিপর্যয়ের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই, তবে মাসের শেষে ভিজবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা, আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিতে তা স্পষ্ট। পাহাড় থেকে সমতল, বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। ভারী বর্ষণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর তা হলেই রাতের সঙ্গে দিনের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটবে।

বর্ষা বিদায় নিলেও বাংলায় নতুন করে দুর্যোগের আশঙ্কা। এর মূলে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়। শুক্রবার সকালেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ওপর নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়। শনিবার যা নিম্নচাপে পরিণত হয়ে গিয়েছে। রবিবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সাগরে গর্ভস্থ ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম নেওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। সোমবার দক্ষিণ-পূর্ব এবং সংলগ্ন পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। ফলে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেও। ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে সরাসরি তার প্রভাব উত্তরবঙ্গে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার পর পুঞ্জীভূত মেঘ যেহেতু চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, ফলে কিছুটা হলেও ভিজবে গঙ্গা থেকে সংকোশের মাঝের জনপদ।

কোথায় কেমন বৃষ্টি হতে পারে? আবহাওয়ার বর্তমান যা অবস্থান, তাতে আগামী ৩০ অক্টোবর দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে হাওয়া। তার ২৪ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ২৯ অক্টোবর জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির আভাস রয়েছে। ৩০ ও ৩১ অক্টোবর এই দুই জেলার দু'একটি এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। বৃষ্টি হবে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও।

এনিয়ে আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বুধবার থেকে আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস রয়েছে। পরবর্তী দু'দিন কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বাকি এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে রাতের সঙ্গে দিনের তাপমাত্রাও কিছুটা হ্রাস পাবে। তবে শীতের প্রকোপ বাড়বে, এমনটা এখনই বলা যাচ্ছে না।'

কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের পরিবর্তে যদি ঘূর্ণিঝড়টির অভিমুখ শেষপর্যন্ত উত্তর দিক হয়ে পড়ে, যেমনটা ৪ অক্টোবর হয়েছিল নিম্নচাপের ক্ষেত্রে, তাহলে কী হবে? ফের কি চরম মূল্য দিতে হবে উত্তরবঙ্গকে?

উত্তর লুকিয়ে সাগরের গর্ভেই।

সম্ভাবনা

- ৩০ অক্টোবর দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি
- ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে হাওয়া
- ২৯ অক্টোবর জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি
- ৩০ ও ৩১ অক্টোবর এই দুই জেলার দু-একটি এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের সতর্কতা
- বৃষ্টি হবে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও

বাংলাদেশি বলায় উত্তেজনা

জলপাইগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : বাঙালি ক্রেতাকে বাংলাদেশি বলে চাপের মুখে পড়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন এক অবাঙালি ব্যবসায়ী। এমন ঘটনাটিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল শনিবার দিনবাজার এলাকায়। কেন একজন বাঙালি ক্রেতাকে বাংলাদেশি বলা হয়েছে তা নিয়ে সরব হন জলপাইগুড়ির বাংলা পক্ষের সদস্যরা। এই বিষয়ে আপ্পা দাস নামে ওই ক্রেতার বক্তব্য, 'ভাইফোঁটার দিন স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দিনবাজারের ওই দোকানে এসেছিলাম পর্দা সহ বেশকিছু জিনিস কিনতে। জিনিসের দাম নিয়ে দরকষাকষি চলছিল। এমন সময় ওই ব্যবসায়ী আমাকে শিলিগুড়ি থেকে জিনিস কিনতে বলার পাশাপাশি বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেন। দুর্ব্যবহার করেন ওই ব্যবসায়ী সহ ওঁর ছেলে।' এরপর জলপাইগুড়ি বাংলা পক্ষকে বিষয়টি জানালে শনিবার ওই ক্রেতাকে কেন বাংলাদেশি বলা হয়েছে প্রশ্ন করলে ক্ষমা চান ওই ব্যবসায়ী।

জলপাইগুড়ি বাংলা পক্ষের জেলা সম্পাদক অভিষেক মিত্র মজুমদার বলেন, 'বাঙালিকে বাংলাদেশি বলবে যারা, বাংলা ছাড়া হবে তারা- এটাই আমাদের ট্যাগলাইন। এই বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন।' তবে এই বিষয়ে ওই ব্যবসায়ী কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

উচ্ছেদের সময়সীমা

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : এনজেপির এরিয়া অফিসের পাশে থাকা দোকানগুলোকে উচ্ছেদ করতে না দেওয়ার জন্য আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। শিখার হুঁশিয়ারিতে আমল দিতে নারাজ রেল। শনিবার রেলের পক্ষ থেকে ওই দোকানগুলো সরানোর জন্য রবিবার অবধি সময় দেওয়া হয়েছে। রবিবারের মধ্যে দোকানগুলো না সরালে সোমবার আরপিএফ ওই দোকানগুলি ভেঙে দেবে বলে রেল জানিয়েছে।

বিধায়ক দোকানদারদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এদিন তিনি বলেন, 'আরপিএফ কর্তারা ধর্না মঞ্চে গিয়েছিলেন বলে শুনেছি। তবে দোকান ভেঙে দেব বললেই তো আর ভেঙে দেওয়া যায় না। পুনর্বাসন না দিলে এই দোকানদাররা কোথায় যাবেন? উচ্ছেদ আটকাতে যা করার করব।' রেলের পক্ষ থেকে উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে নেমেছেন। তাঁদের দাবি পুনর্বাসন না পেলে তাঁরা দোকান সরাবেন না। এক দোকানদারের কথায়, 'অনেকে ছটপুজো করেন। ছটপুজোর দিন দোকান ভেঙে দিল বিপদে পড়ে যাব।'

ছুটির পর বাড়িতে বিশ্রামে খগেন

'দল বললে ফের নাগরাকাটায়'

মালদা ও শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : ২০ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। শনিবার দুপুরে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে বের হয়ে সোজা সপরিবার মালদার উদ্দেশে রওনা দেন সাংসদ। রাত ৮ টা ৩০ নাগাদ মালদা শহরের বাঁধ রোডের বাড়িতে পৌঁছায় তাঁর গাড়ি।

তবে হাসপাতাল থেকে তিনি ছাড়া পাওয়ার পর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছিল সাংসদের উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে সাংসদের গাড়ি তাঁর নিজের বাড়িতে যখন পৌঁছাল তখন সেখানে দলের কোনও নেতাকে দেখা যায়নি। সাংসদের বাড়ির সামনে নিরাপত্তাও ছিল বেশ আঁটোসাঁটো।

এনিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'এইমাত্র জানতে পেরেছি সাংসদ বাড়িতে এসে পৌঁছেছেন।'

মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, সাংসদকে এখনও কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতাল কিংবা বাড়িতে অনেকেই খগেনের খোঁজ নিতে আসছেন। ফলে সকলের সঙ্গেই কথা বলতে হচ্ছে তাঁকে।

খগেনের স্ত্রী মঞ্জু কিস্কু বলেন, 'চিকিৎসকরা এখনও কুড়ি দিন বিশ্রামে থাকতে বলেছেন। কথা বলা বারণ। চোখে ঝাপসা দেখছেন। চোয়াল ও দাঁতে ব্যথা। আপাতত তরল খাবার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' তিনি জানান, কয়েকদিনের মধ্যে সাংসদকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে।

খগেনের পরিবার সূত্রে এও খবর মিলেছে, উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হতে পারে তাঁকে। সেখানে তাঁর বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা হবে। তবে ঠিক কবে দিল্লি যাবেন সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতে চাননি।

শনিবার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে খগেন বলেন, 'দল বললে আবার নাগরাকাটা যাব।' এদিন তাঁর ছুটির সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ অন্য নেতা ও কর্মীরা। অরুণের কথায়, 'খগেন মুর্মুকে আজ বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।'

চলতি মাসের ৫ তারিখ প্রবল বর্ষণের জেরে উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি দেখতে এবং ত্রাণ বিলি করতে বিজেপি নেতৃত্ব পরের দিন সকালে নাগরাকাটার একটি অঞ্চলে যায়। ওই দলে থাকা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, মালদা উত্তরের সাংসদ খগেনের ওপর হামলা হয়। বড় ঢিল এসে লাগে খগেনের বাম দিকের চোখের নীচে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে নাগরাকাটা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তারপর থেকে সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর মালদার বাড়িতে বিশ্রামে খগেন।

ছুটির পর

- ২০ দিন পর শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন খগেন
- সেখান থেকে সোজা মালদার উদ্দেশে রওনা দেন
- রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মালদার বাড়িতে পৌঁছান
- আপাতত কুড়িদিন বিশ্রামে থাকবেন তিনি
- তবে কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে

সাত জোড়া স্পেশাল ট্রেন

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে ভিড় সামাল দিতে রবিবার সাত জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। সেইসঙ্গে সমস্ত স্টেশনে যাত্রী নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রাখা হচ্ছে।

স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কি না সেটা যেমন দেখা হচ্ছে, পাশাপাশি শৌচালয়, পানীয় জল, আলো, পাখা রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনকী বিহারের বিভিন্ন স্টেশনে ছটপুজোর বিভিন্ন গান বাজাচ্ছে রেল।

ছটপুজোয় রেলের উপহার

এদিকে, দুর্গাপুজো, কালীপুজোর সময় যাত্রীর ভিড় সামাল দিতে বিভিন্ন রুটে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল মোট ৬২০টি স্পেশাল ফেস্টিভ ট্রেন চালিয়েছে। মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা শনিবার প্রেস বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন।

ছটপুজো উপলক্ষ্যে বিহারের বহু বাসিন্দা দেশের নানা প্রান্ত থেকে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরছেন। তাদের ফিরতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সে কারণে কাটিহার থেকে দৌরাম মাধেপুরা, কাটিহার-মণিহারি, কাটিহার থেকে যোগবাণী, এনজেপি-নারকাটিয়াগঞ্জ সহ একাধিক রুটে বাড়তি ডেইলি এবং উইকলি স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই সমস্ত ট্রেন ২৬ অক্টোবর (রবিবার) চালানো হবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন।

নিজের অবস্থানে অনড় কানাইয়া

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৫ অক্টোবর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নার্সের সঙ্গে তাঁর বাগবিতণ্ডার ভিডিও নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি তথা হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল অবশ্য নিজের অবস্থানেই অটল রয়েছেন।

তাঁর বক্তব্য, 'রোগীকল্যাণই আমার কাছে অগ্রাধিকার। আমি কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিনি। তবে আমি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি সামাল না দিলে উত্তেজনা রীতিমতো বড় আকার নিত।' হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন।

শুক্রবার ইসলামপুর শহরের ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা প্রণব দত্ত (৫২) এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি অগ্নাশয়ের রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সদস্য হাসপাতালে পৌঁছে ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কর্তব্যরত নার্স চিকিৎসায় গাফিলতি দেখানোয় প্রণবের মৃত্যু হয় বলে তাঁরা অভিযোগ জানান। পুরসভার কাউন্সিলারদের একাংশকেও চিকিৎসায় গাফিলতি নিয়ে সরব হতে দেখা যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে কানাইয়াও সেখানে যান।

চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা নার্সের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন।

রেখা বেরা অন্য বিভাগের নার্স হলেও ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত হন। চিকিৎসায় গাফিলতি হয়নি বলে মৃতের পরিজনদের সঙ্গে তিনি প্রথমে বচসায় জড়ান। তারপরই রেখার সঙ্গে কানাইয়ার বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। ১৩ সেকেন্ডের একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, রেখা চেয়ারে বসে দাঁড়িয়ে থাকা কানাইয়ার সঙ্গে উত্তেজক বচসায় জড়িয়েছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। কানাইয়াকে নার্সের দিকে আঙুল উঁচিয়ে 'চুপ করো, বেশি কথা বলবে না' বলতে শোনা যায়। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে কানাইয়া বলেন, 'ওই নার্স মৃতের পরিজনদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক জুড়ে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তুলেছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি হিসেবে আমি বাধ্য হয়ে তাঁকে চুপ থাকার নির্দেশ দিই।'

নার্স রেখার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যা জানানোর জানিয়েছি। আর কোনও মন্তব্য করব না।' হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ওই ভিডিও নিয়ে কোনও নার্স আমার কাছে মৌখিক বা লিখিত অভিযোগ করেননি।' তাঁর কাছেও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি বলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন। গোটা ঘটনাটি নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট জলঘোলা শুরু হয়েছে।

ভিডিও বিতর্ক

- শুক্রবার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের বিক্ষোভ
- তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল সেখানে যান
- চিকিৎসায় গাফিলতি হয়নি বলে দাবি করা এক নার্সের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডার ভিডিও ভাইরাল

অজগর উদ্ধার

রাজগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর : রাজগঞ্জের ফাটাপুকুর এলাকার জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিল ৮ ফুট লম্বা একটি অজগর। তড়িঘড়ি সাপটিকে উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা। দ্রুত রাস্তার সব সিগন্যাল লাল করে দেওয়া হয়। সাপটিকে উদ্ধার করে বেলাকোবা বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শনিবার বিকেলে অজগরটিকে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে ছেড়ে দেন বনকর্মীরা।

স্টেশনের বেহাল দশা

শুভদীপ চক্রবর্তী

চৌধুরীহাট, ২৫ অক্টোবর : ছয় বছর আগে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের রুটটি বামনহাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। সেই সময় রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল বামনহাট স্টেশনেই গড়ে তোলা হবে ট্রেন সাফাইয়ের পরিকাঠামো। কিন্তু এতগুলো বছর কেটে গেলেও রেলের পক্ষ থেকে সেই পরিকাঠামো তৈরি করা হয়নি। এর জেরে বামনহাট স্টেশন থেকে অপরিষ্কার অবস্থাতেই ট্রেনটি ছাড়ছে। ফলে বামনহাট স্টেশন থেকে এই ট্রেনে ওঠা যাত্রীদের শৌচালয় ব্যবহার করতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। নিউ কোচবিহার স্টেশনে গিয়ে ট্রেনটি পরিষ্কার হওয়ার পর যাত্রীরা শৌচালয় ব্যবহার করতে পারছেন।

শুধু উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসই নয়, আরও বেশ কয়েকটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরতে দিনহাটা-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক মানুষ এই স্টেশনে আসেন। এই স্টেশন নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগে তালিকা অনেক লম্বা। যাত্রীদের অভিযোগ, বহুদিন ধরে এই স্টেশনের কোনও সংস্কার হয়নি। ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের অধিকাংশ জায়গায় শেড নেই। ফলে ট্রেন ধরতে এসে যাত্রীদের রোদ-বৃষ্টিতে নাজেহাল হতে হয়। শুধু এই নয়, স্টেশনে পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে বলে যাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে বিভিন্ন সময় একাধিক সংগঠনের তরফ থেকে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে স্টেশন সংস্কারের দাবি জানালেও কোনও সুরাহা মেলেনি। এই বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, 'প্ল্যাটফর্মের এক্সটেনশন, শেড বাড়ানো এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য স্টেশনে প্রবেশের বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে শীঘ্রই অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।'

অব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে যাত্রী দীপক রায় বলেন, 'একটি এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করার জন্য একটি স্টেশনে যে সুবিধাগুলো থাকা দরকার রেলের পক্ষ থেকে সেগুলোর কোনওটাই দেওয়া হচ্ছে না। প্ল্যাটফর্মের চারপাশ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে।' একই সুর শোনা গেল ব্যবসায়ী প্রবীরকুমার সরকারের গলায়। তিনি বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের হুইলচেয়ারে করে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে ভীষণ বেগ পেতে হয়।' তিনি যোগ করেন, 'স্টেশনে আসার রাস্তারও বেহাল দশা। অমৃত ভারত প্রকল্পের তালিকাতে বামনহাট স্টেশনকে নিয়ে এসে স্টেশনের উন্নয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।'

এই প্রসঙ্গে বামনহাট রেল উন্নয়ন দাবি সমিতির সদস্য শুভঙ্কর ভাদুড়ি বলেন, 'আমরা দ্রুত স্টেশনে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি। অবিলম্বে প্ল্যাটফর্মের শেড বৃদ্ধি করা এবং এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। এছাড়াও প্ল্যাটফর্মের মাঝে একটি বড় গর্ত রয়েছে এর ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই গর্ত খুব দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন।'

বামনহাট স্টেশনে নেই উন্নত পরিকাঠামো।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

28.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 37B 65867 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে আমি এখানে এক কোটি টাকার বিজয়ী হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকব। এই মুহূর্তটি আমার জীবনে অপরিসীম আনন্দ এবং আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। আমি হৃদয়ের গভীর থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি-এর একজন বাসিন্দা কর্ণজিত মজুমদার - কে

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

DIRECTORATE GENERAL RESETTLEMENT
MINISTRY OF DEFENCE
JOB FAIR for EX-SERVICEMEN (ESM)
29 OCTOBER 25 (7 AM Onwards)
VENUE : SURYODAYA AUDITORIUM, VIJAY DURG (FORT WILLIAM)
KOLKATA, WEST BENGAL - 700021
Documents Required : ESM I-Card and 5 copies of Resume/Biodata

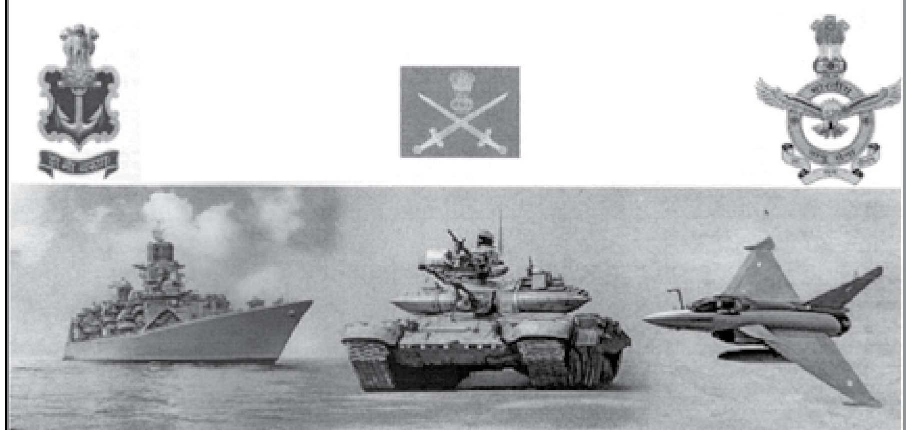

EX-SERVICEMEN : SKILLED, DISCIPLINED AND DEPENDABLE

Benefits for Industry Employers
- Free Online Registration
- Free Job Postings
- Free Allotment of Stalls
- Free Access to Resumes of ESM

What Employers Can Expect in Job Fair
Officers for Leadership roles & ESM for :-
- PSOs, Supervisors and Guards
- Drivers and Machinery Operators
- Chefs, Stewards and Hospitality roles
- Peramedical staff and Hospital Administration
- Fitters, Electricians and Technicians
- Artificers, Mechanics and Engine Operators
- Network and Telecom Engineers
- Surveyors and Draughtsmen
- Machinists, Welders and Artisans
- Automobile, Aviation & Weapon Technicians

For further details contact :
Jt Director, DRZ (E) - 033-29530195, 9401023594, 7995048977, drzekol@desw.gov.in
Jt Driector(SE),DGR- 011-20863432, seopadgr@desw.gov.in

In collaboration with ESMHire™
Registration Open Now : www.esmhire.com

CBC 10401/11/0030/2526

লরির চাকায় পিষ্ট সাইকেল আরোহী

পুণ্ডিবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি পুণ্ডিবাড়ি থানার চকচকা বাইশগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় ঘটেছে। মৃতের নাম অনিল কর (৩৪)। বাড়ি চকচকা পেস্টারঝাড় এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাইকেলে চেপে ওই ব্যক্তি বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর পেছনে একটি লরি আসছিল। আচমকা ওই ব্যক্তি তাঁর সাইকেলটি উলটো দিকে ঘুরিয়ে নেন। তারপর ওই সাইকেলের সঙ্গে লরির ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই সাইকেল আরোহীর। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য এমজেএন মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে।

রবিবার সকালের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা বালাসনের ডাইভারশনের। -সংবাদচিত্র

ছন্দে ফেরার অপেক্ষা পাহাড়ের একাংশে

মিরিকের পথে আজ ফের যান চলাচল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : তিন সপ্তাহ পর খুলছে ১২ নম্বর রাজ্য সড়ক। রবিবার থেকেই দুধিয়া হয়ে মিরিকের উদ্দেশে যান চলাচল করতে পারবে। তবে, সরকারিভাবে সড়কটি খুলে দেওয়া হবে সোমবার। পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক বিষয়টি স্পষ্ট করে জানালেন, শনিবার রাতভর কাজ চলবে। পরদিন অর্থাৎ রবির সকালের মধ্যেই রাস্তার কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। তারপর গাড়ি চালিয়ে মহড়া হবে। সব ঠিক থাকলে সোমবার থেকে স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু হবে। তবে, ভারী পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না এখনই। সেগুলো সুখিয়াপোখরি, ঘুম, কার্সিয়াং হয়ে চলবে।

৪ অক্টোবর রাতের ভারী বৃষ্টিতে বালাসন নদীতে তীব্র জলস্ফীতি দেখা দেয়। যার জেরে দুধিয়ায় লোহার সেতু ভেঙে মিরিকের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে পড়ে। ৬ অক্টোবর থেকে পূর্ত দপ্তর ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর প্রায় ১০০ মিটার দূরে নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে বিকল্প অস্থায়ী রাস্তা তৈরি শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুধিয়ার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসে বলেছিলেন, ১৫ দিনের মধ্যেই পূর্ত দপ্তর অস্থায়ী রাস্তা বানিয়ে দেবে। কিন্তু বালাসনে জলের স্রোত বেশি থাকায় বেকায়দায় পড়ে পূর্ত দপ্তর।

অবশেষে শুক্রবার মাঝনদীতে ৬০টি হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ শেষ করে বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা। শনিবার সকাল থেকে দু'পাশের সংযোগকারী রাস্তার কাজ শুরু হয়। দিনভর পাথর-বালি ফেলে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। রবিবার সকালের মধ্যে নির্মাণ শেষ করে দুপুরেই মহড়া দেবে পূর্ত দপ্তর। সফল হলে যানবাহন চলাচলে সবুজ সংকেত মিলবে সরকারিভাবে।

দুধিয়ার সেন্ট মেরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্তোষ তামাং বলছিলেন, 'দীর্ঘ অপেক্ষা, দুশ্চিন্তার পর স্বস্তির খবর। দুধিয়া হয়ে মিরিকের সড়ক যোগাযোগ দ্রুত চালু করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। দুর্যোগের পর গত তিন সপ্তাহে স্থানীয় অর্থনীতিতে জোর ধাক্কা লেগেছে। পর্যটকরা না আসায় দোকান, বাজারে বিক্রিবাটা লাটে উঠেছে। রাস্তা চালু হলে ফের ভিড় বাড়বে।' দুধিয়াও ফের নিজের পুরোনো ছন্দে ফিরবে বলে আশাবাদী সন্তোষের মতো আরও অনেকে।

মেরুদণ্ডের হাড়ে জটিল অস্ত্রোপচার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অক্টোবর : প্রথমবার জেলা হাসপাতালে মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙার জটিল অস্ত্রোপচার সফল হল। গত ১১ অক্টোবর আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের যশোডাঙ্গা গ্রামের এক বাসিন্দার অস্ত্রোপচার সফল হয়। শনিবার ওই রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়। অস্ত্রোপচারের আগে হাঁটার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলেও এখন তিনি সুস্থ। হাঁটাচলায় আর কোনও সমস্যা নেই। সফল অস্ত্রোপচার হাওয়ায় রোগীর পরিবার যেমন খুশি, তেমনই খুশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও।

হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'গাছ থেকে পড়ে রোগীর মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙেছিল। হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে সেই হাড় জোড়া দেওয়া গিয়েছে। চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতালের কর্মীদের শুভেচ্ছা জানাই।'

আকিমুদ্দিন আনসারি নামে ওই

হেঁটে বাড়ি ফিরছেন রোগী।

ব্যক্তি গাছে উঠতে গিয়ে পড়ে যান। যশোডাঙ্গা হাসপাতাল থেকে তাঁকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালের অস্থি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ শুভেন্দু শিকদার বলেন, 'এক্স-রে করে দেখা যায়, এল১ হাড় ভাঙা। ফলে ওঁর দুই পা অবশ হয়ে যায়। এছাড়া আরও কিছু আনুষঙ্গিক সমস্যা দেখা যায়। সমস্ত বিষয় দেখে অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' রোগীর মেরুদণ্ডের হাড় জোড়া লাগানোর জন্য টাইটেনিয়াম ধাতুর দুটো রড এবং চারটে স্ক্রু লাগানো হয়েছে। এই রড ও স্ক্রু হাসপাতালে ছিল না। অর্ডার দিয়ে আনানো হয়। অস্ত্রোপচারের চারদিন পর থেকে রোগী হাঁটতে শুরু করেন।

হাসপাতাল থেকে জানানো হচ্ছে, এই ধরনের অস্ত্রোপচার প্রথম হল। মেরুদণ্ডের হাড় ভাঙার সমস্যার ঘটনা ঘটলে হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজে রেফার করা হত। তবে জেলা হাসপাতালেই এরপর থেকে এইরকম অস্ত্রোপচার করা যাবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

আজ টিভিতে

দেবরা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ হিরো, দুপুর ১.০০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.৩০ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.৩০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৪৫ হাঙ্গামা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১২.৩০ ছোটবউ, বিকেল ৩.৩০ শত্রুর মোকাবিলা, সন্ধে ৭.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.৩০ বোঝেনা সে বোঝেনা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ চুড়িওয়ালা, দুপুর ১২.০০ গেম, বিকেল ৩.০০ দোস্তজি, রাত ১০.০০ প্রধান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.৩৫ পাঙ্গা, দুপুর ১.৪৭ ইন্দু কি জওয়ানি, বিকেল ৩.৪১ জলি এলএলবি, ৫.৪৭ খুদা হাফিজ, সন্ধে ৭.৫৯ যুগ যুগ জিও, রাত ১০.২৭ আ জেন্টলম্যান-সুন্দর সুশীল রিস্কি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ রকসক, বিকেল ৩.৫০ হম তুমহারে হ্যায় সনম, সন্ধে ৬.৫০ বর্ডার, রাত ১০.০০ বিশ্বনাথ

জি সিনেমা : সকাল ৯.৩১ কোই মিল গ্যয়া, দুপুর ১.০৪ গদর-টু, বিকেল ৪.৪২ রথনম, সন্ধে ৬.৫৫ পুষ্পা-টু : দ্য রুল, রাত ১০.৩৮ ভোলা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৯ সূরয়া : দ্য সোলজার, দুপুর ২.০৩ শাদি মে জরুর আনা, বিকেল ৪.২৮ খলনায়ক, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ৯.৪৯ খিলাড়ি-৭৮৬

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৭ গোল্ড, দুপুর ২.২২ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৫১ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.৩৬ লয়লা মজনু, রাত ৯.০০ মার্ডারি মুবারক, ১১.০৩ ইংলিশ ভিংলিশ

থাইল্যান্ড'স ওয়াইল্ড ক্যাটস দুপুর ২.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড এইচডি

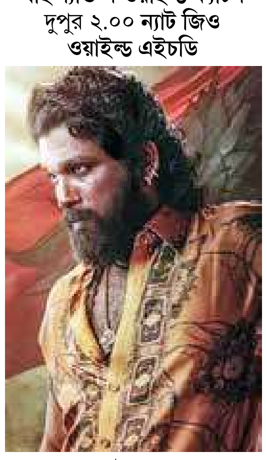

পুষ্পা-টু : দ্য রুল সন্ধে ৬.৫৫ জি সিনেমা

দোস্তজি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) বিকেল ৩.০০ জি বাংলা সোনার

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide NIT. No. No- 44/BDO/PHD/APAS/BDN1GP/2025-26, Date:- 23.10.2025, 45/BDO/PHD/APAS/BDNIIGP/2025-26, Date:- 24.10.2025 and 46/BDO/PHD/APAS/CBGP/2025-26, Date:- 25.10.2025, Last date for submission of Bids dated 13/11/2025 at 3.00 pm, 13/11/2025 at 3.00 pm and 13/11/2025 at 3.00 pm Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশন কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এন-২০২৫-২৬-টিএসকে-এনআইটি-২৬, তারিখ : ২১-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রম নং. ১; টেন্ডার নং : এন-২০২৫-২৬-টিএসকে-টি-২৬; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডিব্রুগড় টাউন স্টেশনে সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশন পুনরুদ্ধার। টেন্ডার মূল্য : ২,১৮,৪৯,২০৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৫৯,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No :-

1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-04/2025-26
MEMO No. 3244/JM DATE: 20.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_930559_1
Tender ID: 2025_MAD_930559_2
Tender ID: 2025_MAD_930559_3
Tender ID: 2025_MAD_930559_4

2) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-05/2025-26
MEMO No. 3245/JM DATE: 20.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_930629_1
Tender ID: 2025_MAD_930629_2
Tender ID: 2025_MAD_930629_3
Tender ID: 2025_MAD_930629_4

3) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-06/2025-26
MEMO No. 3246/JM DATE: 20.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_931643_1
Tender ID: 2025_MAD_931643_2
Tender ID: 2025_MAD_931643_3
Tender ID: 2025_MAD_931643_4

4) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-07/2025-26
MEMO No. 3247/JM DATE: 20.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_931669_1
Tender ID: 2025_MAD_931669_2
Tender ID: 2025_MAD_931669_3
Tender ID: 2025_MAD_931669_4
Tender ID: 2025_MAD_931669_5
Tender ID: 2025_MAD_931669_6
Tender ID: 2025_MAD_931669_7

Last date of bidding (On line) dated: November 14, 2025 at 11:00 Hrs.

Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality.

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি২৪_২০২৫/কে/৮৫২; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; টেন্ডার নং : আরটি২৪_২০২৫। কাজের নাম : "গাজোলে জংশনে ইআই সিস্টেমের ইন্টারলকিং সহ উত্তর প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ" এসএন্ডটি কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭৮,৮৩,৬৭৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৫৭,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচডি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৩০_২০২৫/কে/৮৫৮; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৩০_২০২৫। কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনের প্রধান ট্রান্সফরমার সাব-স্টেশনগুলিতে এসইবি পাওয়ার সাপ্লাই ফিডের সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা এবং যুক্ত/আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,০৫,০৭,৯১৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৫২,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচডি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নভেম্বর/২০২৫ এবং ডিসেম্বর/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডেপুটি সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন নভেম্বর/২০২৫ এবং ডিসেম্বর/২০২৫ মাসের জন্য রেলওয়ের বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচির এতদ্বারা নিম্নরূপ সময়সূচী দেওয়া হল।

ক্রম নং	মাস	তারিখ
১	নভেম্বর/২০২৫	০৭-১১-২০২৫, ১৪-১১-২০২৫, ২১-১১-২০২৫ এবং ২৮-১১-২০২৫
২	ডিসেম্বর/২০২৫	০৫-১২-২০২৫, ১২-১২-২০২৫, ১৯-১২-২০২৫ এবং ২৪-১২-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছ স্পোকেন ইংলিশ। অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহজ পদ্ধতি। ৬টি ক্লাসে গাইডেন্স। শিলিগুড়ি/দিনহাটা। ফোন : 9733565180. (C/118373)

তারিখ পরিবর্তন

■ হিন্দু সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে আগামী ১৫ই নভেম্বর লটারি ড্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ। সময়- সন্ধ্যা ৬টা। স্থান: কালী পূজা প্রাঙ্গণ। (পূর্বনির্ধারিত লটারি ড্র-এর তারিখ পরিবর্তন করার জন্য আমরা একান্ত দুঃখিত) (C/118377)

ভাড়া

■ 1 BHK Flat G.F. for Rent at Collegepara, Siliguri. (M) 8250693343. (C/118378)

■ অফিস, ব্যাংক ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতল 1600, ত্রিতল 350 এবং 580 sq.ft. শিলিগুড়ি মোড়, (KC মিত্র পেট্রোল পাম্পের উলটোদিকে), রায়গঞ্জ। M - 9434983047. (C/118826)

■ শিলিগুড়ি বাবুপাড়া সত্যেন বসু রোডে গ্যারাজ ভাড়া দিব। (M) 8900320602. (C/118159)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ অরুণাচল 6/11, 3/4/26, রাজস্থান 22/1, কেরল 24/1, গুজরাট 17/11, 5/1/26, কাশ্মীর 17/3, 21/3, 28/3/26, আন্দামান, ভুটান যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

কিডনি চাই

■ A+ গ্রুপের কিডনি প্রয়োজন কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করলে উপকৃত হব। মো : 9832835481. (D/S)

বিক্রয়

■ 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। 986 sqft. 1st ফ্লোর, সামনে গ্যারাজ সহ। অতি সত্বর। অরবিন্দ পল্লি। শিলিগুড়ি। M- 9800362528. (C/118832)

■ শিলিগুড়ি, হাকিমপাড়ায় 950 sq.ft., তিনতলায় flat শীঘ্রই বিক্রয়। যোগাযোগ- 8918086879. (C/118814)

■ 2 BHK Flat Sale 960/754 sft. 3rd flr. Sukantanagar primium Location SMC- 38, ready to move, (Used branded materials) Parking available. Contact- 8918272860. (C/113598)

■ মালদা টাউন-এর সঙ্গে বাঁধাপুকুর মোড়ে N.H এ তিন বিঘা Commercial জমি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ- 9332054668. (রাত্রি 7.30- 9.30 এর মধ্যে)। (C/118835)

■ শিলিগুড়ির রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/118371)

■ জলপাইগুড়ি শিরিষ তলায় রাস্তার পাশে ১½ কাঠা জমি সমেত বাড়ি বিক্রি হবে। 8900461158. (C/118540)

■ দুইতলা পুরাতন বাড়ি সমেত ৩ কাঠা ১৪ ছটাক জমি বিক্রি হবে। ঠিকানা : বাবুপাড়া শিলিগুড়ি- 734004. যোগাযোগ নং 9832940300/9832980535. (C/118376)

■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে, মেন রোডের সঙ্গে ছোট বড় প্লট রয়েছে। 9332492359. (C/118375)

বিক্রয়

■ চারপাশে সীমানা প্রাচীর দেওয়া 5 Decimal জমি বাড়ি বিক্রয় হইবে। মাথাভাঙ্গা শহরে। (M) 9439066861. (C/118378)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় 570 sq.ft. 2 BHK ছোট ফ্ল্যাট তিনতলায় শীঘ্রই বিক্রয়। লিফ্ট নেই। ইচ্ছুক ব্যক্তিই ফোন করুন। দাম ২০ লাখে। (M) 9474897702. (C/118178)

■ নর্থবেঙ্গল মেডিকেলের নিকটে 2 BHK & 3 BHK Flat বিক্রয়। (M) 9434181429/8101905858. (C/118378)

■ New Flat for Sale 2BHK & 3 BHK Pradhannagar, Siliguri. 9832071221, 6294513955.

■ জমি সহ বাড়ি বিক্রয়। মালদা শহরের 420 মোড়ের কাছে বিবেকানন্দপল্লিতে দুর্গা মণ্ডপের কাছে 4 কাঠা জমি সহ বাড়ি বিক্রয় আছে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। W/App, ফোন- 8017728901/9874616456/9733012628. (C/118379)

■ জলপাইগুড়ি দশতলা হাসপাতালের পাশে 3 কাঠা বাস্তু জমি বিক্রি হবে। (M) 7908604517. (C/118379)

Shop for Sale

■ 150 sqft Shop for sale at Khudiram Pally, Siliguri. M : 9832091081, 9832511874. (C/118380)

ক্রয়

■ কোচবিহার সংলগ্ন এলাকায় 2 থেকে 3 কাঠা জমি দরকার। বাজেট 6-8 লাখ টাকা। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ- 9382598361. (C/118375)

ক্রয়/বিক্রয়

■ লাটাগুড়ি জলদাপাড়া গরুমারা অঞ্চলে রাস্তা সংলগ্ন 1 বিঘা জমি কিনতে চাই, দাম 5-6 লাখের মধ্যে, ফোন 8240787107. (K)

হারানো/প্রাপ্তি

■ গত মঙ্গলবার 21.10.25 এ শিলিগুড়ি থেকে দিনহাটা যাওয়ার পথে navy blue রঙের একটি ছোট হ্যান্ড ব্যাগ হারিয়ে গেছে যার মধ্যে অন্যান্য কিছু জিনিসের সঙ্গে লকেট সহ একটি সোনার চেইন(হলুদ সুতায় রুদ্রাক্ষের বাঁধা), সোনার কানের দুল ছিল। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন : 9474762108. (C/118838)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ, সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/118375)

কর্মখালি

■ Urgent Housekeeping required for Darjeeling Hotel. Attractive Salary. Call 8240312133. (C/118379)

■ শিলিগুড়ি বিধান রোডে মুদিখানা দোকানে কাজের জন্য ছেলে ও পান-বিড়ির দোকান চালানোর জন্য লোক চাই। (M) 9832064349. (C/118379)

■ A Reputed Resort in Siliguri requires a Kitchen Helper, Room Attendant, Tandoor Cook, Waiter (male/female) & a Driver. Call: 7477744344.

কর্মখালি

■ Require the following staff 1. Counter Salesman - H.S. Pass with good handwriting 2. Outdoor sales Executive-Graduate with own bike 3. Godown Keeper - Madhyamik Pass, Walk in Interview Wednesday - Saturday, Modern Commercial Corporation, Siliguri. Call 9775922228/9775155331, E mail kcs.mccslg@gmail.com

■ Wanted a fulltime Accountant (B.Com) Tally & GST experienced for a reputed firm in Siliguri. Salary negotiable. Email CV to - tanmoysaha.gsaha@gmail.com (C/118837)

■ ছোট বাচ্চা দেখাশোনার জন্য (শিলিগুড়ি) মহিলা চাই। 8617485456. (C/118812)

■ ঘরোয়া ও আধুনিক রান্নার মাসি চাই, (সূর্য সেন কলেজের নিকট, শিলিগুড়ি)। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। বেতন (5-6), সময়- 10 A.M. to 4 P.M., মাসিক ছুটি- 4 দিন। Mob:- 70294-12431. (C/118365)

■ Wanted M/F project co-ordinator for a N.G.O, field of S.H.G Capacity building. Salary negotiable. Age no bar, should be active in field. Only send C.V to 9832875641 don't call. (M/M)

■ ছোট চারতলা বাড়ির জন্য পিছুটানহীন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কেয়ারটেকার চাই। থাকার সুবন্দোবস্ত আছে, বেতন আলোচনা সাপেক্ষ, সত্বর যোগাযোগ করুন। P - 94343-52169. (C/118823)

■ Walk-In-Interview for the post of 1 male outreach worker (B.A.) at Voice-of-Pepole, Siliguri, Date- 31/10/25, 11 A.M. to 1 P.M. Salary - 1,26,000 P/A (M) 7872874174/9775644058. (C/118827)

কর্মখালি

■ হাতে বানানো রুটি বিক্রেতারা মাসিক ১৫০ টাকা মেম্বারশিপ দিয়ে আমাদের বিভিন্ন সহায়তা নিন। ফোন : 9933221169. (K)

■ R. Delhi Public School, Kesariya, East Champaran (Bihar) Requires the following position :- 1. Mother Teacher, 2. Primary Teachers, 3. Hostel Warden. Short listed candidates will be called individually for an interview. Interview will be held at Kurseong. Smart salary along with lodging & fooding will be provided. Interested Candidates may call or Whatsapp - +91 8603952796, +91 9304966973. (C/118834)

Required

■ Rquired an Accountant for a Consumer Durable Distribution Firm, Experience Candidates can only apply, 1. Full Tally knowledge should be there pro level. 2. Bank Entry, Data Entry, all kind of journal. 3. Stock Auditing. 4. Maintaining of profit and loss accounts and also keep tracking of Expenses as well. NOTE :- Looking for some one who can take the full Ownership of the Firm to run as well, Looking for long term association. Our Regulations are:- 1. Salary on - 2nd of every Month, 2. Durga Puja - Bonus 1 month salary, after completing 1 year, 3. Holiday - 12/sick leave and 12/Normal holiday (2 days in a month). Candidates who wish to apply needs to mail CV at - debjyotighosh25@outlook.com, Candidates who wish to apply can send CV at Wats app no :- 9832011192. (C/118372)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে বাইক কোম্পানি ও দেশবন্ধু পাড়ায় ফ্ল্যাট এর জন্য গার্ড চাই। বেতন আলোচনাভিত্তিক। M - 9933119446. (C/118840)

■ রাইসমিলের অনলাইন কাজের জন্য এবং Govt. লেডি রাইসের বিল করার জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। যোগাযোগ- 9434130801. ইসলামপুর, উ:দি: (S/N)

■ ১ জন Accountant(2 বছরের Tally অভিজ্ঞ), ও দুজন Nozelman চাই। Maa Parwati Petrol Pump, ঘোষপুকুর, শিলিগুড়ি। Salary negotiable. (M) 9434019801. (C/118818)

■ Wanted Staff, driver & R.B. for Hotel at Siliguri. M- 8250661108. (C/118373)

■ শিলিগুড়ি রেস্টুরেন্টে বাংলা রান্না জানা কুক & বাসন ধোয়া-মাজার জন্য ছেলে চাই। বেতন :- ৯০০০/-- ১২০০০/- (M) 9832543559. (C/118378)

■ Vedanta Valley Public School, Paharpur, Jal. hiring female PRT Teachers B.Ed/D.El.Ed & Masi, Send CV by 8 Nov. 25 in W/A 9547459325. (C/118543)

■ A reputed Co-Ed school near Bagdogra requires a Construction Superviser, Cook and a Security Superviser. Candidates should be 5 years experience in their respective fields and we also require office peon, pls Call 9832756522.

■ কোচবিহার শহরস্থিত জুয়েলারি শোরুমের জন্য সেলসম্যান ও কম্পিউটার জানা অভিজ্ঞ Accountant প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা সত্বর যোগাযোগ করুন। বেতন ৮০০০-১২০০০ হাজার। যোগাযোগ - 9735996135. (C/118161)

কর্মখালি

■ Required the folllowing candidates in Siliguri for Real Estate Company :- a. Marketing, b. Accountant, c. Data Entry, d. Purchase. Conatact No. 9609901134 Or mail to : project25@myyahoo.com (C/118820)

Vacancy for Receptionist/Waiter

■ Interview everyday time 11 A.M. - 1 P.M., Address - Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. PH - 9083536619. (C/118375)

Teachers Requirement

■ St John's Academy+2, Mahua, Vaishali, Bihar & concern CBSE aff. school req. Principal, PGT, TGT & PRT for Sub- Math, Physics, Chem, Bio, Eng. SST, Commerce, Computer Science, Painting, Dance, Music and Phy. Edu. Interested cand. send hand written application with C.V & Photo on Email to stjohnshajipur19@gmail.com, Mob No- 6209672193, 9999022581. Principal : 03, Teacher : 05 in each subject. Lodging free in campus. (K)

APPOINTMENT

Applications invited within 10 days for the post of Accountant of Indian Institute of Legal Studies, Siliguri, having appropriate knowledge in Accounting Software and basic Computer with minimum 5 years of working experience including GST, PF, ESIC, PTAX, TDS, IT etc. Eligible shortlisted candidates to be called for Interview. Send your resume at iilsappointment@gmail.com or Whatsapp - 6296903460.

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সঙ্গীরা উধাও

পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে এক তরুণের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় অধরা তার দুই সঙ্গী। অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। অভিযুক্তরা ভিনরাজ্যে পালিয়ে যেতে পারে বলে সন্দেহ পুলিশের।

দম্পতিকে মার

শব্দবাজি ফাটানোয় প্রতিবাদ করায় দম্পতিকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। ধর্ষণেরও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ সোনারপুরে। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধর্ষণে ধৃত

মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দত্তপুকুরে। অভিযুক্ত প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। স্থানীয়রা কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন।

চক্ররেলে বদল

ছটপুজো উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে চক্ররেলের পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি শিয়ালদা ডিভিশনে। চক্ররেলের একাধিক ট্রেনের গতিপথ বদল করা হয়েছে। ।

এসআইআর-এর প্রতিবাদে এপিডিআরের মিছিল। কলকাতায় শনিবার। ছবি : পিটিআই

ধৃত তৃণমূল নেতার ছেলে

চিটফান্ডে ৩৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ২৫ অক্টোবর : লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর হওয়ার তিনদিন পরে শনিবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হল তহসিন আহমেদ। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের সদ্য পদ হারানো সহসভাপতি শাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন। তাঁর বিরুদ্ধে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের কাছ থেকে ৩৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছিল।

শনিবার সন্ধ্যায় আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, 'আসানসোল উত্তর থানার ১৯ নং জাতীয় সড়কে চন্দ্রচূড় মন্দিরের কাছ থেকে তহসিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেখানকার পুলিশের কাছে খবর ছিল যে, তহসিন ১৯ নং জাতীয় সড়ক ধরে পালানোর চেষ্টা করছে। সেই মতো অভিযান চালিয়ে তাকে এদিন সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করা হয়।' তিনি আরও জানান, ধৃতকে রবিবার আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হবে।

তহসিনের বাবা শাকিল পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সহ-সভাপতি ছিলেন গত দুবছর ধরে। গত ১৯ অক্টোবর তাকে সেই পদ থেকে তাকে সরানো হয়েছে। শাকিল বাম আমলে সিপিএম পরিচালিত আসানসোল পুরনিগমে দুবারের কাউন্সিলর ও মেয়র পারিষদ ছিলেন।

প্রতারণার শিকার হওয়া বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আসানসোলের মহিশিলা কলোনির বটতলার বাসিন্দা মৌটুসী দত্ত অভিযোগ করে বলেন, 'আমি ২০২৪ সালের ২৯ মে বেশি সুদের কারণে ৪ লক্ষ টাকা তহসিন আহমেদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করি। তার বিনিময়ে আমাকে মাসে ১৫ শতাংশ সুদ দেওয়ার কথা বলা হয়।' তিনি আরও অভিযোগ করেন পরে ১৯ লক্ষ টাকা চেক এবং ৩৫ লক্ষ টাকা নগদ দেন নিজের গয়না এবং অন্য জিনিস বন্ধক রেখে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি সুদ পেয়েছিলেন। তারপর থেকে আর টাকা তিনি পাননি। তিনি সেই টাকা ২০ অক্টোবর দেবেন বলেছিলেন। সেই মতো টাকা চাইতে এলে তিনি তহসিনের পরিবারের হাতে মারধরের শিকার হন। তিনি গোটা বিষয়টি জানিয়ে ২২ অক্টোবর বুধবার আসানসোল উত্তর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার রাতেই তহসিন আহমেদ, শাকিল আহমেদ ও মহসিন আহমেদের নামে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ এফআইআর করে। তিনজনের বিরুদ্ধে বিএনএসের একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে শাকিল আহমেদের বাড়ির সামনে প্রতারিত হওয়া মানুষেরা জমা হয়ে বিক্ষোভ দেখান।

প্রতারণার শিকার হওয়া অবসরপ্রাপ্ত এক বিএসএফ অফিসার বলেন, 'আমিও এইসব লোকদের কথায় বিশ্বাস করে প্রথমে ৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম। তখন আমি ভালো রিটার্ন বা সুদ পাচ্ছিলাম। তারপর আমি সবকিছু দেখে আরও বিনিয়োগ করি। সবমিলিয়ে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে সুদ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর যখনই আমি তাকে টাকার কথা বলি, তখন সে অজুহাত দেখান।' তিনি আরও জানান, অনেকেই তাঁকে দেখে বিনিয়োগ করেছিলেন। তাদের সবার টাকা গেছে। তিনি বলেন, আমি এই বিষয়ে আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের আইন ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথেও দেখা করেছি। তাকে গোটা বিষয়টি বলেছি। মলয় ঘটক আশ্বাস দিয়েছেন যে মূল টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার নিজেদের টুইটার হ্যান্ডেলে টুইট করেছেন। তাতে তারা দাবি করেছেন, তৃণমূলের নেতা এরসাথে যুক্ত রয়েছেন। প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে ৩০০০এর বেশি মানুষের সঙ্গে। তার দাবি, এই অভিযোগের অবিলম্বে সেবি এবং ইডিকে দিয়ে তদন্ত করা হোক। এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও সর্বোপরি যাদের টাকা গেছে তাদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করার পাশাপাশি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন দলের কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে। জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের তরফেও আক্রমণ করা হয়েছে শাসক দলকে।

আলো ও শব্দে ক্ষতিগ্রস্ত জীববৈচিত্র্য

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে আলো ও শব্দের দৌরাত্ম্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জীববৈচিত্র্য। শুধুমাত্র কালীপুজো ও দীপাবলিতেই শব্দবাজি ব্যবহারের জন্য রবীন্দ্র সরোবর, সুভাষ সরোবরের মতো এলাকায় স্থানীয় ও বেশ কিছু পরিযায়ী পাখি চলে গিয়েছে। পুজোর সময় গাছগুলিকে কৃত্রিম আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়। এতে গাছে বাস করা ক্ষুদ্র প্রাণীদের ক্ষতির ব্যাপারেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদরা। সামনেই ছটপুজো রয়েছে। তাই দূষণ রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ করছে পুলিশ ও প্রশাসন।

রবীন্দ্র সরোবরে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে। ওই পরিবেশেই বিভিন্ন পাখিদের বাস। কিন্তু উৎসবের মরশুমে এরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদ ও পক্ষী বিশারদরা। কলকাতা বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটির তরফে কণাদ বৈদ্য বলেন, 'ওই এলাকায় সারস, ডার্টারের মতো পাখিরা থাকে। এছাড়াও ইন্ডিয়ান পিট্টা, কোকিল, ব্লু ক্যাপড রকথ্রাশ, ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাই ক্যাচারের মতো পাখিদের দেখা যায়। হিমালয়ান পাখিরাও অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে এখানে আসে। মার্চ-এপ্রিলে ফিরে যায়। শব্দবাজির জন্য এতে প্রভাব পড়েছে। এখন শীতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

ছটপুজো উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসন। পুলিশের তরফে কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন ঘাটগুলিতে নজর রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবর রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্ধ থাকছে বলে জানানো হয়েছে। বিশৃঙ্খলা রুখতে বাইরে ব্যারিকেড ও পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, পুরসভার তরফে শহরের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট ছাড়াও ১৮৮টি জায়গায় ছটপুজোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কেএমডিএ শহরের ১৩টি জায়গায় ২৯টি ঘাটের ব্যবস্থা রেখেছে।

শনিবার দহিঘাট ও তক্তাঘাট পরিদর্শন করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এই দুই ঘাটে উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন পুরসভা ছটপুজোর প্রস্তুতিতে কড়া নজরদারির পদক্ষেপ করেছে। জল ও শব্দদূষণ যাতে কোনওভাবে না হয়, সেদিকে নজর রাখা হয়েছে।

পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, 'উৎসবের মরশুমে জীববৈচিত্র্যে প্রভাব পড়ে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক সময় রেস্তোরাঁগুলিতে চমক রাখার জন্য নিয়ম লঙ্ঘন করে গাছগুলিকে আলো দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয় সারা বছর। এতে গাছে থাকা ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছটপুজোয় রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবর বন্ধ থাকলেও গঙ্গার ঘাটগুলির দূষণ কে রুখবে? আমরাও ব্যর্থ সচেতন করতে।'

পরিযায়ীদের জন্য অনলাইন ফর্মের ব্যবস্থা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা করেছিল তৃণমূল। কারণ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নেই, তাঁদের নতুন করে ফর্ম ও অন্যান্য নথি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই কারণে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসা সময় এবং খরচসাপেক্ষ। এই পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা দিল নির্বাচন কমিশন।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে এসে নাম নথিভুক্ত রাখার জন্য ফর্ম ফিলআপ করতে হবে না। তাঁদের কর্মস্থল থেকেই তাঁরা অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এর জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্যে স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হবে।

এরাজ্যে ১ নভেম্বর থেকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর চালু হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। ফলে এখন এসআইআরের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। এরই মধ্যে কমিশনের এই ঘোষণায় স্বস্তিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা।

পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সামিরুল ইসলাম বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে কোনওভাবে বাদ না যায়, তার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। কমিশন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পরিযায়ী শ্রমিকরা স্বস্তি পাবেন বলে আশা করা যায়। কারণ পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম কোনওভাবে বাদ দেওয়া যাবে না।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য নয়। কিন্তু তৃণমূলের মদতে যে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গারা এই রাজ্যে রয়েছে, তাদের নাম বাদ দেওয়া মূল উদ্দেশ্য। সেই জন্যই এসআইআরকে আমরা সমর্থন করছি।'

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হলে ভিনরাজ্যে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকরা অনলাইনে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে বা জমা দিতে পারবেন। এর জন্য সেই রাজ্যগুলিতেই কমিশন বিশেষ ব্যবস্থা রাখবে। এই প্রথমবারের মতো অনলাইনে এই ব্যবস্থা চালু করছে কমিশন।

এসআইআর নিয়ে ভাবনা

এর আগে বিহারে এসআইআর করার সময় অনলাইন ব্যবস্থা চালু ছিল না। এবার থেকে রবিবারও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর খোলা থাকবে। কমিশনের পোর্টালে অভাব-অভিযোগ জানাতে পারবেন ভোটাররা। পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম কোনওভাবে বাদ গেলে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা কমিশনের কাছে অভিযোগ জানালে বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা তদন্ত করে কমিশনকে রিপোর্ট জমা দেবেন।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য বিএলওদের বিশেষ নজর রাখতেও নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এই নিয়ে বিএলওদের কাছ থেকে নিয়মিত রিপোর্টও নেবে তারা।

দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের টিকিট অনিশ্চিত ঘাসফুলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : শুধু বয়স নয়, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে শাসকদল তৃণমূলের টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটা বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে। যাঁদের বিরুদ্ধে কোনওরকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ও সিবিআইয়ের খপ্পরে পড়ে আটক হয়েছেন বা এই ধরনের মামলায় জামিনে রয়েছেন, তাঁরা প্রায় সবাই এবার দলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন। এই মুহূর্তে দলীয় নেতৃত্ব ভোটার তালিকায় সংশোধনের ক্ষেত্রে এসআইআর নিয়ে চরম ব্যস্ত থাকলেও আগামী বিধানসভা ভোটে দলের প্রার্থী বাছাই নিয়ে এরকম নীতি নির্ধারণের কথাও শুরু হয়েছে তৃণমূলের শীর্ষমহলে। জেলবন্দি অবস্থায় যেমন প্রাক্তন মন্ত্রী রয়েছেন তেমনই বন্দিদশা কাটিয়ে দু-একজন মন্ত্রী জামিন পেয়ে জেলের বাইরে রয়েছেন। দলের বিধায়করাও দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় জড়িয়ে আটক আছেন। কেউ আবার আপাতত জামিনে মুক্ত। কোনও কোনও মন্ত্রীকে এখনও ইডির ডাকে জিজ্ঞাসাবাদে হাজিরা দিতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের নেতৃত্ব এখন ভোটে দলের প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি স্থির করার প্রাথমিক ভাবনাও শুরু করে দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও ততটা সক্রিয় না হলেও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ এগিয়ে রাখতে চাইছেন। তিনি চাইছেন শুধুমাত্র পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির নেতাদের টিকিট দিতে। আগে অভিষেক রাজনীতিতে অবসরের বয়স ৬৫-র বেশি হওয়া উচিত নয় বলে মতপ্রকাশ করেছিলেন। তখনই প্রশ্ন ওঠে, তৃণমূলের বর্তমান বিধায়কদের মধ্যে প্রায় ৬০ জনই সত্তরোর্ধ। তাহলে কি এদের নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? যদিও সম্প্রতি অভিষেক এই অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ মহলে অভিষেক বলেছেন, 'দলে ৪০ বছর বয়সী লোকেরা নিষ্ক্রিয় হলেও ৮০ বছর পার করা অনেকেই তরুণের মতো কাজ করছেন।'

শনিবার এসএসকেএমে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস। ছবি : রাজীব মণ্ডল

অধীরের হাত 'ধরবেন' হুমায়ুন

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২৫ অক্টোবর : কয়েকদিন আগেও প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকারকে হারাতে প্রয়োজনে তিনি অধীরের সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজি বলে শনিবার জানিয়ে দিলেন। এদিন শক্তিপুরে তাঁর বাড়িতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'রাজনীতিতে সব সম্ভব। যে অধীর চৌধুরীকে ২০২৪ সালে হারিয়েছি, তার সঙ্গে দরকার হলে আসন সমঝোতা করব। কিন্তু অপূর্ব সরকারকে সাধারণ পাবলিক করে দেব। ওকে হারাবই।' এদিন হুমায়ুন এও বলেন, 'আমি রেজিনগরে দাঁড়ানোর পাশাপাশি অপূর্ব সরকারের কেন্দ্র কান্দিতেও লড়াই করব। যদি আমি দাঁড়াতে না পারি, তাহলে আরেক হুমায়ুন কবীরকে নিয়ে এসে অপূর্ব সরকারের কেন্দ্রে দাঁড় করাব। দেখিয়ে দেব কত ধানে কত চাল।'

এসএসকেএমে শিশু কমিশন

খতিয়ে দেখলেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকা নিগ্রহের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সরেজমিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে গেলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই হাসপাতাল, পুলিশের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন। তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন তাঁরা। অভিযুক্ত অমিত মল্লিক এনআরএস হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। তা সত্ত্বেও এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর অবাধ যাতায়াত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অভিযোগ উঠেছে, ধৃত এক প্রভাবশালী নেতার ছত্রছায়ায় ছিলেন। তাই এসএসকেএমে প্রবেশ করতে তাঁর কোনও বাধা ছিল না। এই সংক্রান্ত বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আরজি কর কাণ্ডের পর হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসএসকেএম কাণ্ডের পর ফের নিরাপত্তার গলদ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিন রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অধ্যক্ষের সঙ্গে মুখ্যসচিবের বৈঠকের সময় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীও। এদিনও বৈঠকে অস্থায়ী কর্মীদের নিয়োগকারী সংস্থাগুলির পুলিশি ভেরিফিকেশন, নিরাপত্তা সহ একাধিক বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে চিকিৎসক সংগঠনগুলি তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে।

এদিন শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টার ঘুরে দেখেন। তাঁরাও চিকিৎসকদের পরিচয়পত্র ব্যবহারে পরামর্শ দিয়েছেন। নির্ধারিত পরিচয়পত্র ছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশ, হাসপাতালের প্রতিটি ভবনে কড়া নজরদারি, পুরুষ ও মহিলা শৌচালয়গুলি চিহ্নিত করে বুঝিয়ে দেওয়া সহ একাধিক বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব রেখেছে কমিশন।

কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'এমএসভিপির সঙ্গে আগেই ফোনে কথা হয়েছিল। এদিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীদের প্রধানের সঙ্গেও কথা বলেছি। ঘাটতিগুলি মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন।' ইতিমধ্যেই হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এজেন্সিকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে যে বেসরকারি সংস্থা এনআরএসে নিযুক্ত করেছিল তারা জানিয়েছে, অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ থেকে এনআরএসে আসা বন্ধ করেছিল অভিযুক্ত। ধৃতের পুরোনো অপরাধের কোনও রেকর্ড না থাকার কারণে তারা নিযুক্ত করেছিল বলে দাবি করেছে। তবে এর আগে কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী থাকাকালীন এক রোগিণীর এক্স-রে চলার সময় তাঁর বিরুদ্ধে জোর করে ঢুকে অভব্য আচরণের অভিযোগ রয়েছে। যদিও তা নিয়ে কোনও এফআইআর রুজু হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট করেনি পুলিশ।

কমিশনের প্রস্তাব

- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা কমিশনের প্রতিনিধিদের
- প্রতিটি ভবনে নজরদারি বাড়ানোর প্রস্তাব
- পুরুষ ও মহিলা শৌচালয় চিহ্নিত করার পরামর্শ
- চিকিৎসকদের পরিচয়পত্র ব্যবহার
- কমিশনের চেয়ারপার্সন জানিয়েছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার ঘাটতি মেটানোর আশ্বাস দিয়েছে

মালদার বন্যায় বরাদ্দ নয়ছয়, রিপোর্ট পেশ আদালতে

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : মালদায় ৮ বছর আগের বন্যায় ক্ষতিপূরণের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া হল ক্যাগের রিপোর্টে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র বেঞ্চে এই সংক্রান্ত সম্পূর্ণ রিপোর্ট জমা পড়েছে। ক্যাগের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই বছরের বন্যায় জেলাজুড়ে ক্ষতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার যে টাকা বরাদ্দ করেছিল তার একটা বিরাট অংশ জালিয়াতিতে যুক্ত রয়েছেন প্রশাসনের কর্তারাই। প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা, তা নির্বাচন করতে, দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন, বেআইনিভাবে বণ্টন সহ একাধিক বিষয়ে ত্রুটির কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৭ সালে মালদা জেলায় বন্যায় প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। প্রথমে বড়ুই গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ২০২১ সালে। তার পরে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক ও এর পর জেলাজুড়ে দুর্নীতি হয়েছে বলে মোট তিনটি মামলা দায়ের হয়। সবকটি মামলাতে ক্যাগের অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। সম্প্রতি ওই রিপোর্টে অভিযোগের সারবত্তা আছে বলে জানিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে তার নমুনা সহ সমস্ত রিপোর্ট আদালতে জমা পড়েছে।

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, জেলাজুড়ে ৭১ হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রথম দফায় ৫৮ কোটি টাকা হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত কর্তা, তাঁদের পরিবারের আত্মীয়, প্রভাবশালীদের মধ্যেও টাকা বণ্টন হয়েছিল। বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী, ৪ সদস্যের কমিটি গঠন করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে তালিকা তৈরি করতে হত। এই প্রক্রিয়া মানা হয়নি। যথাযথ পর্যবেক্ষণ ছাড়াই শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি বা কোনও রাজনৈতিক নেতার সম্মতি দেওয়া তালিকা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকা ছাড়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ৫৭০৯ জনকে শুধুমাত্র প্রধানের সম্মতিতেই ২.৭০৫ কোটি টাকা বণ্টন করা হয়। কোনওরকম সম্মতি ছাড়াই ২৯.৪৬ লক্ষ টাকা ৪৭২ জনকে দেওয়া হয়। এছাড়াও ২২৯৩ জনকে দু'বার, ৬৪ জনকে তিনবার ও ৩ জনকে তারও বেশিবার টাকা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ৮১.১১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। রাজ্যের গাইডলাইন লঙ্ঘন করে অযোগ্য সুবিধাভোগী ২১,০৪৫ জনকে ৯.৭৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তালিকায় মিল না থাকায় ২৫৫ জনকে ২৬.৪২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

বিডিওদের দেওয়া উত্তর নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বিডিওরা জানিয়েছেন, তিনি নেতাদের কথা বিশ্বাস করে টাকা দিয়েছেন। সবশেষে অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে জানানো রয়েছে। পুলিশি তদন্ত শেষে তাদের বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোরও সুপারিশ করা হয়েছে।

মামলাকারীদের আইনজীবী অনিন্দ্য ঘোষের অভিযোগ, 'ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় বিভিন্ন গরমিল রয়েছে। একাধিক ব্যক্তির একই মোবাইল নম্বর, ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ঢোকার জন্য অন্যের অ্যাকাউন্ট নম্বর থাকার অভিযোগ রয়েছে। এগুলি নিয়ে

পাখির আশ্রয় গড়তে গাছে হাঁড়ি

দীপেন ঢাং

গঙ্গাজলঘাটি, ২৫ অক্টোবর : দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব মানচিত্র থেকে বনাঞ্চলের পরিমাণ ক্রম হ্রাসমান। ফলে বনের পশুপাখির সংখ্যাও দিনদিন কমছে। বহু প্রজাতির পশুপাখি হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে নয়তো বিলুপ্তির পথে। বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জ উদ্যোগ নিয়েছে পাখিদের বিলুপ্তির পথ থেকে বাঁচাতে এবং সংখ্যা বৃদ্ধির পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। প্রাথমিকভাবে গঙ্গাজলঘাটি বনাঞ্চলের ৫/৬টি জায়গা বেছে নিয়ে কাজ শুরু করেছে বন দফতর। গঙ্গাজলঘাটির রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হক বলেন, তাঁদের রেঞ্জ এলাকায় ৬০/৬৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে যেসব নির্দিষ্ট উচ্চতা বিশিষ্ট গাছ রয়েছে তার উপর মাটির হাঁড়ি বেঁধে বাসা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। আলমগীর সাহেব বলেন, মূলত বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পাখিদের বাসস্থান হারিয়ে গেছে। ফলে পাখির সংখ্যা কমছে। পাশাপাশি কাঠবিড়ালি, গিরগিটির সংখ্যাও কমছে বাসস্থানের অভাবে। তিনি বলেন, বাঁকুড়ায় যে হারে শীত পড়ে তাতে পাখি, কাঠবিড়ালি বাসা বাঁধার উপকরণ না পেয়ে শীতের প্রকোপে মারা পড়ছে। তাই এইসব পাখি ও অন্যান্য বন্য প্রাণের বংশ লোপ পাওয়া থেকে রক্ষা করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মাটির হাঁড়িকে ঘাস ও গাছের পাতার রস মাখিয়ে একেবারে ন্যাচারাল করার পর হাঁড়ির ভিতরে শুকনো ঘাস পাতা ইত্যাদি পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বাসা তৈরি করে গাছের নির্দিষ্ট জায়গায় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। যাতে শীতের মরসুমে পাখি নিরাপদ আশ্রয় পায় এবং বংশ বৃদ্ধি করতে পারে ।

শুক্রবার গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জের মানকানালী জঙ্গলে বাসা তৈরির কাজ করছিলেন বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের পক্ষ থেকে এলাকা ভিত্তিক বন সুরক্ষা কমিটিকে বাসা তৈরি দুষ্ট চক্রের হাত থেকে হাঁড়ি বাঁধা বাসা ও পাখিদের রক্ষার তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে শতাধিক বাসা তৈরি করে গাছে গাছে বাঁধা হয়েছে। তাতে বিভিন্ন পাখিরা ওই বাসায় আসতেও শুরু করেছে বলে জানান সুয়াবাসা বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য কালিপদ টুডু। তিনি বলেন,পরবর্তীতে বিভিন্ন জঙ্গলে এই বাসা তৈরি করা হবে ।

বাঁকুড়ায় বন দপ্তরের উদ্যোগ পাখিদের জন্য।

বিশ্বশক্তির ভারসাম্য দ্রুত বদলে চলেছে। একসময় শান্তি আলোচনার মঞ্চ ছিল ইউরোপ বা রাষ্ট্রসংঘ, কিন্তু সেই দিন আজ বলতে গেলে অতীত। ইউক্রেন থেকে গাজা- আন্তর্জাতিক সংঘাত নিরসনে রাষ্ট্রসংঘ তার প্রভাব হারিয়ে এখন প্রায় স্তব্ধ দর্শকের ভূমিকায়। নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানটিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। এই শূন্যতা পূরণ করছে কিছু উদীয়মান শক্তি। তুরস্ক, কাতার, সৌদি আরব এবং চিন এখন মধ্যস্থতাকে কূটনীতির মূল হাতিয়ার ও বিশ্ব মঞ্চে প্রাসঙ্গিকতা অর্জনের নতুন মাপকাঠি বানিয়েছে।

ক্ষমতার ভাষা এখন মধ্যস্থতা

শান্তির নতুন দূত

অমৃত সরকার

বহু শতাব্দী ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্যের যে চিরাচরিত ছবি দেখা যেত, তা দ্রুতই বদলাচ্ছে। একসময় যুদ্ধবিরতি বা শান্তি আলোচনার কথা উঠলেই ইউরোপ বা আমেরিকার কোনও শহরের নাম মনে পড়ত— যেমন আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের আলোচনা হয়েছিল জেনেভায়, আর ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন মুক্তি সংস্থা (পিএলও)-র গোপন বৈঠক শেষে স্বাক্ষর হয়েছিল ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তি। সেই দিন আজ অতীত। আজ যখন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্ত সংঘাত চরমে পৌঁছায়, তখন যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ আর ওয়াশিংটন থেকে আসে না, আসে

মধ্যপ্রাচ্যের দোহা বা তুরস্ক থেকে।

বিশ্বজুড়ে যখন পশ্চিমী দেশগুলির ক্ষমতা কমছে এবং রাষ্ট্রসংঘ তার প্রভাব হারাচ্ছে, তখনই আন্তর্জাতিক সংঘাতের মঞ্চে আবির্ভাব হয়েছে কিছু নতুন খেলোয়াড়ের। তুরস্ক, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (ইউএই) এবং ক্রমশ চিন— এই দেশগুলি এখন নিজেদের 'সংঘাত সমাধানকারী' বা 'শান্তিদূত' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। বর্তমানে 'মধ্যস্থতা' শুধু কূটনৈতিক প্রক্রিয়াই নয়, এটি বিশ্বজুড়ে ক্ষমতা প্রদর্শন এবং প্রাসঙ্গিকতা অর্জনের নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের দোরগোড়ায় শান্তি

একবিংশ শতাব্দীর এই পালাবদল সত্যিই চমকপ্রদ। কিছুদিন আগেও গাজায় শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের আলোচনায় মূল নেতৃত্ব ছিল আমেরিকার হাতে, কিন্তু তাকে সমর্থন জোগায় মিশর, কাতার ও তুরস্কের মতো দেশগুলি। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের ক্ষেত্রেও একই ছবি। যদিও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেন শান্তিতে সরাসরি উদ্যোগ নিচ্ছেন, তবুও মস্কো ও কিভের মধ্যে বন্দি বিনিময়, মানবিক সহায়তা করিডর তৈরি এবং যুদ্ধবিরতির আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাতার, তুরস্ক, সৌদি আরব ও ইউএই-র মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই নতুন পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় দিকটি হল রাষ্ট্রসংঘের ক্ষয়িষ্ণু ভূমিকা। ১৯৮০-র দশকে আফগান শান্তি প্রক্রিয়ায় বা অসলো চুক্তিকে সমর্থন দিতে রাষ্ট্রসংঘ ছিল কেন্দ্রীয় অবস্থানে। আজ আফগানিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনও সংঘাতেই রাষ্ট্রসংঘের সেই সক্রিয় উপস্থিতি নেই। এর বদলে ট্রাম্প নিজেই গাজা চুক্তির তদারকির জন্য নিজেকে প্রধান করে একটি 'শান্তি পর্ষদ' গঠনের ভাবনা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

এই নতুন কূটনীতি স্পষ্ট করে যে, মধ্যস্থতা এখন আর কেবল নিরপেক্ষ দেশগুলির একচেটিয়া অধিকার নয়, বরং এটি আঞ্চলিক শক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী শক্তির হাতে আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তারের একটি কার্যকর হাতিয়ার।

তুরস্ক : কূটনীতির রণনীতি

নতুন শান্তি-কূটনীতির সামনের সারিতে রয়েছে তুরস্ক। ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এই উদীয়মান আঞ্চলিক শক্তি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে মধ্যস্থতার সক্রিয় প্রবক্তা। তারা এই বিষয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। নিজেদের পররাষ্ট্র দপ্তরে 'আন্তর্জাতিক শান্তি ও মধ্যস্থতা' বিষয়ক একটি বিশেষ বিভাগও তৈরি করেছে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা।

২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর তুরস্ক মধ্যস্থতাকে কৌশলগত মূলধনে রূপান্তরিত করেছে। মস্কো ও কিভ—উভয়পক্ষই যেহেতু তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তায়িপ এর্দোগানের ওপর আস্থা রেখেছে, তাই তুরস্ক কৃষ্ণসাগর শস্য উদ্যোগ এবং বন্দি বিনিময়ের মতো কঠিন কাজগুলি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে। গাজা ইস্যুতেও কাতার, মিশর এবং আমেরিকার পাশে থেকে আঙ্কারা পর্দার আড়ালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তুরস্ক একটি নিরপেক্ষ দেশ নয়— এটি সামরিক জোট ন্যাটো-র সদস্য, ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের নিন্দা করেছে এবং একইসঙ্গে উভয়পক্ষকেই অস্ত্র সরবরাহও করেছে। তবুও, মধ্যপ্রাচ্যে মস্কোর সঙ্গে তার চলমান সহযোগিতা আঙ্কারাকে একটি বিশেষ সুবিধা এনে দিয়েছে। ২০২২ সালের মাঝামাঝি ইস্তানবুলে আলোচনা প্রায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কাতার : অর্থের জোরে বিশ্ব রাজনীতি

কাতার রাষ্ট্রটিকে পণ্ডিতরা 'ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মহৎ রাজনীতি' বলে অভিহিত করছেন। হামাস ও তালিবানের মতো বিতর্কিত গোষ্ঠীগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে সমর্থন করে, কাতার তাদের কঠিন সময়ে আর্থিক সহায়তা দিয়ে কূটনৈতিক প্রভাব ধরে রেখেছে। ইউক্রেনে মানবিক সহায়তা ও শিশু পুনর্মিলনের মতো জটিল মধ্যস্থতাতেও দেশটি সফলতা দেখিয়েছে। 'কাতার উন্নয়ন তহবিল'-এর মাধ্যমে দেশটি তার আকারের চেয়ে অনেক বেশি বৈশ্বিক প্রভাব বিস্তার করে।

তুরস্ক বা কাতার কেউই নরডিক দেশগুলির মতো 'নিরপেক্ষ' মধ্যস্থতাকারী নয়। তারা নিজেরাই সংঘাতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। কিন্তু তাদের এই 'জড়িয়ে থাকা'র কারণেই সংঘাতের মূল পক্ষগুলির কাছে এমন চ্যানেল বা পথ তাদের জন্য খোলা থাকে, যা সাধারণত চিরাচরিত শান্তিস্থাপনকারীদের জন্য সহজলভ্য হয় না। এই দেশগুলির এই জটিল 'যোগাযোগের সেতু' হওয়ার ক্ষমতাই তাদের সাফল্যের কারণ।

মর্যাদার অস্ত্র সৌদি আরব ও নীরব কূটনীতিতে ইউএই

যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমান-এর অধীনে সৌদি আরব শান্তি-কূটনীতিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনের হাতিয়ার বানিয়েছে। ২০২৩ সালে ইউক্রেন বিষয়ক জেড্ডা শীর্ষ সম্মেলন বা ২০২৫ সালে রিয়াধে আমেরিকা-রাশিয়া বৈঠক— এইসবই সৌদি আরবের নতুন আন্তর্জাতিক 'আহ্বায়ক ক্ষমতা'-কে তুলে ধরে। ইয়েমেন ও সুদানে সৌদি আরবের প্রচেষ্টার ফল মিশ্র হলেও, এটি দেখায় যে রিয়াধ তার প্রতিবেশী অঞ্চলে যুদ্ধ ও শান্তির গতিপথ নির্ধারণে কতটা আগ্রহী।

অন্যদিকে, আবু ধাবি (ইউএই) নীরবে মধ্যস্থতার কৌশল অনুসরণ করে। ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে তারা রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে আড়াই হাজারেরও বেশি বন্দির মুক্তি সহ এক ডজনেরও বেশি বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া সহজ করেছে। আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে মধ্যস্থতা, এবং গাজায় মানবিক করিডর সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সাইপ্রাস ও আমেরিকার সঙ্গে সমন্বয় করেছে। এমনকি, ২০২১ সালে ভারত-

পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির নেপথ্যেও ইউএই একটি ভূমিকা রেখেছিল বলে জানা যায়। রিয়াধ ও দোহা-এর মতোই আবু ধাবি তার বিপুল সম্পদকে কূটনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করছে।

চিনের উত্থান : বিশ্ব শাসনের চালক

মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নতুন খেলোয়াড় হল চিন। একসময় আন্তর্জাতিক বিতর্কে জড়াতে নারাজ বেজিং এখন নিজেকে 'বৃহৎ শক্তি' এবং 'শান্তিদূত'— উভয় হিসেবেই তুলে ধরছে। ২০২৩ সালে চিন-এর মধ্যস্থতায় সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। এরপর ইয়েমেন, আফগানিস্তান এবং ইউক্রেন ও গাজায় পর্দার আড়ালে উদ্যোগ নিয়েছে বেজিং। আন্তর্জাতিক মঞ্চে পশ্চিমা দেশগুলির বিকল্প দিতে চিন হংকং-এ 'আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা সংস্থা' (International Organisation for Mediation) চালু করার মাধ্যমে এই নতুন সক্রিয়তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পশ্চিমা-নেতৃত্বাধীন প্ল্যাটফর্মের একটি বিকল্প সরবরাহ করবে।

সংক্ষেপে, এই দেশগুলির কার্যকলাপ প্রমাণ করে যে মধ্যস্থতা এখন ক্ষমতার একটি নতুন ভাষা। তুরস্কের জন্য এটি সামরিক জোট ন্যাটো ও রাশিয়ার সঙ্গে দরকষাকষির সুযোগ বাড়ায়। কাতারের জন্য এটি আঞ্চলিক তৎপরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ওয়াশিংটনের কাছে তার গুরুত্ব বজায় রাখে। রিয়াধ ও আবু ধাবির জন্য এটি উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তাদের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে। আর চিনের জন্য এটি বিশ্ব শাসনকে নতুন করে সাজানোর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মধ্যস্থতা একইসঙ্গে ফলপ্রসূ এবং প্রদর্শনমূলক : এটি কূটনীতির একটি হাতিয়ার এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যম।

ভারতের ঐতিহ্য ও সুযোগের সন্ধান

ভারতে 'মধ্যস্থতা' শব্দটি প্রায়শই একটি 'নোংরা শব্দ' হিসাবে বিবেচিত হয়, বিশেষ করে ট্রাম্প কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতার দাবি তোলার পর। ভারত কখনোই তার দ্বিপাক্ষিক বিবাদ, বিশেষত কাশ্মীর ইস্যুতে, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপকে মেনে নেয় না। অতীতে কাশ্মীরের সফল অগ্রগতি তখনই ঘটেছে, যখন দুই পক্ষ সরাসরি আলোচনা করেছে।

তবে এই বিতর্কের মাঝে ভারতের নিজস্ব শান্তিস্থাপনের ঐতিহ্যকে ভুলে গেলে চলবে না। কোরীয় যুদ্ধ থেকে শুরু করে মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায় আঞ্চলিক শান্তিস্থাপনে ভারতের ভূমিকা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, বিদ্রোহ দমনে এবং চরমপন্থীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে তাদের শাসক বানানোর ক্ষেত্রে ভারতের ঘরোয়া অভিজ্ঞতা বিশ্বে এক অনন্য শিক্ষা দিতে পারে। এই ঐতিহ্য ভারতকে আন্তর্জাতিক সংঘাতগুলিতে মধ্যস্থতার জন্য একটি শক্তিশালী অবস্থানে রাখতে পারত।

কিন্তু সফল মধ্যস্থতার মূল চাবিকাঠি হল 'প্রভাব' বা কৌশলগত সুবিধা। সফল মধ্যস্থতার জন্য সংঘাতের সবপক্ষের ওপর বিশ্বাসযোগ্য প্রভাব থাকা দরকার। ভারতের জন্য এর অর্থ হল— কেবল উপমহাদেশেই নয়, এর বাইরেও সংঘাতগুলিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়া এবং তার প্রতিবেশী অঞ্চলের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ককে নতুন করে সাজানো।

মধ্যস্থতা এখন আর পশ্চিম বা রাষ্ট্রসংঘের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এক পরিবর্তিত বিশ্বে, এটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যম শক্তি এবং উদীয়মান রাষ্ট্রগুলির জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই নতুন শান্তিদূতদের উদীয়মান আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতও তার পুরোনো এবং নতুন জায়গাটি পুনরুদ্ধার করতে পারে।

বিশ্ব মঞ্চে স্তব্ধ রাষ্ট্রসংঘ

শিবাশিস সেনগুপ্ত

একসময় পৃথিবী দেখেছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বপ্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা শেষে এই বিশ্বসংস্থা জন্ম নিয়েছিল ভবিষ্যতের যুদ্ধ থামানোর পবিত্র অঙ্গীকার নিয়ে। কিন্তু আজকের বিশ্বে সেই স্বপ্ন যেন ধূলিসাৎ। ইউক্রেন থেকে গাজা, সুদান থেকে ইয়েমেন-বিশ্বজুড়ে যখন সংঘাতের আগুন জ্বলছে, তখন মনে হচ্ছে শান্তিরক্ষার প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘ যেন এক নীরব দর্শকের ভূমিকায় আটকে গিয়েছে। পশ্চিমি শক্তির বিভাজন এবং উদীয়মান আঞ্চলিক শক্তিগুলোর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, প্রশ্ন উঠেছে : বিশ্বের যুদ্ধ থামানোর ক্ষমতা কি সত্যিই হারিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ? শান্তি আলোচনার মঞ্চ আজ ইউরোপীয় রাজধানী বা রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তর থেকে সরে গিয়েছে দোহা, আঙ্কারা বা বেজিং-এর দরবারে। এই পরিবর্তন কেবল ভৌগোলিক নয়, এটি একটি গভীর সাংগঠনিক দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করছে, যা একসময় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থাটিকে ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক করে তুলছে।

ইউক্রেন থেকে গাজা : অস্তিত্ব কোথায়?

একথা স্পষ্ট যে, বড় আকারের সংঘাত নিরসনে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা আজ কার্যত শূন্য। ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার পর, নিরাপত্তা পরিষদ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ, রাশিয়া নিজেই এই পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং তার ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। ফলে, বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক সংঘাতে নিরাপত্তা পরিষদ একটি নিন্দা প্রস্তাব বা শান্তিরক্ষার জন্য কার্যকর সামরিক হস্তক্ষেপ- কোনওটাই করতে পারেনি। যুদ্ধ যখন চলছে, তখন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ মাঝে মাঝে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে সেই প্রস্তাবগুলি যুদ্ধ বন্ধে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। মধ্যস্থতা বা মানবিক করিডর খোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির জন্য ইউক্রেনকে নির্ভর করতে হয়েছে তুরস্ক ও কাতারের মতো মধ্যম শক্তির ওপর, রাষ্ট্রসংঘের ওপর নয়।

গাজা এবং বৃহত্তর ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংকটে রাষ্ট্রসংঘের নিষ্ক্রিয়তা আরও প্রকট। বছরের পর বছর ধরে গাজার মানবিক পরিস্থিতি ভয়াবহ থাকলেও, স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান দিতে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ সংঘাতে যখন মিশর, কাতার ও তুরস্ক যুদ্ধবিরতির আলোচনায় প্রধান ভূমিকা নিল, তখন রাষ্ট্রসংঘকে দেখা গেল কেবল ত্রাণ বিতরণকারী সংস্থা হিসেবে। সংস্থাটির মহাসচিব মাঝে মাঝে নৈতিক আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু এর বাইরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের উপস্থিতি ছিল প্রায় অদৃশ্য।

নব্বইয়ের দশকে আফগান শান্তি প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রসংঘ ছিল কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। কিন্তু ২০২১ সালে যখন তালিবান আবার কাবুলের দখল নিল, তখন আমেরিকা ও তালিবানদের মধ্যে আলোচনাটি হল কাতারের দোহায়। রাষ্ট্রসংঘ সেখানে কার্যত অনুপস্থিত। একইভাবে ইয়েমেন, সুদান বা মায়ানমারের মতো সংঘাতগুলিতেও সংস্থাটির প্রভাব কমতে কমতে আঞ্চলিক শক্তিগুলির হাতে চলে গিয়েছে।

ভেটো ও ক্ষমতার বিভাজন

রাষ্ট্রসংঘের এই ব্যর্থতার মূল কারণ নিহিত তার কাঠামোগত ত্রুটির মধ্যে। ১৯৪৫ সালে এই সংস্থা গঠনের সময় পাঁচটি দেশকে (আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স ও ব্রিটেন) ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি রক্ষায় এই বৃহৎ শক্তিরা যেন একমত হয়ে কাজ করে। কিন্তু বাস্তবে, এই ভেটো ক্ষমতা বারবার শান্তি প্রক্রিয়াকে আটকে দিয়েছে। রাশিয়া বা চিন যখন তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনও সংঘাতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের কোনও পদক্ষেপকে ভেটো দেয়, তখন বিশ্বসংস্থাটি পঙ্গু হয়ে যায়। ইউক্রেন বা সিরিয়াতে রাশিয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলির ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই প্রতিষ্ঠানকে অকেজো করে দিয়েছে। যখন শান্তিরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, ঠিক তখনই প্রতিষ্ঠানটি দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে রাষ্ট্রসংঘের ভাবমূর্তি এখন অনেকটাই পশ্চিমা স্বার্থের ধারক হিসাবে। বহু বছর ধরে রাষ্ট্রসংঘের কার্যক্রম পশ্চিমা দেশগুলির বিদেশনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, রাশিয়া ও চিন এখন এই সংস্থাকে পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করছে। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ক্ষমতার খেলা সংঘাত নিরসনের জন্য নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে।

ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের শিকার

রাষ্ট্রসংঘের এই দুর্বলতা ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সরাসরি ফল। একসময় আমেরিকা বা ইউরোপের শক্তি ছিল অটুট। তাদের কূটনৈতিক এবং সামরিক প্রভাবের সামনে রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত মানতে হত। কিন্তু এখন পশ্চিমা ব্লক নিজেই অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত। একইসঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রভাব কমতে থাকায়, অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিগুলি সেই ক্ষমতার শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসছে। আমেরিকা বা ইউরোপের ওপর নির্ভরশীল না থেকে, সংঘাতের পক্ষগুলি এখন তুরস্কের সঙ্গে কথা বলছে, কারণ তুরস্ক একইসঙ্গে ন্যাটো এবং রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে, বা কাতারের সঙ্গে কথা বলছে, কারণ কাতার ধনী এবং হামাস-তালিবানের মতো অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পারে।

কাতার, তুরস্ক, সৌদি আরব এবং চিন মধ্যস্থতাকে তাদের পররাষ্ট্রনীতির একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করেছে। কাতার তার বিপুল সম্পদ ও কূটনৈতিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে। চিন, সৌদি আরব-ইরান চুক্তি করিয়ে নিজেকে বিশ্বশান্তির একজন নতুন চালক হিসাবে তুলে ধরছে, যা পশ্চিমা-নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তারা এমন একসময় এই ভূমিকা নিচ্ছে, যখন পশ্চিমা দেশগুলির দৃষ্টি ইউক্রেন বা অন্যান্য বিষয়ে নিবদ্ধ। এই নতুন শক্তিরা রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো বা নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য মধ্যস্থতাকে ব্যবহার করছে।

ভবিষ্যতের পথে প্রশ্নচিহ্ন

রাষ্ট্রসংঘের এই করুণ পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বিশ্বব্যবস্থা এখন তার শেষ পর্যায়ে। বিশ্বকে এক মঞ্চে আনার যে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছিল, আজকের বহুমেরু বিশ্বে সেই মঞ্চটি নিজেই টুকরো টুকরো হয়ে

যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ আজও গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা। কিন্তু বড় আকারের রাজনৈতিক বা সামরিক সংঘাত থামানোর ক্ষেত্রে, শান্তিরক্ষার আলো তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। এখন নতুন শান্তিদূতদের উত্থান প্রমাণ করে যে, এই বিশ্ব সংস্থাটিকে হয় কাঠামোগতভাবে সংস্কার করতে হবে, না হলে এটি ক্রমশ একটি কেবল আলোচনা সভা বা পরামর্শ মঞ্চে পরিণত হবে, যার হাতে যুদ্ধ থামানোর কোনও ক্ষমতা থাকবে না। রাষ্ট্রসংঘ কি তার প্রাসঙ্গিকতা পুরোপুরি হারাবে, নাকি নতুন বিশ্বশক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে পুনর্গঠন করবে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ময়নাগুড়ি দাপাল হাতি

বন্যপ্রাণীদের বিরক্ত না করলে তারা সচরাচর মানুষকে এড়িয়েই চলে। কিন্তু মানুষ আবার উলটোটাই করা পছন্দ করে। তাই তো শনিবার ময়নাগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে হাতি আসতেই সেটিকে লক্ষ্য করে শব্দবাজি ফাটানো শুরু হয়ে যায়। তিতিবিরক্ত মাকনাটির টার্গেট হলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক, বনকর্মীরা। হাতির তাড়া খায় উৎসুক জনতাও।

হাসপাতালে শুয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক।

কী করে বেঁচে ফিরলাম, জানি না

বাণীব্রত চক্রবর্তী

শনিবার সকাল পৌনে আটটা। খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছি ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া উত্তর খাগড়াবাড়ি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। একটা হাতি লোকালয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কলাখাওয়া নদীর ধারে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে হাতিটা। পাশেই ঘন জনবসতি। কখনো-কখনো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ের দিকে ছুটে আসছে। ছবি করতে কলাখাওয়া নদীর দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাই। পুলিশ, বন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা ছিলেন। চারদিকে ভিড়। আমি ছবি করতে কিছুটা এগিয়ে যাই। হাতিটি সেই সময় সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়েছিল। ক্যামেরা তাক করতেই পিছন থেকে কেউ বললেন, 'দাদা পটকা আছে?' মুহূর্তে আমি হাতিটির দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি ছুটে আসছে আমার দিকে। দৌড়ানো ছাড়া আর উপায় নেই। মৃত্যু দোরগোড়ায়।

বাঁদিকে দেখলাম একটি বাড়ির বাঁশের বেড়া। আমি দৌড়াচ্ছি। পিছনে হাতিটা শুঁড় দিয়ে আমাকে ধরার চেষ্টা করছে। বাঁশের সাড়ে চার ফুট উঁচু বেড়াটা লাফ দিয়ে টপকে গিয়ে পড়লাম কিছুটা নীচু জায়গায়। জ্ঞান হারাইনি তখনও। দেখলাম আমার দিকে এগিয়ে আসছে সেটি। শুঁড় দিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাল আমাকে। পিষে মারার জন্য শরীরের ওপর একটি পা তুলে ধরল। তখনও বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। সবাই চিৎকার করছে। হঠাৎ হাতিটা ঘুরে গিয়ে পেছনের পা দিয়ে আমার পিঠে ধাক্কা মারল। ফের আমি সেই গর্তে বাঁশ-কঞ্চি-আবর্জনার মধ্যে ছিটকে পড়লাম। হাতিটা শুঁড় তুলে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের জন্য অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। যখন জ্ঞান এল দেখলাম, চার-পাঁচজন আমাকে ধরাধরি করে ময়নাগুড়ি থানার আইসির গাড়িতে তুলল। গাড়ি ছুটল হাসপাতাল। চিকিৎসা করিয়ে বিকেল ৩টা নাগাদ ফিরলাম বাড়িতে। প্রাণে বেঁচে গেলাম কীভাবে জানি না।

ট্রেন নিয়ন্ত্রণ, তাড়িয়ে ফেরানো হল জঙ্গলে

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : সাতসকালে ময়নাগুড়ি শহর ও সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে হানা দিল মাকনা। সারাদিন শহর ও ব্যাংকান্দি-খাগড়াবাড়ি দাপিয়ে বেড়িয়েছে হাতিটি। হাতির হামলায় জখম হয়েছেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক বাণীব্রত চক্রবর্তী। চারটি বাড়িতেও হামলা করে হাতিটি। বারবার সেটি এনজেপি-আলিপুরদুয়ার রেললাইন পারাপার করায় ওই পথে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দিনের বেশিরভাগ সময় হাতিটি খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নামাতা গ্রামের একটি বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ বন দপ্তরের কর্মীরা হাতিটিকে তাড়িয়ে ময়নাগুড়ি-আমগুড়ি রাজ্য সড়ক পার করে ভাতিরবাড়ির দিক থেকে জলঢাকা নদীর চরে ফেরাবার কাজ শুরু করেছেন।

শনিবার সকালে তখন সবে আলো ফুটেছে পুব আকাশে। ময়নাগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটির সমীর মৃধা, সজল বিশ্বাস সহ বেশ কয়েকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ পেটকটি মন্দিরের পাশে তাঁদের চোখে পড়ে বিশাল এক হাতি। প্রথমে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি। ঘোর কাটতেই আতঙ্কে তড়িঘড়ি সকলে পালাবার রাস্তা খোঁজেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছে যান বন দপ্তরের কর্মীরা ও ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন, এডিএফও রাজীব দে সহ বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

মিনিট কুড়ি এলাকায় হাতিটি থাকতেই ভিড় জমে যায় কাতারে কাতারে। বেরোনোর পথ না পেয়ে হঠাৎই মাকনাটি তেড়ে আসে লোকজনের দিকে। একসময় পেটকাটির বাসিন্দা প্রদীপ রায় ও শইখে রায়ের বাড়ির দুটি ঘর ভেঙে দেয়। একসময় সেটি পাশেই থাকা এনজেপি-আলিপুরদুয়ার রেললাইনে উঠে পড়ে। তারপর লাইন পেরিয়ে ব্যাংকান্দি গ্রামে ঢোকে। সেখান থেকে কলাখাওয়া নদী পেরিয়ে খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ময়নামাতা গ্রামের বাসিন্দা ইন্দেশ মণ্ডলের ঘরের কিছুটা অংশ ও পূর্ণি রায়ের বাড়ির সীমানার বেড়া ভেঙে দেয় হাতিটি।

লোকালয়ে হাতি বেরিয়ে পড়ার খবর চাউর হতেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র লোকজন তাকে লক্ষ্য করে পটকা ফাটানোয় ক্রমশ মেজাজ হারাতে থাকে বুনোটি। বারবার তেড়ে আসতে থাকে। জনতাকে সামলে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে বন দপ্তরের রামশাই, লাটাগুড়ি ও গরুমারা সাউথ রেঞ্জের পাশাপাশি বিন্নাগুড়ির মাল ও রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের বনকর্মীদের হিমসিম খেতে হয়। ভিড় সামলাতে আসরে নামে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশও।

দুপুর নাগাদ হাতিটি উত্তর খাগড়াবাড়ি এমএসকে ভবনের পেছনে আশ্রয় নেয়। সেখানে বনকর্মীরা গেলে হাতিটি তাঁদের দিকে তেড়ে আসে। কোনওক্রমে বনকর্মীরা হাতির হামলা থেকে পালিয়ে বাঁচেন। এরপর হাতিটি রেললাইন পেরিয়ে ময়নামাতা গ্রামের একটি বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকেও বারবার বনকর্মীদের দিকে তেড়ে এসেছে সে। আবার ফিরে গিয়েছে বাঁশঝাড়ে।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, এদিন ভোর চারটে থেকে হাতিটিকে লোকালয়ে দেখা গিয়েছিল। তারপরেই সেটিকে জঙ্গলে ফেরাবার কাজ শুরু করেছিলেন বনকর্মীরা। হাতিটি একাধিকবার রেললাইনে উঠে পড়ায় রেলকেও বিষয়টি জানানো হয়। বহু ট্রেনের গতিও কমিয়ে দেওয়া হয় এই পথে বলে রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর।

দিনভর হামলা

হাতির হামলায় জখম হয়েছেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক বাণীব্রত চক্রবর্তী

চারটি বাড়িতেও হামলা করে হাতিটি

হাতিটি একাধিকবার রেললাইনে উঠে পড়ায় বহু ট্রেনের গতিও কমিয়ে দেওয়া হয়

হাতি তাড়াতে ফাটানো হচ্ছে পটকা। শনিবার ময়নাগুড়িতে।

পটকায় মেজাজ হারায় মাকনা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : কালীপুজোর পর ঘরে ঘরে রয়ে গিয়েছে শব্দবাজি। শনিবার ময়নাগুড়ির শহর থেকে সংলগ্ন গ্রামে যেখানেই হাতিটি গিয়েছে সেখানে সেটিকে লক্ষ্য করে বোমা-পটকা ফাটিয়েছে গ্রাম ও শহরের মানুষ। সেই শব্দবাজিতে উত্ত্যক্ত হয়ে মেজাজ হারিয়ে একের পর এক হামলা চালায় বুনোটি। নিষিদ্ধ শব্দবাজির যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য প্রশাসনকেই দায়ী করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়ের অভিযোগ, 'পুজোয় প্রচুর শব্দবাজি ফেটেছে। এখনও অনেকের বাড়িতে শব্দবাজি মজুত রয়েছে। কারণে অকারণে সেই শব্দবাজি হাতিদের ওপর প্রয়োগ করেছেন স্থানীয়রা। মানুষকে বারবার এই বিষয়ে সচেতন করার পরও এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত।'

শনিবার নাথুয়ার জঙ্গল থেকে জলঢাকা নদী পেরিয়ে চূড়াভাণ্ডারের জলদানেরবাড়ি এলাকায় আন্ডারপাস দিয়ে রেললাইনের পাশ বরাবর কলাখাওয়া নদী পেরিয়ে ময়নাগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকেছিল মাকনাটি। সকালের দিকে শান্ত থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিড়ের পাশাপাশি দেদার শব্দবাজি ফাটিয়ে যেভাবে হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করা হয় তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সেটি।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, মর্দা মাকনাটি মস্তিতে ছিল। একে এই অবস্থায় হাতিরা একটু আক্রমণাত্মক হয়, তার পাশাপাশি সেটিকে লক্ষ্য করে বিকট আওয়াজে বোমা-পটকা ফাটানোয় একসময় সেটি তেড়ে আসতে থাকে।

দায়ী কে

- মর্দা মাকনাটি মস্তিতে ছিল
- সেটিকে লক্ষ্য করে পটকা ফাটানোয় মেজাজ হারিয়ে একের পর এক হামলা চালায় বুনোটি
- নিষিদ্ধ এই শব্দবাজি এত ব্যাপক হারে এল কোথা থেকে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
- কালীপুজোর সময় সেগুলি যে অবাধে বিক্রি হয়েছে, তা এই ঘটনায় প্রমাণিত
- উদাসীনতার জন্য প্রশাসনকেই দায়ী করছেন পরিবেশপ্রেমীরা

ময়নাগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটি কালী মন্দির এলাকা থেকে হাতিটি রেলপথ পেরিয়ে চলে যায় ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাংকান্দি এলাকায়। সেখান থেকে কলাখাওয়া নদী পেরিয়ে হাতিটি আশ্রয় নেয় খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর খাগড়াবাড়ি ময়নামাতা গ্রামে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ময়নামাতা গ্রামে হাতিটি বারবার তেড়ে আসে জনতার দিকে। বনকর্মীদের দিকেও তেড়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, খোলাবাজারে নিষিদ্ধ এই শব্দবাজি এত ব্যাপক হারে এল কোথা থেকে। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বাজার থেকে চোরাপথে আসা বিপুল পরিমাণ শব্দবাজি ময়নাগুড়ির বিভিন্ন বাজারে কালীপুজোর সময় অবাধে বিক্রি হয়েছে। এদিনের ঘটনায় আরও একবার তা প্রমাণিত।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'একে তো হাতিটি মস্তিতে ছিল, তার ওপর যেভাবে সেটিকে লক্ষ্য করে পটকা ফাটানো হয়েছে তাতে হাতিটির উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।' ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ অবশ্য কালীপুজোয় শব্দবাজি প্রসঙ্গ মানতে চাননি। তাঁর ধারণা, হাতি তাড়াতে অনেক সময় বন দপ্তরের থেকে শব্দবাজি দেওয়া হয়। সেগুলোই এদিন ফাটানো হয়েছে।

সেলামির ভিত্তিমূল্য ৪০ লক্ষ

প্রশ্নে মহকুমা পরিষদ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তৈরি নতুন মার্কেট কমপ্লেক্সে লিজে দোকান নিতে 'সেলামি'-র ভিত্তিমূল্য (বেস প্রাইস) ধার্য করা হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা। ১০ বছরের চুক্তিতে বিরাট অঙ্কের টাকা দিয়ে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কি দোকান নেওয়া সম্ভব? এমন প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। সরকারি মার্কেট কমপ্লেক্সে সেলামির টাকার অঙ্ক নিয়ে শহরের ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

১৫ অক্টোবর মহকুমা পরিষদের তরফে মার্কেট কমপ্লেক্সের ১২টি দোকান নিলামের ডাক দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, নিলামে দোকান পাওয়ার ক্ষেত্রে সেলামির ভিত্তিমূল্য ৪০ লক্ষ টাকা। তবে নিলামে যিনি সবচেয়ে বেশি সেলামি দেবেন, তিনিই দোকান পাবেন। এটাও স্পষ্ট বলা হয়েছে, সেলামির টাকা অফেরতযোগ্য। প্রতিটি দোকানের মাসিক ভাড়া নির্ধারিত করা হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। বিরোধীদের অভিযোগ, মহকুমা পরিষদের তরফে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি করা হচ্ছে। যাতে কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোক দোকান নিতে পারেন, সেই কারণে সেলামির অঙ্ক বিরাট রাখা হয়েছে।

মহকুমা পরিষদ ভবনের পাশে পাঁচ কাঠা জমিতে টিনের ছাউনি দিয়ে ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্কেট কমপ্লেক্সের ১৮টি স্টল তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে ১২টি স্টল নিলাম করা হচ্ছে। নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহীরা ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিষয়টি নিয়ে মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ বলেছেন, 'আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা চিন্তা করে দোকানগুলি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে একবারে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে দোকান নেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তাছাড়া, সেই সেলামির বিপুল পরিমাণ টাকা অফেরতযোগ্য। সেখানে কারও দোকান না চললে ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে। মহকুমা পরিষদ কর্তৃপক্ষ যা ইচ্ছে তাই করছে।' অজয়ের অভিযোগ, তাঁদের অন্ধকারে রেখেই দোকানের সেলামির টাকা ঠিক করা হয়েছে।

যদিও বিরোধী দলনেতার তোলা অভিযোগ গুরুত্ব দিতে নারাজ মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'সেলামি হিসেবে যে টাকা আসবে, তা সরকারের ঘরেই যাবে। তাছাড়া সরকারি টাকা খরচ করে যেহেতু দোকানঘর তৈরি করা হয়েছে, তখন সেই টাকা তো তুলতে হবে। আমার মনে হয় নিলাম শুরু হলে ৪০ লক্ষরও বেশি সেলামি মিলবে। সরকারি নিয়ম মেনে নিলাম ডাক দেওয়া হয়েছে।'

আয় বাড়ানোর জন্যই যে মহকুমা পরিষদ নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করেছে, তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এক একটি দোকানের আয়তন ১২০ বর্গফুট। দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে মানুষ অনলাইনে নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির কথায়, 'সরকারি উদ্যোগে মার্কেট কমপ্লেক্স করা হলে, তা সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই করা উচিত। সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যাতে লিজে দোকান নিয়ে ব্যবসা করতে পারেন, সেই দিকটিও দেখা উচিত।' অন্যদিকে সভাধিপতির সংযোজন, 'কেউ যদিও নিলামে অংশগ্রহণ না করেন, সেক্ষেত্রে পরে আমরা টাকার অঙ্ক নিয়ে চিন্তাভাবনা করব। তবে যে এলাকায় মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে, তার আশপাশে দোকানভাড়া এমনিতেই অনেক বেশি। সেদিক থেকে আমাদের দোকানভাড়া সামান্য। বিরোধী দলনেতা বৈঠকগুলিতে থাকেন না। তাই তিনি জানেন না।'

> আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা চিন্তা করে দোকানগুলি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে একবারে ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে দোকান নেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তাছাড়া, সেলামির টাকা অফেরতযোগ্য। সেখানে কারও দোকান না চললে ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে।
>
> **অজয় ওরাওঁ**
> বিরোধী দলনেতা, মহকুমা পরিষদ

রান্নার আগুনে পুড়ল বৃদ্ধার বাড়ি

খড়িবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল সহায়সম্বলহীন এক বৃদ্ধার বাড়ি। বাতাসি গৌরসাজোত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। শনিবার বিকালে পুড়ে যায় গৌরদাসী সরকারের বাড়ি। বৃদ্ধার পরিবারে আর কোনও সদস্য নেই। এদিন বিকেলে ওই বৃদ্ধা মাটির উনুনে রান্না করছিলেন। সেই সময় আচমকাই আগুন লেগে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঘরে। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। প্রায় আধ ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশালবাড়ি দমকলের একটি ইঞ্জিন ও খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। তবে ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় রান্নাঘর ও ঘরের বেশকিছু আসবাবপত্র। গৌরদাসী বলেন, 'একা মানুষ। আমার কেউ নেই। রান্নাঘর ও জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেটা নতুন করে বানানোর সামর্থ্য আমার নেই। সরকারিভাবে সাহায্য করলে উপকৃত হব।'

মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি পরিদর্শন করে ওই বৃদ্ধাকে রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত ও মহকুমা পরিষদ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।'

নিরঞ্জনের পথে ইউথ ক্লাবের কালী প্রতিমা। শনিবার মালদা শহরে। ছবি : অরিন্দম বাগ

উত্তরবঙ্গকে ফ্রি ট্রেড জোন ঘোষণার দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গকে ফ্রি ট্রেড জোন ঘোষণা করতে নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন দাবি তুলল। সংগঠনের অষ্টম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এই দাবিতে সরব হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে শিল্প সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে। কিন্তু এখানে শিল্প নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার অভাব রয়েছে, যেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শিল্প সম্মেলন করে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে ৫, ১০ কোটি টাকার লগ্নিও দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি আরও ভেঙে পড়বে এবং এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

শনিবার স্টেশন ফিডার রোডের এক হোটেলে সংগঠনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বেশ কিছু শিল্পপতি, ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত জমি রয়েছে, এখানকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। রাস্তাঘাটও রয়েছে। এখন শিল্প না হলে আর কবে হবে? কিন্তু শিল্প আসছে না। কারণ, শিল্প নিয়ে আসার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভরা সভায় এক শিল্পপতির অভিযোগ, 'এর আগে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় ছোট-বড় উদ্যোগপতিরা যে কোনও সমস্যায় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা পেতেন। জেলা শাসকরা ভীষণ সক্রিয়তার সঙ্গে সমস্যা মেটাতেন। কিন্তু বর্তমানে এই দুই জেলার জেলা শাসক শিল্প নিয়ে হয়তো ততটা আগ্রহী নন। কেননা তাঁদের কাছে কোনও সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না।' অভিযোগ, ছোট ছোট ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে বসলে ছাড় চাইবেন না, অন্য যা সমস্যা আছে বলুন বলে প্রথমেই বলে দেন। সরকার যদি ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের সহজে ঋণের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থাই না করে তাহলে শিল্প, কলকারখানা আসবে কীভাবে বলে শিল্পপতিদের প্রশ্ন।

সভায় নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল বলেন, 'উত্তরবঙ্গে প্রচুর জমি রয়েছে। কেন্দ্র থেকে শিল্পের জন্য প্রচুর বরাদ্দও আসছে। কিন্তু আমরা কী পাচ্ছি? কোনও আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে না। ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টারগুলির (ডিআইসি) মাধ্যমে ছোট ছোট উদ্যোগপতিদের প্রচুর আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না।' তিনি দাবি করেন, 'উত্তরবঙ্গকে ফ্রি ট্রেড জোন হিসাবে ঘোষণা করা হোক। তাহলে এই উত্তরবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশ, চিন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ায় পণ্য রপ্তানি হতে পারে। ওই দেশগুলি যে ধরনের কৃষিজ পণ্য বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে সেগুলি উত্তরবঙ্গের মাটিতে আমরা চাষ করতে পারি। সেই ফসল রপ্তানি করে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি চাঙ্গা করা যেতে পারে। সেইজন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারকেই ভাবতে হবে। তা না হলে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক মন্দা, রুজি রোজগারের অভাব থেকেই আগামীতে আরও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন এই চিকেন নেকে থাবা বসাবে।'

নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা।

মর্গে দেহ বদল, বিপাকে দুই পরিবার

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৫ অক্টোবর : একজনের মৃতদেহ পৌঁছে গেল অন্যজনের বাড়িতে। শেষকৃত্য করতে গিয়ে দেহ পালটে যাওয়ার ঘটনায় চমকে উঠলেন পরিবারের লোকজন। শনিবারের এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ারে। জেলা হাসপাতালের মর্গ থেকে দেহ বদল হয়েছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে ক্ষোভ জমেছে। কামাখ্যাগুড়ি সুপার মার্কেট এলাকার বাসিন্দা রবীন্দ্র দাস এবং ফালাকাটার কলেজপাড়ার বাসিন্দা গণেশ দাসের মৃতদেহের বদল হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটোই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। শনিবার শামুকতলা রোড ফাঁড়ি ও ফালাকাটা থানা থেকে দুটো দেহের ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর বিকেলে দেহ নিয়ে যাওয়ার সময় অদলবদল হয়।

বিষয়টি নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ। জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'মর্গ থেকে দেহ দেওয়ার সময় পরিবারের সদস্যদের দেখিয়ে দেওয়া হয়। তবুও কেন অদলবদল হল সেটা বোঝা যাচ্ছে না।' অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'এরকম একটা খবর পেয়েছি। পরিবারের সঙ্গে পুলিশ কথা বলছে।'

এই ঘটনায় আরও জটিলতা বাড়ে রবীন্দ্র দাসের দেহের সৎকার করে ফেলায়। গণেশ দাসের পরিবারের লোকেরা রবীন্দ্রর দেহ সৎকার করে ফেলেন আলিপুরদুয়ার শ্মশানে। এটা জানার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন রবীন্দ্রর পরিবারের লোকজন। কামাখ্যাগুড়ি সুপার মার্কেট এলাকায় বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ।

মৃত রবীন্দ্রর বড় ছেলে খোকন দাস এদিন শোক নিয়েই বলেন, 'আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার দেহ যখন দেখতে যাই তখন দেখি এই দেহটা আমার বাবার নয়। যথারীতি শেষকৃত্য করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমাদের এক আত্মীয় গিয়ে দেহ শনাক্তকরণ করেছিলেন। এইরকম কিছু হবে ভাবিনি। আমরা এই ঘটনার তদন্ত চাই।' শুক্রবার রবীন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তির ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এক ধাবায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এরপর শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ ওই দেহ উদ্ধার করে যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার দেহটি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোক দেহটি শনাক্ত করেন। এরপর ওই দেহটি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পারলৌকিক কাজের জন্য নিয়ে আসা হলে পরিবারের লোক লক্ষ করেন, ওই দেহটি অন্য কোনও ব্যক্তির। এতেই কামাখ্যাগুড়ি সুপার মার্কেট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

মৃত রবীন্দ্রর জ্যাঠতুতো ভাই মৃদুল দাসের কথায়, 'আমাদের পরিবারের একজন দেহ শনাক্তকরণ করেছেন। শনাক্তকরণের পর দেহ নিয়ে আসা হয়। তারপর দেখা যায় দেহ বদল হয়ে গিয়েছে। দেহ কীভাবে বদলে গেল বুঝতে পারছি না।'

টাইফয়েড পরীক্ষার কিট নেই, রোগ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে না

রোগী ফেরাচ্ছে এনবিএমসিএইচ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথাব্যথা। ডেঙ্গি, টাইফয়েড, জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস (জেই), লেপ্টোস্পাইরোসিসের মতো অন্যান্য উপসর্গও রয়েছে। সন্দেহ হলেই চিকিৎসকরা রোগীকে সমস্ত পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের (এনবিএমসিএইচ) ল্যাবরেটরিতে টাইফয়েড পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিট নেই। কিট না থাকায় লেপ্টোস্পাইরোসিস পরীক্ষাও করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে রোগীরা রক্ত পরীক্ষা করাতে এলে বাইরে থেকে তা করাতে বলে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বেশ ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার ডাঃ নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে মাইক্রোবায়োলজির বিভাগীয় প্রধান বলতে পারবেন।' মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ অরুণাভ সরকার বলেন, 'সেন্ট্রাল মেডিকেল সাপ্লাই (সিএমএস) থেকে এই কিটগুলি আসে। সেখানকার অনুমতি ছাড়া স্থানীয়ভাবে চট করে কেনা যায় না। আমরা একাধিকবার কিট চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু এখনও সরবরাহ আসেনি।'

দার্জিলিং জেলায় শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে টাইফয়েডের পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে লেপ্টোস্পাইরোসিস সহ অন্যান্য রোগের পরীক্ষাগুলি হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রায় ছয় মাস যাবৎ টাইফয়েড পরীক্ষার কিটের সরবরাহ নেই। একাধিকবার কিট চেয়ে স্বাস্থ্য ভবন এবং সিএমএস-কর্তাদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। সিএমএস কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করতে পারবে না জানিয়ে দিলে তবেই এই কিট স্থানীয়ভাবে কিনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তেমন কোনও জবাব আসেনি।

এর ফলে রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। সোনাপুরের বাসিন্দা বিনয় মল্লিক শনিবার মেডিকেলের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর, শরীরে ভীষণ ব্যথার উপসর্গ রয়েছে। বেশ কয়েকদিন টানা ওষুধ খেয়েও জ্বর না কমায় তিনি মেডিকেলে এসেছিলেন। এখানে চিকিৎসকরা তাঁকে টাইফয়েড পরীক্ষার জন্য পরামর্শ দেন। সেইমতো প্রেসক্রিপশন নিয়ে তিনি সুপারস্পেশালিটি ব্লকের সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরিতে যান। সেখানে লাইনেও দাঁড়ান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁকে জানানো হয়, এই পরীক্ষা এখানে হবে না। শুনে বিনয় খুবই হতাশ হন। তিনি বললেন, 'এত বড় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে টাইফয়েডের পরীক্ষা হয় না? বাইরে থেকে এই পরীক্ষা করাতে তো অনেক টাকা লাগবে। আমরা গরিব মানুষ, এত টাকা কোথায় পাব?'

কিটের অভাবে মেডিকেলে লেপ্টোস্পাইরোসিসের পরীক্ষাও করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ি সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে প্রচুর মানুষ লেপ্টোস্পাইরোসিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই সময় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে (ভিআরডিএল) সেখানকার বাসিন্দাদের সমস্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, লেপ্টোস্পাইরোসিসের কিট খুব বেশি ব্যবহার না হওয়ায় এটা সব জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরেও মজুত নেই। সব এজেন্সি এর সরবরাহ করতেও চায় না। ফলে এই কিট পেতে সমস্যা হচ্ছে।

বাড়ছে দুর্ভোগ

- দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ল্যাবরেটরিতে টাইফয়েড পরীক্ষার কিট নেই
- কিট না থাকায় লেপ্টোস্পাইরোসিস পরীক্ষাও করা যাচ্ছে না
- হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে রোগীরা রক্ত পরীক্ষা করাতে এলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে
- বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বেশ ক্ষোভ ছড়িয়েছে, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে

সেন্ট্রাল মেডিকেল সাপ্লাই (সিএমএস) থেকে এই কিটগুলি আসে। সেখানকার অনুমতি ছাড়া স্থানীয়ভাবে চট করে কেনা যায় না। আমরা একাধিকবার কিট চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু এখনও সরবরাহ আসেনি।

ডাঃ অরুণাভ সরকার
প্রধান অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ

মহাবীরস্থান বাজারে বিক্রি হচ্ছে ছটপুজোর সামগ্রী। শনিবার। -সূত্রধর

পুজোর জিনিস বিলি করে বিতর্কে মেয়র

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বিভিন্ন ওয়ার্ডে পুজোর সামগ্রী বিতরণ করছেন। কিন্তু এই কর্মসূচির আর্থিক উৎস কী? প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। যদি পুরনিগমের পক্ষ থেকে অর্থবরাদ্দ হয় তাহলে কোন তহবিল থেকে দেওয়া হচ্ছে? সেক্ষেত্রে বিরোধী দলের কাউন্সিলারদের জানানো হয়নি কেন? অন্যদিকে, যদি মেয়র ব্যক্তিগতভাবে সামগ্রী বিলি করে থাকেন, তাহলে সেই টাকার উৎসই বা কী? পাশাপাশি, পুরনিগমের নাম করে পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হলেও কাউন্সিলারদের কেন ডাকা হচ্ছে না, তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বিরোধী কাউন্সিলারদের অভিযোগ, যদি পুরনিগমের তরফে পুজোর সামগ্রী দেওয়া হয় তবে মেয়র তা নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছেন। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে মেয়র গৌতমের ছবি দেওয়া রয়েছে। নীচে লেখা রয়েছে, 'মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম।' যদি পুরনিগমের তরফে কোনও সামগ্রী বিলি করা হয় তবে কেন সেখানে শুধু মেয়রের প্রচার করা হচ্ছে? কেন কাউন্সিলারদের ডাকা হচ্ছে না? বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'আমরা শুনেছি পুরনিগমের তরফে পুজোর জিনিস বিলি করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের জানানো হয়নি, ডাকাও হয়নি। পুরনিগম থেকে দেওয়া হলে মেয়র শুধু নিজের প্রচার করছেন কেন?' সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'এত সামগ্রী যে দেওয়া হচ্ছে, তার আর্থিক উৎস কী? পুরনিগমের এমন কোনও তহবিল আছে বলে আমার তো জানা নেই। আর যদি পুরনিগম থেকে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আমার ওয়ার্ডের কর্মসূচিতে আমাকে ডাকেননি কেন?' এ বিষয়ে মেয়র গৌতমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি প্রতিক্রিয়া দেননি।

এত সামগ্রী যে দেওয়া হচ্ছে, তার আর্থিক উৎস কী? পুরনিগমের এমন কোনও তহবিল আছে বলে আমার তো জানা নেই। আমার ওয়ার্ডের কর্মসূচিতে আমাকে ডাকেননি কেন?

মুন্সি নুরুল ইসলাম
সিপিএম কাউন্সিলার

শুক্রবার থেকে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে পুজোর জিনিস বিলি শুরু করেছেন মেয়র। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। শোনা যাচ্ছে, শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে লড়তে পারেন গৌতম। তার আগে ছবি দিয়ে পুজোর সামগ্রী বিতরণ করে আদতে গৌতম রাজনৈতিক প্রচার চালাচ্ছেন বলে বিরোধীদের অভিযোগ।

চমকডাঙ্গিতে তিস্তায় প্রৌঢ়ের দেহ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : চমকডাঙ্গিতে তিস্তা থেকে উদ্ধার হল এক প্রৌঢ়ের দেহ। মৃতের নাম কৃষ্ণ ভুজেল (৫২)। তিনি শিবমন্দিরে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন কৃষ্ণ। শনিবার সকালে নদীতে তাঁর দেহ ভেসে থাকতে দেখেন চমকডাঙ্গির কয়েকজন বাসিন্দা। খবর দেওয়া হয় ভক্তিনগর থানায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরিবারের লোকেরা দেহ শনাক্ত করেন। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাকে ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে অনেক কিছু স্পষ্ট হবে।'

ঘনাচ্ছে রহস্য

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণর আদিবাড়ি ডুয়ার্সের বাগ্রাকোট এলাকায়। তবে তিনি কয়েকবছর ধরে কাজের সূত্রে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে শিবমন্দিরে থাকছিলেন। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যাংকে কাজের কথা বলে শিবমন্দিরের বাড়ি থেকে বের হন তিনি। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি।

কৃষ্ণের আত্মীয় ভানু ভুজেল বলেন, 'বাড়িতে সেরকম কোনও ঝামেলা কিংবা অশান্তি ছিল না। বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটা ছিল। পরিবারের সকলে মিলে আনন্দ করছিলাম। হঠাৎ ব্যাংকে আর্জেন্ট কাজের কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান কৃষ্ণ। এরপর রাত হয়ে গেলেও কৃষ্ণ বাড়ি না ফেরায় পরিবারের তরফে মাটিগাড়া থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়। আমরা ভক্তিনগর সহ সমস্ত থানায় ওঁর ছবি দিয়ে আসি।'

এর মধ্যেই এদিন সকালে চমকডাঙ্গির বাসিন্দারা নদীতে দেহ ভাসতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় ভক্তিনগর থানায়। এরপর পুলিশ গিয়ে নদী থেকে দেহ উদ্ধার করে। সেখানে আসেন কৃষ্ণের পরিবারের লোকেরাও। তাঁরা দেহ শনাক্ত করেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন। ঘটনায় একাধিক প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। অনেকের অনুমান, সেবকের করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দেওয়ার কারণে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে কৃষ্ণের। তবে পরিবারের প্রশ্ন, তিনি শিবমন্দির থেকে ব্যাংকের কাজের জন্য বেরিয়ে অত দূর গেলেন কীভাবে? তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না? পুলিশ বলছে, সবটাই তদন্তসাপেক্ষ।

অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় মৃত ২

ইসলামপুর, ২৫ অক্টোবর : শুক্রবার গোয়ালপোখরের বর্শাপোখর এলাকায় ছেলের হাতে খুন হন জামিল আখতার নামে এক ব্যক্তি। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর দেহটি অ্যাম্বুল্যান্সে করে মৃতর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফেরার পথে অ্যাম্বুল্যান্সটি গোয়ালপোখর থানার ঝাড়বাড়ি এলাকায় একটি বাইকে ধাক্কা মারে। বাইক সহ অ্যাম্বুল্যান্সটি নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা বাইক আরোহী এবং চালককে উদ্ধার করে লোধন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদের নাম নব পাল (৩২) ও উৎপল পাল (১৭)। মৃতরা লারুখোয়া এলাকার বাসিন্দা। অ্যাম্বুল্যান্সচালকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিপজ্জনক।। বাগ্রাকোটের লুপ পুলে ওঠার আগে রাস্তায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির উদয়ন মজুমদার।

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত

খড়িবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : নাবালিকা প্রেমিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে শুক্রবার রাতে খড়িবাড়ি ব্লকের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম সুরজ বিরজা। শনিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছেন খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস।

নাবালিকার সঙ্গে ধৃতের দুই বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তার পরিবারের তরফে ধৃতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সম্পর্কের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। নাবালিকার মা এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই ভিত্তিতে সুরজকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নগদ, ল্যাপটপ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : মনের ভুলে টোটোয় ব্যাগ রেখে নেমে যান এক যাত্রী। ওই ব্যাগে ২ লক্ষ টাকা, একটি ল্যাপটপ ও বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল বলে তাঁর দাবি। এরপর ওই ব্যক্তি থানায় অভিযোগ দায়ের করলে তদন্তে নেমে শনিবার দাসপাড়ায় ওই টোটোচালকের বাড়ি থেকে ব্যাগটি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। তবে ২ লক্ষ টাকা, ল্যাপটপ ও নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি মৃন্ময় ঘোষ।

ঘটনাটি ঘটে চলতি মাসের ২৩ তারিখ। কালিম্পংয়ের বাসিন্দা সিলাস লেপচা নামে এক ব্যক্তি শিলিগুড়ি এসেছিলেন। তিনি টোটোয় করে সেবক রোডে একটি ওষুধের দোকানের সামনে নামেন। কিন্তু তার সঙ্গে থাকা ব্যাগটি নিতে ভুলে যান। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ওই টোটোচালকের সন্ধান পায় পুলিশ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং জেলার সম্মেলন। শনিবার।

জেলা সম্মেলন

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ অক্টোবর : বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন তথা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং জেলার সম্মেলন ঘোষপুকুর কলেজে আয়োজিত হল। ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে এই পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে পরিষদ গৌরবময় বহু ইতিহাসের সাক্ষী থেকেছে। পল্লশ্রী সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ রায়, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক প্রণব ঘোষ, অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার, সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কৃষ্ণপদ মজুমদার, সম্পাদক জয়দীপ চন্দ প্রমুখ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বেশকিছু আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র নিয়ে এদিন সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছে। কলেজে এধরনের সম্মেলন করতে পেরে তাঁরা গর্বিত বলে কলেজের অধ্যক্ষ উমা মাঝি জানিয়েছেন।

মহুয়াদের 'পরামর্শদাতা' গৌতম

জলপাইগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : ইঙ্গিতটা আগেই ছিল। প্রাবনে বিধ্বস্ত ডুয়ার্সে ত্রাণের তদারকি থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন সময় রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এবার নজিরবিহীনভাবে জলপাইগুড়ি জেলা কমিটিতে আনা হচ্ছে তাঁকে। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ এবং চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় থাকলেও জেলা পরিচালনায় তাঁদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন গৌতমই। জেলা তৃণমূলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলেছেন, আমাদের মাথার উপরে থাকছেন গৌতমদা।

গৌতম দেব অবশ্য বলছেন, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না, তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি জলপাইগুড়ি সহ অন্যান্য জেলার নেতানেত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি।' দার্জিলিং জেলার অনেক নেতানেত্রীর তুলনায় জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া অনেক বেশি যোগাযোগ রেখে কাজ করেন। ওরা যদি আমাকে কোনও দায়িত্ব দেয় তাহলে নিশ্চয়ই ওদের পাশে থাকব, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেব।'

শনিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির বাবুপাড়ায় তৃণমূল জেলা কমিটির কোর কমিটির বিশেষ বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকের পরই জেলা সভাপতি জানিয়ে দেন, রবিবার পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি ঘোষণা করা হবে। কোর কমিটির বৈঠকে মহুয়ার সঙ্গে ছিলেন সহ সভাপতি গৌতম দাস, কোঅর্ডিনেটর চন্দন ভৌমিক, বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় ও প্রদীপ বর্মা, আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রামমোহন রায়। অসুস্থতার কারণে জেলা তৃণমূল মহিলার সভানেত্রী নুরজাহান বেগম ছিলেন না। মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক ও জেলা চেয়ারম্যান বিধায়ক খগেশ্বর রায় সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় বৈঠকে আসতে পারেননি।

এবার জেলা কমিটি হচ্ছে প্রায় ১০০ জনের। পুরোনোদের পাশাপাশি বেশকিছু নতুন মুখও আছেন। জেলা কমিটিতে আনা হয়েছে ব্লক থেকে বাদ যাওয়া সাগর গুরুং, ঝুলন সান্যালদের। গত পুরভোটের পর থেকে দলের সাংগঠনিক দায়িত্বে না থাকা প্রাক্তন জেলা যুব সভাপতি ও বর্তমান জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়কেও সাংগঠনিক পদে আনা হয়েছে। চা বলয় থেকে প্রাক্তন বিধায়ক জোসেফ মুন্ডা ও মোশারফ হোসেনকে জেলা কমিটিতে আনা হয়েছে। আগের জেলা কমিটিতে সহ সভাপতি পদে থাকা আইনজীবী গৌতম দাসের পাশাপাশি দলের প্রথম দিকের নেতা আরেক আইনজীবী সোমনাথ পালকেও আনা হয়েছে। তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি বর্ষীয়ান অতুল সরকার থেকে করুণা চক্রবর্তীও জেলা কমিটিতে ঠাঁই পাচ্ছেন।

আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না, তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি জলপাইগুড়ি সহ অন্যান্য জেলার নেতানেত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি।

গৌতম দেব
মেয়র, শিলিগুড়ি

দলের জেলা সভানেত্রী পদে মহুয়াতেই ভরসা রেখেছে রাজ্য নেতৃত্ব। চেয়ারম্যান পদে খগেশ্বরই থাকছেন। তবে, রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিধানসভা ভোটের আগে মালবাজারের মতো ঘটনার লাগাম টানতে মহুয়ার সঙ্গে একজন বর্ষীয়ান নেতার দরকার আছে বলেই মনে করেছেন দলনেত্রী। এমনিতেই মাল বিধানসভা আসনে ওদলাবাড়ি, ডামডিম থেকে খোদ মাল শহরের ভোট নিয়ে চিন্তায় রয়েছে তৃণমূল। তার উপর রাজগঞ্জে তপন ও খগেশ্বরের সঙ্গে এসসিএসটি সেলের সভাপতি কৃষ্ণ দাসের বিরোধ, চা বাগানে সংগঠনে সংঘাত এড়িয়ে জন বারলাকে কাজে নামানোর মতো জটিল অঙ্ক সমাধানে মহুয়াদের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে গৌতমকে।

বিমানবন্দরে টোটোয় নিষেধাজ্ঞা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৫ অক্টোবর : বাগডোগরা বিমানবন্দর এমনিতেই স্পর্শকাতর এলাকা। এমন জায়গায় টোটো চলাচল নিরাপদ নয়। তার মধ্যে বিমানবন্দরে ঢোকার মুখে যদি কোনও যাত্রী মনের ভুলে টোটোয় লাগেজ ফেলে যান, তাহলে তাঁর সে ব্যাগ ফিরে পাওয়া দুঃস্বপ্নের চেয়েও কঠিন।

ঠিক এই কারণেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রীদের নিয়ে টোটো চলাচল বন্ধ করল পুলিশ। জাতীয় সড়ক থেকে অ্যাপ্রোচ রোডের মুখেই পুলিশ টোটোচালকদের আটকে দিচ্ছে। যাত্রীরা তাঁদের মালপত্র নিয়ে হেঁটে অথবা অটোতে চেপে বিমানবন্দরে প্রবেশ করছেন।

এতদিন টোটোচালকদের বিমানবন্দরের প্রবেশের গেট পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হত। কিন্তু শনিবার থেকে জাতীয় সড়কের অ্যাপ্রোচ রোডে প্রবেশের মুখেই আটকে দেওয়া হচ্ছে টোটোগুলিকে।

কেন এমন কড়াকড়ি? শনিবার সকালে আলিপুরদুয়ারের দুই যাত্রী আপার বাগডোগরা থেকে একটি টোটোতে ওঠেন কলকাতার বিমান ধরার জন্য।

বিমানে ওঠার তাড়া থাকায় তাঁদের ব্যাগ টোটোতে রয়ে যায়। বিমানযাত্রী সঞ্জয় সাহা বলেন, 'বিমানবন্দরে প্রবেশ করে জানতে পারি আমাদের বিমান কলকাতার উদ্দেশে উড়ে গিয়েছে। এদিকে ব্যাগ রয়ে গিয়েছে টোটোতে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই টোটোর সন্ধান না পেয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানাই।'

বাগডোগরা বিমানবন্দর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি পিকে রাহা বলেন, বিমানযাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে অনেকসময় লাগেজ ছাড়াই নেমে যান। তাঁরা সিসিটিভি ক্যামেরায় চিহ্নিত করে সেগুলিকে উদ্ধার করে ফেরত দেন। এখানকার ট্যাক্সিচালকরাও ফেরত দিয়ে যান। ট্যাক্সিতে লাগেজ ফেলে এলে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়। কিন্তু

বিমানবন্দরের অ্যাপ্রোচ রোডে আটকে দেওয়া হচ্ছে টোটো। শনিবার।

টোটোগুলির কোনও রেজিস্ট্রেশন নম্বর না থাকায় টোটোতে ফেলে আসা লাগেজ উদ্ধার করা যায় না। চালকদেরও কোনও নথিভুক্ত পরিচয় নেই। একেকদিন একেকজন টোটো চালান। এজন্য খুবই সমস্যা হয়।

বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায় বলেন, 'বাগডোগরা এলাকায় দু'হাজারের বেশি টোটো চলাচল করে। এই টোটোগুলির রেজিস্ট্রেশন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এদিনের ঘটনায় তাঁরা ওই টোটোচালককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন।

সমস্যা

- বাগডোগরা বিমানবন্দর এমনিতেই স্পর্শকাতর এলাকা
- এমন জায়গায় টোটো চলাচল নিরাপদ নয়
- তাছাড়া টোটোগুলির নেই কোনও রেজিস্ট্রেশন নম্বর
- একেকদিন একেকজন টোটো চালান
- শনিবার জাতীয় সড়ক থেকে অ্যাপ্রোচ রোড পর্যন্ত টোটো চলাচল বন্ধ করে দেয় পুলিশ

বিমানযাত্রী সঞ্জয় সাহা আরও জানান, তিনি যে টোটোতে উঠেছিলেন সেই টোটোর চালক একজন নেপালি। টোটো থেকে নেমে ব্যাগ ফেলে রাখার কয়েক মিনিটের মধ্যে খেয়াল পড়তেই দেখেন চালক উধাও।

বৈঠক

চোপড়া, ২৫ অক্টোবর : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখবস্তি প্রাইমারি স্কুলের মাঠে শনিবার ব্লক কংগ্রেসের বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে সেবাদলের দাসপাড়া অঞ্চল কমিটি গঠন করার পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে আলোচনা হয়। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক কাটাতে বিএলএদের পাশাপাশি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে কমিটি গঠন করা হচ্ছে। কমিটির সদস্যরা সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করবেন।'

শিবির

চোপড়া, ২৫ অক্টোবর : ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে গ্রামীণ মহিলাদের নিয়ে শনিবার থেকে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। উদ্যোক্তাদের সূত্রে খবর, এদিন ২০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিয়েছেন। ৭ দিনব্যাপী কর্মশালায় মহিলারা মেয়েদের অলংকার জাতীয় সামগ্রী তৈরি করবেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমিতে চরছে গোরু-ছাগল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : চলতি বছরের মে মাসে উত্তরবঙ্গে এসে ফুলবাড়ির ভিডিওকন মাঠ থেকে ঠাকুরনগরের একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভার্চুয়াল শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণাই সার। কাজ কিছুই হয়নি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট প্রায় ৬ বিঘা জমিতে এখন গোরু-ছাগল চরে। জমছে আবর্জনা।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ৪ লক্ষেরও বেশি মানুষের বসবাস। অথচ এতগুলো মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ন্যূনতম পরিকাঠামোটুকু নেই। মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরনগরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভার্চুয়াল শিলান্যাস করায় আশার আলো দেখেছিলেন স্থানীয়রা। ৫ মাসেও কাজ শুরু না হওয়ায় তাঁদের আশাভঙ্গ হয়েছে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বিদ্রুপের সুরে বলেন, 'শুধুমাত্র প্রচারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করেছিলেন। বিধানসভা ভোটের আগে আবার কেউ এসে ওই মাঠে গিয়ে নারকেল ফাটিয়ে আসবেন তবে কাজ কিছু হবে না। অনেকদিন আগে এখানে হাসপাতাল তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় বলেন, 'এই কাজের জন্য ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তবে হাসপাতাল তৈরির পাশাপাশি ল্যাবরেটরি, চিকিৎসক-নার্সদের জন্য থাকার ব্যবস্থা সহ আরও অনেক পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। যে কারণে টাকার অঙ্কটাও বেড়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনে সবকিছু জানানো হয়েছে। ফান্ড এলেই কাজ শুরু হবে। আশা করি ডিসেম্বর থেকেই কাজ শুরু হবে।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা

শিলান্যাস হলেও শুরু হয়নি ঠাকুরনগরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ।

রাজগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত। রাজগঞ্জ ব্লকে রয়েছে তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। একটি কালীনগরে, একটি কুকুরজানে এবং অন্যটি শিকারপুরে। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। অভিযোগের সুরে স্থানীয় বাসিন্দা রুমা রায় বলেন, 'কিছু হলে আমাদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছুটতে হয়। রোগীর অবস্থা গুরুতর হলে আমরা চিন্তায় থাকি হাসপাতালে পৌঁছানো পর্যন্ত রোগী বাঁচবে তো!' ঠাকুরনগর এলাকার বাসিন্দা বিশ্বদীপ ঘোষ বলেন, 'শিলান্যাসের পর আর কেউ আসেনি। কোনও কাজও হয়নি।'

রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রাহুল রায় বলেন, 'ব্লকে তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভায় একটিও নেই। ঠাকুরনগরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস হয়েছে। খুব দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়ে যাবে বলে আশা করি।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার ভেতরের দিকে রাস্তাগুলোতে টোটো ঢুকতে চায় না, এত খারাপ রাস্তা। গাড়ি চালানোও মুশকিল। সেই রাস্তা পেরিয়ে জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ বা মহারাজাগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে স্থানীয়দের প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হয়। কবে এই ভোগান্তি শেষ হয় তার অপেক্ষায় আছেন এই এলাকার মানুষ।

স্ত্রীকে বিক্রি
১১ অক্টোবর
স্ত্রীকে দুই লক্ষ টাকার বিনিময়ে থানের এক পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। কোনওক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে এসে করণদিঘি থানায় স্বামী সহ বিয়ের ঘটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন সেই মহিলা।

প্রত্যাখ্যানে হানা
১২ অক্টোবর
ভাইয়ের প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল কিশোরী। সেই দুঃখেই নাকি আত্মঘাতী হয়েছে ভাই। ক্ষিপ্ত দাদা তাই চড়াও হলেন কিশোরীর পরিবারের ওপর। জখম ৩। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ঘটনা।

বিধায়ক ঘেরাও
১৩ অক্টোবর
তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের তুফানগঞ্জ। মারামারিতে জখম হন বিজেপির কর্মী সহ পুলিশকর্মীও। বিধায়ক মালতী রাভা রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

অ্যাসিড হামলা
১৫ অক্টোবর
অ্যাসিড হামলার শিকার হলেন আলিপুরদুয়ারের এক মহিলা। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন সংলগ্ন একটি হোটেল বন্ধ করে ফেরার সময় তাঁর ওপর হামলা চালান এক তরুণ। পরে ধরাও পড়েন।

কৃষকের ডাকে লক্ষ্মীর সাড়া

অনুষ্কা বর্মন

উত্তরবঙ্গ, অসম, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে থাকা রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ডাকলক্ষ্মীপুজোর সূচনা হয় জোতদারদের মাধ্যমে। কোনও মূর্তি গড়ে হয় না ডাকলক্ষ্মীর আরাধনা। মূলত ধানের গাছকে কেন্দ্র করেই পুজোতে মাতে কৃষক পরিবার।

'ছোট নাঙলের বড়ো ঈশ
হামার ধানের বড়ো বড়ো শিষ'

আশ্বিনের সংক্রান্তির ভোর। নকশালবাড়ির হাতিঘিসায় ধানের জমি থেকে ভেসে আসছে এই ছড়া। এলাকার রায়বাড়ির উঠোনে চলছে পাটকাঠি, কচু ও লেবু পাতা বেছে রাখার কাজ। বাড়ির খুদেরা পাকাচ্ছে সলতে। বাড়ির মহিলারা কুলোয় বাছছেন নিম ও সর্ষের খোল। খড় দিয়ে শক্ত করে ভুতি বাঁধার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাড়ির ছোট ছেলে প্রতীপকে। চলবে না কোনও খামতি। আজ যে সকলেই ব্যস্ত ডাকলক্ষ্মীর আরাধনার তোড়জোড়ে। তবে, এই লক্ষ্মীকে কেউ দেখেননি কোনওদিন। যুগের পর যুগ ধরে আপন করে নেওয়া এই লক্ষ্মী দেখা দিয়ে যান ধানখেতে। তিনি ফসলকে রক্ষা করেন রোগভোগের হাত থেকে। অনাড়ম্বরপ্রিয় এই লক্ষ্মীই বোঝেন কৃষকের শিরা বেরিয়ে যাওয়া হাতের লড়াইয়ের ঘর্মাক্ত গন্ধ। তাই তো তাঁদের এই লক্ষ্মীকে ডাকতে বেছে নিতে হয় না কোনও পাঁচালি বা কোনও সংস্কৃত মন্ত্র। মাটির কাছাকাছি থাকা এই লক্ষ্মী সাড়া দেন মেঠো ভাষার কিছু ছড়ার ডাকে। তাই তো তিনি 'ডাকলক্ষ্মী' ছাড়া আর কী ই বা হতে পারেন।

উত্তরবঙ্গে দোমাসি অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শেষ দিন পূজিতা হন তিনি। রাজবংশী, নাথযোগী, খেন সমাজের কাছে কৃষি ফসল ও ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডাকলক্ষ্মী। অনেকে আবার খেতিলক্ষ্মী নামেও ডাকেন। তবে কোজাগরি ও দীপাবলির মহালক্ষ্মীপুজোর থেকে ডাকলক্ষ্মী পুজোর তিথি, পদ্ধতি ও লোকাচার ভিন্ন।

উত্তরবঙ্গ, অসম, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে থাকা রাজবংশী জনগোষ্ঠীতে ডাকলক্ষ্মীপুজোর সূচনা হয় জোতদারদের মাধ্যমে। কোনও মূর্তি গড়ে হয় না ডাকলক্ষ্মীর আরাধনা। মূলত ধানের গাছকে কেন্দ্র করেই পুজোতে মাতে কৃষক পরিবার।

আষাঢ় মাসে ধান রোপণের সময় স্থানীয় ভাষায় 'গছিবুনা' বা 'গুছি বোনা'-র মধ্য দিয়ে গুছিলক্ষ্মীর আবাহন করা হয়। শুরু হয় ধান রোপণ। এরপর ধান গাছ বড় হয়। আশ্বিন মাসে ধানের শিষ দেখা যায়। ধান গাছের শিষ আসাকে রাজবংশী ভাষায় 'গাও ভারী' বা 'গর্ভধারণ' বলা হয়। এই সময় পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গের আক্রমণে যাতে ফসল নষ্ট না হয়, সেজন্য দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আশ্বিন মাসের শেষ দিনটিতে ডাকলক্ষ্মীর আরাধনা। বন্দনায় তুষ্ট হয়ে খেতের ফসলকে পোকামাকড়, কীটপতঙ্গের থাবা থেকে রক্ষা করতে ধানিজমিতে চির অতন্দ্রপ্রহরী হন এই লক্ষ্মী।

গ্রামের এক চাষি উপেন বর্মন ধানের গোছা বাছার সময় বললেন, 'আমাদের কাছে পুজোর আবেগ আলাদা। আমাদের কাছে এই ফসল সন্তানের মতো। সন্তানের মঙ্গলকামনায় আমরা যেমন ঈশ্বরকে ডাকি, আমাদের এই পাকা ধান যাতে সমস্ত পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে ভালো থাকে, সেই প্রার্থনায় প্রতিবার আমরা এই পুজোকে আপন করে নিই।'

দুটি ধাপে ডাকলক্ষ্মীর পুজো সম্পন্ন হয়। প্রথমে বাড়ির বাইরে ধানখেতের পার্শ্ববর্তী কোনও পরিষ্কার জায়গায় বা পাড়ার কোনও বাড়ির উঠোনে (খোলতো) পাটকাঠি দিয়ে তৈরি করা হয় মণ্ডপ বা ঠাকুরমারি। লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক হিসাবে সেখানে রাখা হয় ভোরবেলায় খেত থেকে তুলে আনা ধানের ছড়া। বাড়ির লোকেরাই শুদ্ধাচারে ধানখেত থেকে শিকড় ও মাটি সমেত ধান গাছের গোছা নিয়ে এসে ঠাকুরমারিতে লক্ষ্মীদেবীর আসনে স্থাপন করেন। ধান গাছের এই গোছাকে 'গয়' বলা হয়। যেহেতু এই পুজোয় কোনও মূর্তি থাকে না, তাই 'গয়'-কেই দেবীরূপে কল্পনা করা হয়। মহিলাদের পরিবর্তে বাড়ির প্রবীণ বা বিবাহিত পুরুষরাই প্রধানত পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন। কলার পাতায় বা কলা গাছের খোলা কেটে তৈরি করা ডোঙায় ফল, চালকলা, দুধ ও নানা মিষ্টি দিয়ে ডাকলক্ষ্মীকে পুষ্পার্ঘ্য সহ নিবেদন করা হয়।

তবে এই পুজোর বিশেষত্ব হল 'ভোগা' বা প্রদীপ। পাটকাঠির মাথায় কাঁঠাল পাতা, কলা গাছের খোলা বা পাঁচখোলা ফলের (চালতার) প্রদীপ বানিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়। এদিকে, জমির লক্ষ্মীকে তুষ্ট করতে তৈরি করা হয় নিম বা সর্ষের খোলের উপর লেবুপাতা বা জাম্বুরা (বাতাবি)-র শুকনো খোলায় পুড়িয়ে গুঁড়ো করে মিশিয়ে তৈরি হওয়া এক ভেষজ সার। পুজোর এই সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে পরিবারের সকলেই সূর্যাস্তের পর আবাদি ধানের জমিতে ওই প্রদীপ ও খড়ের সরু স্তম্ভ 'ভুতি' জ্বালিয়ে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। প্রদক্ষিণের সময় সকলের হাতে থাকে একটি প্রস্ফুটিত শরদণ্ড (খাগ বা নলখাগড়া) অথবা একটি পাটকাঠি। জমির চারদিকে পরিক্রমার শেষে জমির ঈশান কোণে ওই শরদণ্ড বা পাটকাঠিগুলি পুঁতে দেওয়া হয়। এই কোণকে তাঁরা বলেন লক্ষ্মীকোণ। এরপর ফসলের আকাঙ্ক্ষায় সকালে ঠাকুমারিতে বেঁধে রাখা হাঁসটিকে বলি দিয়ে হাঁসের মাথা ধানখেতে পুঁতে দেওয়া হয়। এই রীতিকে 'হাঁস ধেধেরা' বলে। পরে এই হাঁসের মাংস রান্না করে সকলকে খাওয়ানোর রীতি 'ভেণ্ডেরা' নামে পরিচিত। ধানিজমির চারদিকে প্রদক্ষিণ শেষে জমির আলের ধারে একটি পরিষ্কার স্থানে দুই বা ততোধিক পাটকাঠির দীপাধার পুঁতে তার ওপরে ভোগা রেখে তাতে তেল ও সলতে দিয়ে প্রদীপের মতো জ্বালানো হয়। স্থানীয়দের কাছে এই 'গছা দেওয়া' এক চিরাচরিত ঐতিহ্য। এরপরে বাড়ির প্রধান পুরুষ জমিতে ওই ভেষজ সারের গুঁড়ো ছিটাতে ছিটাতে চিৎকার করে কিছু আঞ্চলিক ছড়া বলেন আর পরিবারের বাকি সকল পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা তাতে গলা মিলিয়ে আওড়াতে থাকেন।

গোধূলি আলোয় 'ভোগা'য় আলো জ্বালতে ব্যস্ত বধূ শান্তি সিংহের কথায়, 'শুধু পুজো নয়, পুজোর পরের দিন আমাদের কচুর শাক বা কচুর যে কোনও একটা তরকারি খাওয়ার রীতিও আছে।'

খেতে সকালে তৈরি নিম খোলের সার ছড়াতে ছড়াতে গ্রামের এক বৃদ্ধ দীপেন রায় প্রামাণিক আক্ষেপের সুরে বলছেন, 'একটু হলেও এই পুজোর চল নতুন প্রজন্মের মধ্যে কমে এসেছে। সকলে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। চাষবাসকে ভালোবাসতে ভুলে যাচ্ছে সবাই।' তিনি চান অন্য পেশায় গেলেও ছেলেমেয়েরা যাতে ফসল রক্ষার এই পুজোকে দূরে সরিয়ে না দেন। বলতে বলতেই তিনি সজোরে হাঁক দিচ্ছেন ডাকলক্ষ্মীকে। বাতাসে তখন অনুরণন 'আকশো হা হা হা, পোকামাকড় দূরত যা।'

প্রার্থনা

যুগের পর যুগ ধরে আপন করে নেওয়া এই লক্ষ্মী দেখা দিয়ে যান ধানখেতে। তিনি ফসলকে রক্ষা করেন রোগপোকার আক্রমণের হাত থেকে। অনাড়ম্বরপ্রিয় এই লক্ষ্মীই বোঝেন কৃষকের শিরা বেরিয়ে যাওয়া হাতের লড়াইয়ের ঘর্মাক্ত গন্ধ। তাই তো তাঁদের এই লক্ষ্মীকে ডাকতে বেছে নিতে হয় না কোনও পাঁচালি বা কোনও সংস্কৃত মন্ত্র। মাটির কাছাকাছি থাকা এই লক্ষ্মী সাড়া দেন মেঠো ভাষার কিছু ছড়ার ডাকে।

মহিলারাই সফট টার্গেট

শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাদক বা জাল নোটের কারবারে জড়িয়ে পড়া এইসব মেয়ে সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে কোথায় যায়? কী করে? সেই খোঁজ কি প্রশাসনও রাখে!

সাদামাঠা এক গৃহবধূ, হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ। দেখলে বোঝার জো নেই, ওই ব্যাগেই লুকিয়ে রাখা আছে প্রায় কোটি টাকার মাদক। পুলিশের জেরার মুখে ভাঙা ভাঙা বাংলায় নিজের পরিচয়টা দিচ্ছিল বছর আটত্রিশের কাঞ্চন দেবী। বিহারের ভাগলপুরের ওই মহিলা আদপে কোনও পেশাদার পাচারকারী নয়। কাঞ্চন মাদক কারবারিদের 'সফট টার্গেট'। হাজার খানেক টাকা হাতে গুঁজে দিলেই ব্যাস, কাজ হাসিল! ঝুঁকি নিয়ে মাদক পাচারের ক্যারিয়ার বনে যেতে 'রাজি' গরিবগুরবো ঘরের অনেক মেয়েই।

বিহার থেকে মালদার বৈষ্ণবনগরে এসেছিল কাঞ্চন। সেখানে নির্দিষ্ট টার্গেট থেকে ব্রাউন সুগারের প্যাকেট ব্যাগে পুরে ফের বিহার পালাবে বলে ছকটাও কষা ছিল। তবে শেষ সময়ে সব ভেঙে দিল পুলিশ। হাতেনাতে ধরে সটান ইন্টারোগেশন রুমে। তবে পেশাদার না হওয়ায় কাঞ্চনকে জেরা করতে বেগ পেতে হয়নি। সহজেই নিজের নাম, পরিচয় বলে ফেলে তদন্তকারীদের সামনে। কিন্তু ওদের পিছনে কাদের হাত? কারা গ্রামের তরুণীদের ঘুঁটি বানিয়ে মাদক পাচারের কারবার চালাচ্ছে রমরমিয়ে? এসব প্রশ্নের উত্তর কোনওটাই মিলবে না কাঞ্চনের কাছে। সে পুলিশ যতই চেষ্টা করুক।

আসলে এই তরুণীরা তো শুধুই ক্যারিয়ার। মাদক কারবারের কিংপিনদের নাম তো দূরে থাক, পাচারচক্রের মিডলম্যানদেরও পরিচয় জানা থাকে না ক্যারিয়ারদের। অন্য কোনও ক্যারিয়ারের মাধ্যমেই মাদক হাতে আসে, আর তারপর আরেক ক্যারিয়ারকে তো রিলে রেসের মতো দিয়ে দেওয়ার কাজটাই শুধু কাঞ্চনরা করে।

যেমন সন্ত্রাসবাদীদের 'স্লিপার সেল', অনেকটা তেমনই মাদক কারবারিদের কাছে 'ক্যারিয়ার'। এরা একে অপরকে চেনে না, জানে না। একবার যাকে ক্যারিয়ার হিসাবে কোনও অপারেশনে পাঠানো হয়, পরেরবার সেই ক্যারিয়ার আর থাকে না সেই রুটে। কালিয়াচক-বৈষ্ণবনগর, ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য মালদার এই অঞ্চল বরাবরই পাচারকারীদের কাছে পছন্দের। সীমান্ত পেরিয়ে আসা মাদকের কাঁচামাল প্যাকেটবন্দি করে তা দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার র‍্যাকেট যে এই অঞ্চল থেকেই চলে, তা আর কারও অজানা নয়। কিন্তু এই চক্রের সঙ্গে বাংলা-বিহারের তরুণীদের জড়িয়ে পড়ার ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে।

ব্রাউন সুগারের মতো মাদকের কারবারে আবার জাল নোটের ব্যবসাও জড়িয়ে। এই দুই পাচারের চক্রেই আবার মেয়েদের যুক্ত করার ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়ছে। বৈষ্ণবনগরের মমতাজ বিবি ও তার মেয়ে জেসমিন খাতুনের গ্রেপ্তারির ঘটনা অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাদের দুজনই ৪ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ ধরা পড়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের হাতে। এই মা-মেয়েকেও পাচারকারীরা ক্যারিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছিল। মমতাজ ও জেসমিন তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দেয়।

কালিয়াচকের শাহবাজপুর, মোজমপুর, জালুয়াবাথার থেকে শুরু করে বৈষ্ণবনগরের বিশাল এলাকা এখন কার্যত ব্রাউন সুগার আর জাল নোটের কারবারের হাব হয়ে উঠেছে। সীমান্ত পেরিয়ে ঢোকা জাল নোট হোক বা মাদক, তা কালিয়াচক হাব থেকে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার র‍্যাকেট চলছে গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের টোপ দিয়ে। মূলত চরম দারিদ্র্য, আর সহজে কিছু রোজগারের আশায় পাচারচক্রে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে মেয়েরা। যদি পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়, তাহলেও মাস কয়েকের জেল। তারপর ছাড়া পেয়ে আবার ক্যারিয়ারের কাজে যোগ দেওয়া।

এ তো গেল একটা দিক। কিন্তু আরেকটা দিকে কেউ নজর দেয় না। মাদক বা জাল নোটের কারবারে জড়িয়ে পড়া এইসব মেয়ে সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে কোথায় যায়? কী করে? সেই খোঁজ কি প্রশাসনও রাখে! দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে অনেক তরুণী-গৃহবধূই যে মাদক বা জাল নোট পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে যায়, তা মনে করছেন অধ্যাপক সাদ্দাম হোসেন। মোথাবাড়ির এই তরুণ অধ্যাপকের কথায়, 'শুধু কালিয়াচক বা মোথাবাড়ি নয়, গ্রামবাংলা, এমনকি বিহার-ঝাড়খণ্ডের অনেক মেয়েকেও টোপ দিয়ে চক্রের অংশ করে নেয় দুষ্কৃতীরা। এই চক্রকে ভাঙতে হলে অর্থনৈতিক ভিত শক্ত করতে হবে। আর গ্রামের এইসব মেয়ের হাতে কাজ দিতে হবে।'

বদলি নয় বদল চাই

শিবশংকর সূত্রধর

পুলিশ সুপারের একার পক্ষে প্রতিটি ঘটনার পৃথক তদন্ত করা সম্ভব নয়, তবে তিনি জেলার আইনশৃঙ্খলার সর্বোচ্চ আধিকারিক। ফলে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমায় সেই কৃতিত্ব যেমন তাঁর, সাইবার ক্রাইম নিয়ে ভালো কাজ হওয়ায় তার তারিফ যেমন পুলিশ সুপার পেয়েছেন, ঠিক তেমনই আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকা কিংবা বাজি ফাটানো নিয়ে অতিসক্রিয়তার দায়ও তাঁকেই নিতে হবে।

আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন জেলা শাসক নিখিল নির্মলের কথা খুব মনে পড়ছে। বেচারা স্ত্রীর কাছে হিরো হতে গিয়ে ফালাকাটা থানার ভিতরেই এক তরুণকে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় ২০১৯ সালের সেই ঘটনায় জেলা শাসককে রাতারাতি বদলি করে দেওয়া হয়। ছয় বছর পর প্রায় যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! বাংলোয় থাকা পোষ্যদের সমস্যা হওয়ায় কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য গভীর রাতে হাফ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি ও মাথায় ফেট্টি বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়লেন অভিযানে। বাজি ফাটানোর অপরাধে প্রতিবেশী শিশু ও মহিলাদের বেধড়ক পেটালেন। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিয়ে নিজেই নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাতেও বদলি করে দেওয়া হয়েছে পুলিশ সুপারকে।

কোচবিহারের বাজি কাণ্ড নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যজুড়ে চর্চা চলছে। প্রশাসনিক মহলে একটি কথা খুব প্রচলিত রয়েছে, আইপিএস, আইএএস অফিসাররা ব্যক্তিগত আবেগ নয়, বরং প্রফেশনাল দিক থেকেই কাজ সারেন। কিন্তু বাজি নিয়ে কোচবিহারের এই ঘটনা যেন ঠিক তার উলটো। কোচবিহার জেলাজুড়ে প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি ফেটেছে। প্রশাসনিক উদ্যোগে একাধিক জায়গায় বাজিমেলা হয়েছে। সেখানে কোটি কোটি টাকার বাজির ব্যবসা চলেছে। আদালতের নির্দেশিকাকে উড়িয়ে বেআইনিভাবে প্রচুর বাজি ফেটেছে সর্বত্রই। এখন যদি প্রশ্ন করা যায়, অবৈধভাবে বাজি ফাটানোর জন্য কতজনের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে? তাহলে উত্তর মিলবে– শূন্য। এই উত্তর পাওয়ার পর নতুন করে প্রশ্ন জাগে, প্রাক্তন পুলিশ সুপারের প্রতিবেশীরা নিয়ম ভেঙে গভীর রাতে বাজি ফাটানোয় দ্যুতিমান ভট্টাচার্য নিজে ব্যবস্থা নিলেন। তাহলে অন্য জায়গায় যেখানে বাজির দাপটে শিশু থেকে বয়স্ক প্রত্যেককে যাদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাদের জন্য পুলিশ কী কী ব্যবস্থা রেখেছিল? অন্য এলাকায় যারা অবৈধভাবে বাজি ফাটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিল না? প্রশ্নগুলির সঙ্গে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কী পুলিশ সুপারের ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্যই ওই রাতে নিজে অভিযানে নামলেন?

পুলিশ সুপারের দায়িত্ব গোটা জেলার নিরাপত্তা সামলানো। গোটা জেলার মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া। তাঁর বাংলো চত্বর এবং গোটা জেলার নিয়মকানুন কখনোই পৃথক হতে পারে না। বাংলোর পাশে অবৈধভাবে বাজি ফাটানো যেমন অপরাধ, ঠিক তেমনই দিনহাটা বা মাথাভাঙ্গার কোনও গ্রামের ভিতরে অবৈধভাবে বাজি ফাটানোও অপরাধ। পুলিশ সুপারের কাছে আক্রান্ত বলে দাবি করে তাঁরা যে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছেন তাতে দেখা গিয়েছে, পুলিশ সুপার নিজে লাঠিপেটা করছেন। যদিও ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি। পাঁচজন শিশু সহ সাতজনের চিকিৎসা করতে হয়েছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। সেই ঘটনার তিনদিনের মধ্যেই যেভাবে পুলিশ সুপারকে বদলি করে দেওয়া হল তাতে গুঞ্জন শুরু হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দ্যুতিমান ভট্টাচার্য মারধরের ঘটনা অস্বীকার করলেও প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে তিনি বাজি ফাটাতে বাধা দিয়েছেন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাতেও বহু প্রশ্ন উঠে আসে। শিশু, মহিলারা বাজি ফাটালে সেখানে পুলিশ সুপারকে অভিযানে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি কেন হবে? কোতোয়ালি থানার পুলিশ কী করছিল? তারা কেন ঠিকমতো নজরদারি রাখতে পারল না? তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে, পুলিশ সুপারকে অভিযানে নামার মতো পরিস্থিতি হত না। ফলে বাজির দাপট কমাতে পুলিশ যে একেবারেই ব্যর্থ তা পুলিশ সুপারের অভিযান থেকেই স্পষ্ট।

শুধু বাজি কাণ্ড কেন, সাম্প্রতিক সময়ে জেলাজুড়ে যেভাবে আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে তাতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ জন্মেছে সব মহলে। কখনও রাজ্যের বিরোধী দলনেতার গাড়ি পুলিশের উপস্থিতিতেই ভাঙচুর করা হয়েছে। কখনও হাটের মধ্যে তৃণমূল নেতাকে এলোপাতাড়ি গুলি করে খুন করা হয়েছে। আবার কখনও দাদা, বাবাকে খুন করে আলমারিতে দেহ রেখে পালিয়ে গিয়েছে গুণধর ছেলে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস, বাড়িঘর ভাঙচুর তো রয়েছেই। পুলিশ সুপারের একার পক্ষে প্রতিটি ঘটনার পৃথক তদন্ত করা সম্ভব নয়, তবে তিনি জেলার আইনশৃঙ্খলার সর্বোচ্চ আধিকারিক। ফলে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমায় সেই কৃতিত্ব যেমন তাঁর, সাইবার ক্রাইম নিয়ে ভালো কাজ হওয়ায় তার তারিফ যেমন পুলিশ সুপার পেয়েছেন, ঠিক তেমনই আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকা কিংবা বাজি ফাটানো নিয়ে অতিসক্রিয়তার দায়ও তাঁকেই নিতে হবে।

এসপি'র মারধরের পর কোচবিহারে বিক্ষোভের দুই ছবি।

বিধানসভা ভোট আসছে। অন্যান্য ভোটের মরশুমের মতো এবারও হয়তো মুড়িমুড়কির মতো বোমা (কালীপুজোর পটকা নয়, সত্যিকারের বোমা) ফাটবে। সেই বোমা যাতে না ফাটে, বোমার আঘাতে কোনও মায়ের কোল যেন খালি না হয়, আশা করি কোচবিহারের নতুন পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা সেই ব্যবস্থা করবেন।

জালিয়াতি
১৬ অক্টোবর
খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে টাকা দিলেই মিলছে জাল জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র। ৩ মাসেই এই গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে প্রায় ৮৫০টি জাল শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে।

লেডি গ্যাং
১৭ অক্টোবর
এসটিএফের অভিযানে কোটি টাকার মাদক সহ কোচবিহারে ধরা পড়ল লেডি গ্যাং। দলের ৩ জন মহিলা ধরা পড়েছেন। প্রায় সাড়ে ৩ কেজি ইয়াবা নিয়ে যাচ্ছিলেন।

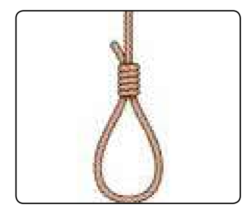

'আত্মঘাতী'
১৭ অক্টোবর
বিবাহবার্ষিকীতে আসতে পারেননি স্বামী। সেই অভিমানে 'আত্মঘাতী' হলেন স্ত্রী শিল্পী দে সরকার। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকায়। তাঁর স্বামী পেশায় বন দপ্তরের কর্তা।

লুকোল পুলিশ
২০ অক্টোবর
তিস্তায় পাচারকারীদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে গিয়ে সেই পাচারকারীদের হাতেই নাকাল হতে হল সাদা পোশাকের পুলিশের দলকে। ধানখেতে লুকোতে হল তাদের। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের নিজতরফ এলাকায়, তিস্তার চরে।

গণধর্ষণ
২০ অক্টোবর
স্বামীর অনুপস্থিতিতে ফাঁকা বাড়িতে গণধর্ষণের শিকার হলেন এক বধূ। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার। প্রতিবেশী তিন তরুণ তাঁর ওপর চড়াও হয়। ধর্ষণের পাশাপাশি তাঁকে মারধরও করা হয়।

এসপি'র মার
২১ অক্টোবর
রাতবিরেতে বাংলোর পাশে বাজি ফাটানোয় তিতিবিরক্ত এসপি নিজের হাতে আইন তুলে নিলেন। প্রতিবেশীদের মারধর করার অভিযোগ উঠল কোচবিহারের এসপি দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে।

পোষ্যদের সঙ্গে সেলফি.. শনিবার রাজস্থানের পুষ্কর মেলায়। -পিটিআই

আদানির সংস্থায় এলআইসি'র 'লগ্নি'

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ফের বিতর্কে রাষ্ট্রায়ত্ত ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (এলআইসি)। মার্কিন সংবাদপত্র 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর একটি সংবাদ প্রতিবেদনকে সামনে রেখে কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থাগুলিকে আর্থিক সংকট থেকে বাঁচাতে এলআইসি-র প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা বা ৩৯০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চাপেই এলআইসি আদানি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থায় ওই বিপুল বিনিয়োগ করেছিল, যা 'অবৈধ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। ঋণে জর্জরিত বন্ধু শিল্পপতিকে রক্ষা করতে জনগণের টাকা ব্যবহার করেছে কেন্দ্র। সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি) এবং যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) মাধ্যমে এহেন একটি আর্থিক অপরাধের তদন্তের দাবিও তুলেছে হাত শিবির।

বিতর্কের জেরে সাফাই দিয়েছে এলআইসি। শনিবার সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। আমাদের সমস্ত বিনিয়োগ বোর্ড অনুমোদিত নীতির আওতায়, যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের পর স্বাধীনভাবে নেওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রক বা অন্য কোনও সরকারি সংস্থার এতে কোনও ভূমিকা নেই।' সংস্থার দাবি, এই প্রতিবেদন ইচ্ছাকৃতভাবে এলআইসি ও ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয়েছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৫ সালের মে মাসে যখন আদানি গোষ্ঠী গুরুতর ঋণসংকটে ভুগছিল, তখন ভারতের অর্থ মন্ত্রক ও নীতি আয়োগের কয়েকজন আধিকারিক এলআইসি-কে ওই শিল্পগোষ্ঠীতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল বাজারে আত্মবিশ্বাসের বার্তা পাঠানো এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীকে উৎসাহিত করা।

এই খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এক্সে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আক্রমণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, '৩০ কোটি এলআইসি পলিসি হোল্ডারের কষ্টার্জিত টাকা কি আদানিকে বাঁচাতে ব্যবহার হচ্ছে? সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, যাঁরা প্রতি মাসে প্রিমিয়াম দেন, তাঁরা কি জানেন তাঁদের সঞ্চয় প্রধানমন্ত্রী মোদির ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ব্যবসা রক্ষায় খরচ হচ্ছে? এটা কি বিশ্বাসভঙ্গ নয়? এটা কি জনগণের টাকা লুট নয়?' তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সমাজমাধ্যমে ওই প্রতিবেদনটি শেয়ার করে লিখেছেন, 'যখন আদানি গোষ্ঠী ঋণ ও দুর্নীতির অভিযোগে চাপে ছিল, তখন এলআইসি ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। এটি কেবল অর্থনৈতিক নয়, নৈতিক প্রশ্নও বটে।'

একটি বিবৃতিতে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'এই মেগা দুর্নীতির তদন্ত কেবল সংসদের জেপিসি-র মাধ্যমেই করা সম্ভব। এলআইসিকে কীভাবে আদানি গোষ্ঠীতে বিনিয়োগ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পিএসিকে দিয়ে তদন্ত করানো দরকার।' তাঁর বক্তব্য, 'এটি একেবারে পাঠ্যবইয়ে পড়ানো 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম'-এর আদর্শ উদাহরণ। সরকার জনসাধারণের টাকা ব্যবহার করে এক বন্ধু শিল্পগোষ্ঠীকে উদ্ধার করেছে। এই বিনিয়োগের কারণে এলআইসির বড় ক্ষতি হয়েছে।' তিনি জানান, ২০২৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর যখন মার্কিন আদালত গৌতম আদানি ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করে, সেই দিন মাত্র চার ঘণ্টার শেয়ার বাজারে লেনদেনেই এলআইসির প্রায় ৭,৮৫০ কোটি টাকা মূল্যের ক্ষতি হয়।

বিরোধীদের নিশানায় মোদি সরকার

২০২৫ সালের মে মাসে যখন আদানি গোষ্ঠী গুরুতর ঋণসংকটে ভুগছিল, তখন ভারতের অর্থমন্ত্রক ও নীতি আয়োগের কয়েকজন আধিকারিক এলআইসি-কে ওই শিল্পগোষ্ঠীতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন।
ওয়াশিংটন পোস্ট

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। আমাদের সমস্ত বিনিয়োগ বোর্ড অনুমোদিত নীতির আওতায়, যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের পর স্বাধীনভাবে নেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রক বা অন্য কোনও সরকারি সংস্থার এতে কোনও ভূমিকা নেই।
এলআইসি

৩০ কোটি এলআইসি পলিসি হোল্ডারের কষ্টার্জিত টাকা কি আদানিকে বাঁচাতে ব্যবহার হচ্ছে? সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, যাঁরা প্রতি মাসে প্রিমিয়াম দেন, তাঁরা কি জানেন তাঁদের সঞ্চয় প্রধানমন্ত্রী মোদির ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ব্যবসা রক্ষায় খরচ হচ্ছে? এটা কি বিশ্বাসভঙ্গ নয়? এটা কি জনগণের টাকা লুট নয়?
মল্লিকার্জুন খাড়গে

যখন আদানি গোষ্ঠী ঋণ ও দুর্নীতির অভিযোগে চাপে, তখন এলআইসি ও কেন্দ্র তাদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। এটি কেবল অর্থনৈতিক নয়, নৈতিক প্রশ্নও বটে।
মহুয়া মৈত্র

চলে গেলেন সতীশ

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর : প্রয়াত বিশিষ্ট অভিনেতা সতীশ শাহ। বয়স হয়েছিল ৭৪। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি। তাঁর মৃত্যুর খবর দিয়েছেন চিত্র পরিচালক অশোক পণ্ডিত। তিনি পোস্ট করেছেন, ' গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের বন্ধু ও বিশিষ্ট অভিনেতা সতীশ যাহ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিডনি বিকল হয়ে শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যু ইন্ডাস্ট্রির জন্য এক বিরাট ক্ষতি। ' অভিনেতার মরদেহ হাসপাতালেই থাকবে। রবিবার তাঁর অন্ত্যেষ্টি হবে। সতীশের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা জনি লিভার ও সতীশ শাহের ম্যানেজার। জানা গিয়েছে, সতীশ অনেকদিন ধরেই কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। সম্প্রতি তাঁর অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও বন্ধুকে হারিয়ে জনি শোকস্তব্ধ।

শোকসন্তপ্ত বলিউডও। চার দশকের বিস্তৃত কেরিয়ারে সতীশ ভারতীয় দর্শকদের ঘরের মানুষ ছিলেন। ১৯৫১ সালে ২৫ জুন মুম্বাইয়ে (তখন বম্বে) তাঁর জন্ম। পুণে ফিল্ম ইন্সটিটিউটের এই ছাত্র ১৯৭৮ সালে অরবিন্দ দেশাই কি অজীব দস্তান ও ১৯৭৯-এ গমন ছবি দিয়ে তাঁর অভিনয়-সফর শুরু করেন। জনপ্রিয় হন ১৯৮৩ সালের ছবি জানে ভি দো ইয়ারোঁ-তে মিউনিসিপাল কমিশনার ডি'মেলো-র চরিত্রে অভিনয় করে। তাঁর কেরিয়ারের বড় মাইলফলক ১৯৮৪ সালের টিভি সিরিয়াল ইয়ে

যো হ্যায় জিন্দগি। পরবর্তীতে অজস্র ছবি ও ধারাবাহিকে তিনি অভিনয় করেছেন। ধারাবাহিক সারাভাই ভার্সেস সারাভাই-এর ইন্দ্রবর্ধন সারাভাই যেন তাঁর নতুন পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ধারাবাহিক ফিল্মি চক্কর-এও তিনি সফল। কমেডি সার্কাস শীর্ষক রিয়েলিটি শো-তে তিনি বিচারক হয়েছিলেন।

ফারহা খানের ছবি ম্যায় হুঁ না-তে সেই অদ্ভুত প্রোফেসরের চরিত্রটির উল্লেখ না করলে অভিনেতা সতীশ অসম্পূর্ণ থেকে যাবেন। গোড়ায় অনিচ্ছুক হলেও পরে নায়ক শাহরুখ খানের কথাতেই তিনি এই চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাম সাথ সাথ হ্যায়, কাল হো না হো, ম্যায় হুঁ না, কভি হাঁ কভি না, মুঝসে শাদি করোগি, ওম শান্তি ওম, ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দোস্তানী, ইত্যাদি।

সতীশ হাসির অভিনয়ে অন্য এক ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সেই ধারাটি হারিয়ে গেল।

নাসাকে 'খুন' করার চেষ্টা

ওয়াশিংটন, ২৫ অক্টোবর : মার্কিন মহাকাশ কর্মসূচির ভবিষ্যৎ নিয়ে তীব্র ক্ষমতার সংঘাতে জড়িয়েছেন স্পেসএক্স-এর প্রধান এলন মাস্ক এবং নাসার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক তথা পরিবহণসচিব শন ডাফি।

সম্প্রতি ডাফি প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন, তৃতীয় দফার চন্দ্রাভিযান অর্থাৎ আর্টেমিস থ্রি মিশনে মাস্কের স্পেসএক্স সময় মতো কাজ শেষ করতে পারছে না। ফলে নাসা লুনার ল্যান্ডারের চুক্তির জন্য অন্যান্য সংস্থাকেও সুযোগ দেবে।

এর জবাবে মাস্ক তাঁর এক্স প্ল্যাটফর্মে ডাফিকে 'শন ডামি' বলে কটাক্ষ করে বলেন, ডাফি আসলে নাসা-কে খুন করার চেষ্টা করছেন। তিনি দাবি করেন, স্পেসএক্স দ্রুতগতিতে কাজ করছে।

আসলে আমেরিকার মহাকাশ কর্মসূচির রাশ কার হাতে থাকবে, এই সংঘাত সেই দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন। ডাফির বিরুদ্ধে নাসাকে পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টার অভিযোগ করেছেন মাস্ক, যা তিনি দেশের মহাকাশ নীতির জন্য বিপর্যয়কর বলে মনে করেন। এই টানাপোড়েনেই আমেরিকার চাঁদ জয়ের দৌড় এখন বড় প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে।

মা-বাবার সম্পত্তি চুক্তি নিয়ে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : সন্তান সাবালক অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স হলেই মা-বাবার সম্পত্তি বিক্রির চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী। সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার এই ঐতিহাসিক রায় দিল। এজন্য সন্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মামলা করার দরকার হবে না। বিচারপতি মিথল এও জানিয়েছেন, নাবালকের সম্পত্তি বিক্রি করতে হলে আদালতের অনুমতি লাগবে। কোর্টের অনুমতি ছাড়া বিক্রি হলে তা বাতিলযোগ্য হবে। অর্থাৎ সন্তান বড় হয়ে চাইলে তা বাতিল করতে পারবেন। সেজন্য তাঁকে আদালতে মামলা করতে হবে না। কর্ণাটকে জমি বিবাদ সংক্রান্ত একটি মামলায় শীর্ষ আদালত এই রায় দিয়েছে। সন্তানের বয়স ১৮ হলেই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু মামলায় ধৃত ১

চার পাতার সুইসাইড নোটে বিদ্ধ সাংসদও

পুনে, ২৫ অক্টোবর : মহারাষ্ট্রের সাতারায় সরকারি হাসপাতালের এক তরুণী চিকিৎসকের আত্মহত্যা ঘিরে সর্বত্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মৃতা তরুণীর হাতে লেখা দুই মূল অভিযুক্তের একজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তরুণীর বাড়িওয়ালার পুত্র প্রশান্ত বনকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শনিবার জানিয়েছেন সাতারার পুলিশ সুপার তুষার দোশি। তিনি বলেন, 'তরুণী চিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনায় প্রশান্ত বনকারকে আমরা ধরেছি। আর এক মূল অভিযুক্ত পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর গোপাল বাদানেকে ধরার জন্য তল্লাশি চলছে। সে-ও ধরা পড়বে।' মৃত্যুর আগে নিজের বাঁ হাতের তালুতে তরুণী লিখে যান, 'গোপাল বাদানে আমাকে ধর্ষণ করেছে, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতনও চালিয়েছে।'

বৃহস্পতিবার আত্মঘাতী হন ওই মহিলা চিকিৎসক। মৃত্যুর আগে হাতের তালুতে শুধু নয়, কাগজেও কিছু লিখে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। চার পাতার একটি চিঠিকে তাঁর 'সুইসাইড নোট' বলে দাবি করেছে পরিবার। ওই চিঠিতে এক সাংসদের নাম উল্লেখ করেছেন তরুণী। তাঁকে দিয়ে অনৈতিক কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য ফোনে সেই সাংসদ চাপ দিতেন বলে অভিযোগ।

চার পাতার সুইসাইড নোটে তরুণী লিখেছেন, তাঁকে পুলিশ ও এক সাংসদের পক্ষ থেকে মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট ও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দিতে লাগাতার চাপ দেওয়া হত। নিয়ম ভেঙে কাজ করতে অস্বীকার করায় তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় ও হয়রানি চালানো হয়। তিনি লিখেছেন, 'সাংসদের দুই সহযোগী হাসপাতালে এসে তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিত এবং বলত, এমপি রেগে আছেন, তোমাকে দেখে নেব।'

সাতারা পুলিশের একটি অভ্যন্তরীণ অভিযোগে চিকিৎসক তরুণীকে 'সমস্যাজনক ও অসহযোগী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, তিনি নাকি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন না! এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমি স্থানীয় এসপিকে বলেছি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে।'

অন্যদিকে শিবসেনা (উদ্ধব) নেতা অম্বাদাস দানাভে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের দিকে। তাঁর অভিযোগ, 'মহিলাদের সুরক্ষার প্রয়োজন 'লডকি বহিন' প্রকল্পের চেয়েও বেশি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফড়নবিশের অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়া উচিত।'

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মুখপাত্র শশী পাঁজা কেন্দ্রের নীরবতাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'এমন ঘটনা বাংলায় ঘটলে এতক্ষণে বিজেপি তোলপাড় করে দিত। এখন তাদের নীরবতা প্রমাণ করছে, তারা নৈতিকভাবে দেউলিয়া।'

মৃত চিকিৎসকের পরিবার অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার ও সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের ফাঁসির দাবি করেছে। তারা জানিয়েছে, চার পাতার সুইসাইড নোটকে মান্যতা দিয়ে পুলিশের তদন্ত করা উচিত। পরিবারের বক্তব্য, 'নিপীড়ক পুলিশ ও অন্যদের (সাংসদ ও তাঁর সঙ্গীদের) বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। নিলে, এটা হত না। অপরাধীরা শাস্তি পাওয়ার বদলে প্রশ্রয় পেলে আর কোনও মহিলা কি নির্ভয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন?'

মুনলাইটিংয়ে আমেরিকায় গ্রেপ্তার ভারতীয়

ওয়াশিংটন, ২৫ অক্টোবর : একই সঙ্গে দু'জায়গায় চাকরি করার অভিযোগে মেহুল গোস্বামী নামে এক ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করল মার্কিন পুলিশ। মেহুল নিউ ইয়র্কের স্টেট অফিসে তথ্য ও প্রযুক্তি পরিষেবার কর্মী। এটি তাঁর সরকারি চাকরি। একই সঙ্গে গ্লোবাল ফাউন্ডরিস নামে এক বেসরকারি সেমিকনডাক্টর সংস্থাতেও তিনি কাজ করেন। ২০২২ সাল থেকে তিনি ওই সংস্থায় কর্মরত। একটি বেনামী ই-মেল থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসে বিষয়টি। অভিযুক্ত মেহুল গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা।

মেহুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি মুনলাইটিং করে ৪০ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন। মুনলাইটিং হল একই সঙ্গে দুই জায়গায় চাকরি করা। এটি গোপনে করা হয়। বহু নিয়োগকর্তা কর্মীদের দ্বিতীয় কাজের অনুমোদন দেন না। অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন, অভিজ্ঞতা অর্জন অথবা একঘেয়েমি কাটাতে কেউ কেউ মুনলাইটিং করে থাকেন।

ইনস্পেক্টর জেনারেল লুসি ল্যাং জানিয়েছেন, সরকারি কর্মীদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তাঁরা সততার সঙ্গে পালন করবেন, এটাই স্বাভাবিক। মেহুল গোস্বামীর আচরণে তা লঙ্ঘিত হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত থেকে আরও একটি কাজ করেছেন। তাঁর এই কাজের মধ্যে দিয়ে জনসম্পদের অপব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে করদাতাদের অর্থও অন্তর্ভুক্ত। মেহুলকে গ্রেপ্তার করেছে সারাটোগা কাউন্টি শেরিফের কার্যালয়। তিনি জামিন পাননি। বলা হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ জামিনের জন্য যোগ্য নয়।

জিডিপিতে চিনকে টেক্কা দেবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি ৬.৬ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। যা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। এক্ষেত্রে চিন ও আমেরিকাকেও ছাপিয়ে যাবে ভারত। চলতি অর্থবর্ষে চিনের জিডিপি বৃদ্ধির সম্ভাব্য হার ৪.৮ শতাংশ। আমেরিকার ক্ষেত্রে তা আরও কম। ৩ শতাংশের আশপাশে থাকবে। শনিবার এক রিপোর্টে একথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)।

এবার প্রথম ত্রৈমাসিকে ৭.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে ভারতের জিডিপি। যা দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলির

আইএমএফ রিপোর্ট

পূর্বাভাসের চেয়ে অনেকটা বেশি। বছরের বাকি সময় এই ঊর্ধ্বগতি বহাল থাকবে বলে আইএমএফের ধারণা। আইএমএফ জানিয়েছে, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ভারতকে বৈশ্বিক বাণিজ্যিক টানাপোড়েন এবং শুল্ক যুদ্ধের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে যা সার্বিক স্থিতিশীলতা, রাজস্ব সংগ্রহ, ঋণ পরিশোধ এবং নীতিগত ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে।' তবে প্রথম ত্রৈমাসিকের চেয়ে ২০২৫-'২৬-এর বাকি ৩টি ত্রৈমাসিকে ভারতের বৃদ্ধির হার সামান্য কমতে পারে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

'আই লাভ মহম্মদ' লেখায় উত্তেজনা

আলিগড়, ২৫ অক্টোবর : 'আই লাভ মহম্মদ' লেখাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা উত্তরপ্রদেশে। এবার আলিগড়ে। সেখানকার অন্তত ৫টি মন্দিরের দেওয়ালে 'আই লাভ মহম্মদ' লেখা নজরে এসেছে। এর জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে আলিগড়ে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে এদিন পর্যন্ত কারও গ্রেপ্তার হওয়ার কথা জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, আলিগড়ের লোধা অঞ্চলের ২টি গ্রাম বুলাকগাড়ি ও ভগবানপুরের ৫টি মন্দিরে বিতর্কিত স্লোগানগুলি নজরে এসেছে। রাতের বেলা সেগুলি লেখা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার সকালে লেখাগুলি গ্রামবাসীদের নজরে আসে। শুরু হয় বিক্ষোভ। বিক্ষোভস্থলে হাজির হন করণী সেনার নেতা জ্ঞানেন্দ্র সিং চৌহান সহ বেশ কয়েকজন নেতা-

আলিগড়

কর্মী। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হাজির হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। শচিন নামে করণী সেনার এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে। মন্দিরে বিতর্কিত স্লোগান লেখায় জড়িতদের গ্রেপ্তারির আশ্বাস দিয়ে অবস্থা সামাল দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে ২টি দল গঠন করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ছটে ট্রেন অমিল, ক্ষোভ

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ২৫ অক্টোবর : একদিকে ট্রেন নেই। অন্যদিকে বাড়ি ফেরার ভিড় লাগাতার বাড়ছে। এই অবস্থায় বিভিন্ন স্টেশনে ছট পুজো উপলক্ষ্যে ট্রেন ধরার জন্য যে হুড়োহুড়ি দেখা গিয়েছে তাতে রেলের অব্যবস্থার দিকটিই প্রকট হয়ে গিয়েছে। রেল যাত্রীদের অনেকেই রীতিমতো অসন্তুষ্ট। শুধু তাই নয়, আইআরসিটিসির টিকিট বুকিং ওয়েবসাইটও শনিবার বসে যায়। এই নিয়ে চলতি সপ্তাহে দ্বিতীয়বার আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট বসে গেল। যা নিয়ে বিহারমুখী রেল যাত্রীরা চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র এবং বিহারের এনডিএ সরকারকে তীব্র নিশানা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সমাজমাধ্যমে তিনি রেল স্টেশনে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ির একটি ভিডিও শেয়ার করেন। কেন্দ্রের তরফে যে ১২ হাজার বিশেষ ট্রেন চালানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল। তিনি লিখেছেন, '১২ হাজার বিশেষ ট্রেন কোথায় গেল? কেন প্রতিবছর পরিস্থিতি শোচনীয় হচ্ছে? কেন বিহারের মানুষজন প্রতিবছর অপমানজনকভাবে ঘরে ফিরতে বাধ্য হন?' আরজেডি-ও ট্রেন অমিল থাকার জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছে।

ছটপুজোর আগে... শনিবার পাটনায়। -পিটিআই

যথেষ্ট সময় ধরে ধর্ষণ না হলে 'ধর্ষণ' নয়

স্টকহোম, ২৫ অক্টোবর : শুধু ধর্ষণ করলেই হবে না। যথেষ্ট সময় ধরে সেই কুকর্ম না করলে তা নাকি 'ধর্ষণ' হিসাবে গ্রাহ্যই হতে পারে না। অবাক হচ্ছেন তো! কিন্তু এরকম অদ্ভুত কথাই বলেছে সুইডেনের একটি আদালত। বছর ষোলোর এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত এক ইরিত্রীয় (আফ্রিকার ইরিত্রিয়ার অধিবাসী) শরণার্থীর নির্বাসন বাতিল করে সুইডিশ আপিল আদালত এই যুক্তি দিয়েছে।

'দ্য কোর্ট অফ অ্যাপিল ফর আপার নরল্যান্ড' আদালতের এহেন রায় কেবল বিস্মিত নয়, ক্ষুব্ধও করে তুলেছে গোটা বিশ্বকে। আদালত রায় দিয়েছে, ধর্ষণের ঘটনাটি 'যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল না'। তাই এটি দেশ থেকে বের করে দেওয়ার মতো 'অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ' হিসাবে গণ্য হবে না।

ওই রায়ের তীব্র নিন্দা করে

সুইডেনে আদালতের বিচিত্র রায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়ার প্রশ্ন তুলেছেন, 'এসব কী হচ্ছে এই পৃথিবীতে?'

নরল্যান্ডের উচ্চ আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ইয়াজিদ মোহাম্মদ নামে ওই ব্যক্তিকে তিন বছরের কারাদণ্ড ভোগ করার পর নির্বাসন দেওয়া হবে না। কারণ, অপরাধের 'সময়কাল' বিবেচনা করে তাঁকে নির্বাচন দণ্ড দেওয়া যায় না। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, আদালত তার রায়ে বলেছে, 'নির্বাসনের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য ধর্ষণটি পর্যাপ্ত গুরুতর ছিল না।'

আদালত আরও জানিয়েছে, ধর্ষণকে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাসন দেওয়ার মতো 'অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ' হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে মূল্যায়ন করতে হবে। আদালতের কথায়, 'প্রশ্নবিদ্ধ অপরাধের প্রকৃতি এবং সময়কালের প্রেক্ষিতে আপিল আদালত মনে করে যে, অপরাধটি গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও এটি ইয়াজিদকে নির্বাসনে পাঠানোর মতো নয়। তাই নির্বাসনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হল।'

গত বছর ১ সেপ্টেম্বর এই ঘটনা ঘটে। ১৬ বছর বয়সি কিশোরী মেয়া ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাঁর ওপর যৌন হামলা চালান বছর আঠারোর ইয়াজিদ।

ক্রস ভোটে জয়ী বিজেপি

শ্রীনগর, ২৫ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরের চারটি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে চতুর্থ আসনে ক্রস ভোটিংয়ের জেরে জয় পেল বিজেপি। প্রথম তিনটি আসনে অবশ্য অনায়াসে জয়ী হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার দল ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)। বিধানসভার শক্তির নিরিখে ওই তিনটি আসন এনসি-র প্রাপ্যই ছিল। চতুর্থ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা ছিল। হয়েওছে তাই। কিন্তু শেষমেশ বিজয়ীর হাসি হেসেছে বিজেপি। যদিও বিজেপির এই ফলে খুশি নন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। যাঁরা ক্রস ভোট করেছেন তাঁদের বিঁধে তিনি বলেন, 'আমাদের একজন বিধায়কও ক্রস ভোট করেননি। তাহলে বিজেপি অতিরিক্ত ভোট পেল কীভাবে? যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে পছন্দের প্রার্থী বাছাই ভুল করে নিজেদের ভোট অবৈধ করেছেন সেই বিধায়করা কারা? আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েও যাঁরা

জম্মু ও কাশ্মীর

বিজেপিকে সাহায্য করেছেন তাঁরা কি হাত তোলার সাহস দেখাতে পারবেন? কোনও চাপ বা প্রলোভনের জন্য কি তাঁরা এটা করেছেন?'

এনসি-র জয়ী প্রার্থীরা হলেন চৌধরী মহম্মদ রামজান, সাজাদ কিচলু এবং জিএস ওবেরয় ওরফে শাম্মি ওবেরয়। চতুর্থ আসনে এনসির নবি দারকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন বিজেপির সৎ শর্মা। প্রথম দুটি আসনের জন্য প্রার্থীদের ৪৫টি করে ভোটের দরকার ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ আসনের জন্য ২৯-৩০টি করে ভোটের প্রয়োজন ছিল। ৮৮ আসনের বিধানসভায় এনসি-র রয়েছে ৪১ জন বিধায়ক। কংগ্রেসের ৬, পিডিপি-র ৩, সিপিএমের ১, আপের ১ এবং ৭ নির্দল বিধায়কও এনসিকে সমর্থনের বার্তা দিয়েছিল। বিজেপি পেয়েছে ৩২টি ভোট। এনসি পেয়েছে ২২টি ভোট। সৎ শর্মা বলেন, 'আমি বিধায়কদের বিবেকের ডাকে ভোট দিতে বলেছিলাম। যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

মহিলা সেজে লাদেনের চম্পটের কাহিনী প্রকাশ্যে

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে হারবে পাকিস্তান, দাবি প্রাক্তন সিআইএ কর্তার

ওয়াশিংটন, ২৫ অক্টোবর : ওসামা বিন লাদেন থেকে ভারত-পাক দ্বন্দ্ব, একের পর এক ইস্যুতে বিস্ফোরক দাবি করেছেন প্রাক্তন সিআইএ কর্তা জন কিরিয়াকউর। এক সাক্ষাৎকারে আফগানিস্তানের তোরাবোরা থেকে আল কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনের পালিয়ে যাওয়ার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা যে কোনও হলিউডি সিনেমাকে হার মানাবে। ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘাত, পাক-মার্কিন সম্পর্ক, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ, এ নিয়ে আমেরিকার দ্বিচারিতা, আফগানিস্তানের পটপরিবর্তন নিয়েও খোলামেলা মন্তব্য করেছেন তিনি।

পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে পেন্টাগনের কাছে রয়েছে বলে দাবি জনের। তিনি বলেন, 'পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কয়েক বছর আগে পাক সরকার একজন মার্কিন জেনারেলকে হস্তান্তর করেছে। ফলে ভারত-পাক পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা খুব কম।' তাঁর মতে, প্রচলিত যুদ্ধে পাকিস্তান কখনোই ভারতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। জনের বক্তব্য, 'ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হলে পাকিস্তান কখনোই সুবিধা করতে পারবে না। ওদের বেশি ক্ষতি হবে। ওরাই যুদ্ধে হারবে।'

জন জানিয়েছেন, ৯/১১ হামলার পর আফগানিস্তানে সেনা অভিযান চালিয়ে তালিবানকে উৎখাত করেছিল আমেরিকা। সেই যুদ্ধ চলাকালীন ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর তোরাবোরার পাহাড়ি এলাকায় মার্কিন সেনা ওসামা বিন লাদেনকে ঘিরে ফেলেছিল। পাহাড়ের ওপর ছিল লাদেনের ঘাঁটি। নীচে মার্কিন বাহিনী অবস্থান করছিল। কিন্তু তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মহিলার পোশাকে পালিয়ে যান লাদেন। এক দশক পর ৯/১১-র মাস্টার মাইন্ডকে ধরতে পাকিস্তানে কমান্ডো অভিযান চালাতে হয় আমেরিকাকে। পাক মদতপুষ্ট কাশ্মীরি জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে আল কায়দার যোগাযোগের প্রমাণ তাঁদের কাছে ছিল বলে জানান জন। তিনি বলেন, '২০০২-এর মার্চে আমরা লাহোরে লস্কর-ই-তৈয়বার এক ঘাঁটিতে অভিযান চালাই। সেখানে তিন জঙ্গিকে ধরেছিলাম, যাদের কাছে আল কায়দার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ছিল।'

বিস্ফোরক জন

- ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তান হারবে
- ২০০১-এ মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের কমান্ডারের অনুবাদক আদতে একজন আল কায়দা সদস্য ছিলেন
- লাদেন একজন মহিলার পোশাক পরে অন্ধকারে একটি পিকআপ ট্রাকে চেপে পাকিস্তানে পালিয়ে যান
- মুশাররফকে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে কিনে ছিল আমেরিকা
- পাক পরমাণু বোমা আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে
- লস্কর-আল কায়দা যোগের প্রমাণ পেয়েছিল মার্কিন সেনা

প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্তা বলেন, 'আফগানিস্তানে বোমা বর্ষণ শুরু করার পর আমরা এক মাসের বেশি শুধু নজরদারি চালিয়ে ছিলাম। সেখানে সামরিকভাবে মজবুত অবস্থান তৈরি করার পরেই তোরাবোরায় অভিযান চালানো হয়। ২০০১-এর অক্টোবরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে লাদেন এবং আল কায়দা নেতৃত্ব তোরাবোরায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন।'

জন আরও বলেন, 'তবে জানতাম না যে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের কমান্ডারের অনুবাদক আসলে একজন আল কায়দা সদস্য। আমরা লাদেনকে পাহাড় থেকে নেমে আসতে বলেছিলাম। তিনি অনুবাদকের মাধ্যমে আমাদের ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ করেছিলেন। নারী ও শিশুদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেওয়ার পর আল কায়দা সদস্যরা আত্মসমর্পণ করবেন বলে জানান। প্রস্তাব মেনে নিতে অনুবাদক জেনারেল ফ্রাঙ্কসকে রাজি করান। শেষপর্যন্ত যা ঘটেছিল তা হল, লাদেন একজন মহিলার পোশাক পরে অন্ধকারে একটি পিকআপ ট্রাকে চেপে পাকিস্তানে পালিয়ে যান।' পরের দিন যখন মার্কিনিরা তোরাবোরার গুহায় ঢোকেন, তখন কাউকেই সেখানে পাওয়া যায়নি। আফগানিস্তান অভিযানের সূত্র ধরে পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে জানিয়েছেন জন। তাঁর দাবি, আমেরিকা তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফকে কার্যত কিনে নিয়েছিল। আমেরিকা যা চাইত মুশাররফ সেটাই করতেন।

তাঁর কথায়, 'মুশাররফের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। আমেরিকা স্বৈরাচারী শাসকদের সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসে। কারণ, ওই শাসকদের জবাবদিহি করতে হয় না। আমরা মুশাররফকে লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে কিনেছিলাম। সপ্তাহে একাধিকবার ওঁর সঙ্গে দেখা হত। মুশাররফকে পাক সেনাকে খুশি রাখতে হয়েছিল। ওরা আল কায়দার কথা ভাবত না। ভারতকে নিয়ে চিন্তিত ছিল। মুশাররফ ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে মদত দেওয়ার পাশাপাশি আমেরিকার হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতার ভান করেছিলেন।'

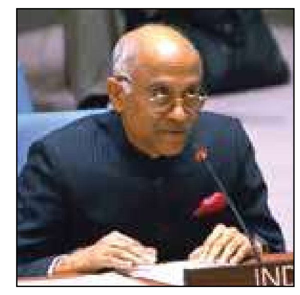

ইসলামাবাদকে 'গণতন্ত্র' খোঁচা ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ২৫ অক্টোবর : রাষ্ট্রসংঘে ফের পাকিস্তানকে আক্রমণ করল ভারত। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ভারতের প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ বলেন, 'যে এলাকায় সাধারণ মানুষ পাক সেনার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করুক পাকিস্তান।' কাশ্মীর ইস্যুতে পাকিস্তানের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের

> জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আমরা জানি, গণতন্ত্র পাকিস্তানের কাছে ভিনগ্রহের ব্যাপার।
>
> **পর্বতনেনি হরিশ**

মানুষ ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আমরা জানি, গণতন্ত্র পাকিস্তানের কাছে ভিনগ্রহের ব্যাপার।'

পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুরবস্থার কথাও তুলে ধরেন হরিশ। তিনি জানান, 'দেশটি ৩৩ বছর সামরিক শাসনে ছিল, কোনও প্রধানমন্ত্রীই পূর্ণ পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করতে পারেননি।'

অক্টোবরে মৌলিক অধিকার ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ। পাক সেনা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারান কয়েকজন। তখনই ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছিল। এবার রাষ্ট্রসংঘেও সেই অভিযোগ আরও জোরালোভাবে তুলে ধরল নয়াদিল্লি।

শা'র নিশানায় তেজস্বী, প্রশস্তি নীতীশের

জঙ্গলরাজ প্রচারের মধ্যে খুন পদ্ম নেতা

পাটনা, ২৫ অক্টোবর : বিহারে আরজেডি-কংগ্রেসের মহাজোটের সরকার ক্ষমতায় এলে জঙ্গলরাজ ফিরে আসবে বলে প্রচারের পারদ সপ্তমে তুলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার খাগাড়িয়ায় বিহারবাসীকে ছটপুজোর শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-ও বলেন, 'আমি ছট মাইয়ার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাদের বিহার যেন জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত থাকে, আইনশৃঙ্খলা মজবুত থাকে, আমাদের মা-বোনেরা যেন সুরক্ষিত থাকেন এবং বিহার যেন ভবিষ্যতে একটি উন্নত রাজ্যে পরিণত হতে পারে।' কিন্তু মোদি-শা-র এহেন জঙ্গলরাজের তোপের মধ্যেই শুক্রবার ভাগলপুরে যেভাবে এক বিজেপি নেতাকে তাঁর বাড়ির সামনেই গুলি করে খুন করা হয়েছে তাতে অস্বস্তিতে এনডিএ। নিহত বিজেপি নেতার নাম বিবেকানন্দ প্রসাদ ওরফে বাবলু যাদব।

শুক্রবার ভাগলপুরের বরারি থানা এলাকার অন্তর্গত টিএনবি ল কলেজ লেনে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাবলু যাদব নিজের বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। হঠাৎ সুরজিখিলের বাসিন্দা সুরজ তাঁতি কয়েকজন শাগরেদকে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং বাবলুকে লক্ষ্য করে দুটি গুলি করেন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই এই খুন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নীতীশ কুমারের আমলে বিহারে যে নিত্যদিন অপরাধীদের বাড়বাড়ন্ত বাড়ছে সেই অভিযোগ হামেশাই প্রচারে তুলে ধরছেন তেজস্বী যাদব এবং মহাজোট নেতৃত্ব। কিন্তু অমিত শা সেই অভিযোগের উত্তর দেননি। উলটে তাঁর ভাষণের সিংহভাগ জুড়ে ছিল জঙ্গলরাজ জুজু। তিনি বলেন, 'বিহারে জঙ্গলরাজ ফিরবে নাকি উন্নয়নের শাসন ফিরবে সেটাই এবারের নির্বাচনে ঠিক হবে। আপনারা কি জঙ্গলরাজ চান? যদি লালুর রাবড়ি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে জঙ্গলরাজও আসবে। যদি এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে একটি উন্নত বিহার ভারতজুড়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে। আপনারা ভেবেচিন্তে ভোট দেবেন।' অমিত শা'র এই বক্তব্যের জবাবে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'বিহার ভারতের সবথেকে গরিব রাজ্য। এখানে মাথাপিছু আয় সবথেকে কম। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কাজের জন্য মানুষকে এখনও বাইরে যেতে হয়। রাজ্যে একটিও কারখানা নেই। কোনও বিনিয়োগ আসেনি এখানে।'

এদিন মোদির মতো অমিত শা-ও বিহারের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। যদিও এনডিএ ক্ষমতায় এলে নীতীশ ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন কি না সেই প্রশ্নের উত্তর মোদির মতোই এড়িয়ে গিয়েছেন শা। তিনি বলেন, 'নীতীশ কুমারের ২০ বছরের শাসনে হত্যার ঘটনা কমেছে ২০ শতাংশ, ডাকাতি কমেছে ৮০ শতাংশ, লুটপাট কমেছে ৮০ শতাংশ এবং একটিও জঘন্যতম অপরাধ ঘটেনি। অথচ লালুর জমানায় খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ ও জঘন্য অপরাধ নিত্যদিন হত।'

তাঁর সাফ কথা, 'নীতীশ বাবুর জন্যই এনডিএ বিহারকে জঙ্গলরাজ, স্বজনপোষণ থেকে বের করতে পেরেছে। নরেন্দ্র মোদি, নীতীশ বাবুর বিরুদ্ধে এক পয়সার দুর্নীতির অভিযোগও ওঠেনি। আরজেডি জমানায় বিহারে একটিই মাত্র শিল্প গড়ে উঠেছিল সেটা হল, অপহরণ, তোলাবাজি, সুপারি কিলিং এবং ডাকাতি।' অনুপ্রবেশ নিয়েও সরব হন তিনি। এদিকে শনিবার খাগাড়িয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জনসভার জন্য তেজস্বীকে সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। এতে ক্ষুব্ধ হন তেজস্বী।

> আমি ছট মাইয়ার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাদের বিহার যেন জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত থাকে, আইনশৃঙ্খলা মজবুত থাকে, আমাদের মা-বোনেরা যেন সুরক্ষিত থাকেন এবং বিহার যেন ভবিষ্যতে একটি উন্নত রাজ্যে পরিণত হতে পারে।
>
> **অমিত শা**

অভিমানী তেজপ্রতাপ

পাটনা, ২৫ অক্টোবর : মরে গেলেও তিনি আরজেডিতে আর ফিরবেন না বলে একপ্রকার অভিমানী বার্তা দিলেন লালুপ্রসাদ যাদবের বড়ছেলে তেজপ্রতাপ যাদব। এবারও মহুয়া আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। সম্প্রতি একটি প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের কারণে তেজপ্রতাপকে দল এবং পরিবার থেকে বহিষ্কার করেন লালুপ্রসাদ যাদব। আরজেডি ছাড়ার পর জেজেডি নামে পৃথক একটি দল গড়েন তেজপ্রতাপ। পুরোনো দলের সঙ্গে মিটমাটের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমি ক্ষমতার কাঙাল নই। আমার কাছে নীতি ও আত্মসম্মান সবার ওপরে। আমি মরে যাব তবুও ওই দলে আর ফিরব না।'

আরজেডি সুপ্রিমো বা তেজস্বী যাদব তেজপ্রতাপের সঙ্গে মিটমাটের কোনও চেষ্টা করেননি। সম্প্রতি বিরোধী মহাজোটের তরফে তেজস্বীকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা হয়েছে। সেই ব্যাপারেও খুব একটা উৎসাহ দেখাননি লালুর বড়ছেলে। তিনি বলেন, 'ঘোষণা করা রাজনীতিবিদদের স্বভাব। কিন্তু ক্ষমতা তিনিই ভোগ করেন যিনি জনগণের আশীর্বাদ পান।' ব্ল্যাকবোর্ড আসন নিয়ে তেজপ্রতাপ এবার প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর আশা, মহুয়াবাসী তাঁকে এবারও ভোট দেবেন।

পাপ্পুকে নোটিশ আয়কর দপ্তরের

পাটনা, ২৫ অক্টোবর : প্রথম দফার ভোটের আগেই কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদবকে নোটিশ পাঠাল আয়কর দপ্তর। সাম্প্রতিক বন্যায় যে সমস্ত পরিবার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তাদের প্রত্যেককে আর্থিক সাহায্য করছিলেন তিনি।

এই নোটিশের জবাবে পাপ্পু যাদব বলেন, 'আমি আয়কর দপ্তরের নোটিশ পেয়েছি। বন্যাদুর্গতদের সাহায্য করা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত মানুষকে সাহায্য করার অপরাধ আমি বারবার করব।' আয়কর দপ্তরের নোটিশে জানতে চাওয়া হয়েছে, পাপ্পু যাদব যে টাকা ছড়িয়েছিলেন তার উৎস কী। নোটিশের জবাব না দিলে তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আয়কর দপ্তর।

ফুলের মেলার মাঝে সেলফি। শনিবার শ্রীনগরের নেহরু মেমোরিয়াল বটানিকাল গার্ডেনে।

হায়দরাবাদে বাস দুর্ঘটনায় নতুন মোড়

বিপদ বাড়িয়েছে ২৩৪ স্মার্টফোন

কুর্নুল, ২৫ অক্টোবর : হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পথে শুক্রবার অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একটি বাস। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৫ জন যাত্রী। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর বাইকের জ্বালানি ট্যাংক ফেটে বাসটিতে আগুন লেগে যায়। তবে তদন্তের পর দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন কারণের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাসটিতে ২৩৪টি স্মার্টফোন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মোট ৪৬ লক্ষ টাকা মূল্যের স্মার্টফোনগুলি মঙ্গলনাথ নামে হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ী বেঙ্গালুরুর একটি ই-কমার্স সংস্থার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বাসে আগুন লাগার পর স্মার্টফোনগুলির ব্যাটারি এক এক করে ফাটতে থাকে। যার জেরে দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বেড়ে গিয়েছিল। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেও মোবাইলের ব্যাটারি বিস্ফোরণের কথা জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। অন্ধ্রপ্রদেশ ফায়ার সার্ভিসেস বিভাগের ডিজিপি ভেঙ্কটরমন জানিয়েছেন, শুধু মোবাইলের ব্যাটারি নয়, বাসের এয়ার কন্ডিশনিং-এর জন্য ব্যবহৃত ব্যাটারিগুলিতেও বিস্ফোরণ ঘটেছে। যার ফলে আগুনের উত্তাপ বেড়ে যায়। তাপ এতটাই বেশি ছিল যে বাসের মেঝেতে পাতা অ্যালুমিনিয়ামের শিট গলে গিয়েছে।

আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। তা হল যে বাইকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ হয়েছিল সেই বাইকচালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। চালকের নাম শিবশংকর। একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, দুর্ঘটনার আগে শুক্রবার রাত ২টো ২২ মিনিটে একটি পেট্রোল পাম্পে গিয়েছিলেন একজন। তাঁর সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। পিছনের সিটে বসা সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি বাইক থেকে নেমে পাম্পের কর্মীকে খুঁজছিলেন। সেই সময় একা বাইকে বসা চালক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছিলেন না। একসময় বাইক থেকে নেমে তাঁকে চিৎকার করতে দেখা যায়। মনে করা হচ্ছে নেশাগ্রস্ত ছিলেন তিনি।

সিসিটিভি ফুটেজের ওই বাইকচালক শিবশংকর বলে দাবি করা হচ্ছে। পাম্পে তেল না পেয়ে চলে যান তাঁরা। এর ঘণ্টাখানেক বাদে ঘটে দুর্ঘটনা। সেসময় অবশ্য বাইকে শিবশংকর একাই ছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা দ্বিতীয় জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শিবশংকরের দেহের নমুনা ভিসেরা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্টে তিনি মদ্যপ ছিলেন কি না তা বোঝা যাবে।

'আর একটা দিন যদি থেকে যেত'

কুর্নুল, ২৫ অক্টোবর : অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলের ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বেঙ্গালুরুর এক নামী সংস্থার কর্মী বছর ২৩-এর তরুণী অনুশা। দীপাবলির ছুটিতে বাড়ি

এসেছিলেন। পরিবারের সঙ্গে উৎসব পালনের পর বৃহস্পতিবার রাতে বাসে চাপেন কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশে।

অনুশাকে বাসে তুলতে এসেছিলেন মা-বাবা। কিন্তু সেটাই যে মেয়ের সঙ্গে তাঁদের শেষ দেখা সেটা ভাবেননি কেউই। শুক্রবার সকালে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পান কুর্নুলে একটি বাসে আগুন লেগেছে। বুক কেঁপে ওঠে দুজনের। টিভি খুলে দেখেন মেয়েকে তুলে দিয়ে এসেছিলেন যে বাসে এ তো সেটাই। শোকগ্রস্ত বাবা বলেন, 'কেন যে ও বেঙ্গালুরুতে চাকরি নিতে গেল? আর একটা দিন থেকে যেতে বলেছিলাম। শুনল না। বলল কাজ আছে যেতে হবে। একেবারেই ছেড়ে চলে গেল আমাদের।' মেয়ের সাফল্যে গর্বিত বাবা-মায়ের জীবন জুড়ে আজ শুধু শূন্যতা।

ডিজিটাল গ্রেপ্তারি

মামলা শুনবে শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ডিজিটাল অ্যারেস্ট (ভার্চুয়াল অ্যারেস্ট) বা ডিজিটাল গ্রেপ্তারির শিকার নাগরিকদের নিয়ে নিজে থেকেই পদক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি হবে বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে।

অভিযোগ, হরিয়ানার আম্বালায় এক প্রবীণ দম্পতির কাছ থেকে ভুয়ো আদালতের নির্দেশ দেখিয়ে প্রতারকরা ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। আদালতের নাম, সিলমোহর ও বিচারপতিদের জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে এমন প্রতারণা জনসাধারণের বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

১৭ অক্টোবরের প্রাথমিক শুনানিতে আদালত জানিয়েছিল, সারা দেশে যৌথভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য পুলিশের সমন্বয়ে এমন অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। আদালত সিবিআই, কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে রিপোর্ট চাওয়ার পাশাপাশি সাহায্য চেয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানিরও।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতারকরা অডিও ও ভিডিও কলের মাধ্যমে সিবিআই ও ইডি আধিকারিক সেজে প্রবীণ দম্পতিকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে। আদালত আম্বালার সাইবার ক্রাইম বিভাগের এসপিকে তদন্তের অগ্রগতি জানাতে নির্দেশ দিয়েছে।

ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হত ৪

কিভ, ২৫ অক্টোবর : ইউক্রেনে ফের বড়সড়ো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল রাশিয়া। শুক্রবার ইউক্রেনের একাধিক শহরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রুশ সেনা। বিধ্বস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি বহুতল। হামলায় কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৬। অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, এদিন রাতে কিভে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানো হয়। ইউক্রেনের রাজধানী শহরের ২ বাসিন্দা হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। দানিপ্রোপেতভস্কে অপর একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলাতেও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

ইউক্রেনীয় সেনার দাবি, হামলায় মোট ৯টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে রাশিয়া। তার মধ্যে ৪টিকে মাঝআকাশে ধ্বংস করেছে ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বাকিগুলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে। একইভাবে রুশ সেনার ৬২টি ড্রোনের মধ্যে ৫০টি ধ্বংস করতে সফল হয়েছে ইউক্রেনের বাহিনী।

যমুনার দূষণ নিয়ে তর্জায় আপ-বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : ছটপুজোর আগে দিল্লিতে যমুনা নদীর দূষণ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। নদীর জলের মান নিয়ে শাসক বিজেপি ও আম আদমি পার্টির বিরোধ তুঙ্গে। আপের দাবি, যমুনার জল এখন এতটাই দূষিত যে তা স্নান বা পুজোর উপযোগী নয়। দলের বক্তব্য অনুযায়ী, নদীর জলে মল জাতীয় পদার্থের (ফিকাল কনটেন্ট) মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। আপ দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির ৯ অক্টোবরের ল্যাব রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আইটিও-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘাটে ফিকাল কলিফর্ম-এর মাত্রা নির্ধারিত মানের তিন গুণ বেশি।

দিল্লির আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'যদি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা মনে করেন যমুনার জল পরিষ্কার, তাহলে তিনি নিজেই বাজিরাবাদ থেকে সংগৃহীত যমুনার জল পান করে দেখান। না হলে পূর্বাঞ্চলীয় দরিদ্র ভক্তদের বিভ্রান্ত করা বন্ধ করুন।' তিনি সতর্ক করে বলেন, 'ছটপুজোর সময় যদি ভক্তরা বা তাঁদের সন্তানরা এই দূষিত জল ব্যবহার করেন, তাহলে তা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি ডেকে আনতে পারে।' এই অভিযোগ সামনে এনে সৌরভ ভরদ্বাজ, আপ বিধায়ক সঞ্জীব ঝা ও দলের মুখপাত্র প্রিয়াংকা কক্কর যমুনা নদী থেকে সংগৃহীত জল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার বাসভবনে পৌঁছান এদিন।

অন্যদিকে, দিল্লি সরকারের জলমন্ত্রী পরবেশ ভার্মা ও সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ ছটপুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বিরলা মন্দির ছটঘাট পরিদর্শন করেন। আপের অভিযোগের জবাবে পরবেশ ভার্মা সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'আগের সরকারগুলি উৎসবকে কেন্দ্র করে শুধু রাজনীতি করত। কিন্তু আমরা রাজধানীতে হাজার হাজার ছটঘাট প্রস্তুত করেছি এবং এর যাবতীয় ব্যয় দিল্লি সরকার বহন করছে।'

জমি বিবাদে খুন দুই ভাই

শাহদোল (মধ্যপ্রদেশ), ২৫ অক্টোবর : দ্বন্দ্বের শুরু জমি নিয়ে। তার জেরে মধ্যপ্রদেশের শাহদোলে দুই ভাইকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, তলোয়ার ও কুঠার দিয়ে কুপিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা। খুনের দৃশ্য ধরা পড়ে ক্যামেরাতেও। ২১ অক্টোবর রাতে কেশবাহী পুলিশ ফাঁড়ির বালবাহারা গ্রামে এই নৃশংস ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত অনুরাগ শর্মার নেতৃত্বে প্রায় ১০ জন হামলাকারী দোকানে ঢুকে তিন ভাইকে টেনে বের করে এনে নির্মমভাবে আক্রমণ করে।

পুলিশ জানিয়েছে, পুরোনো জমি বিবাদের জেরেই এই খুন। নিহতদের পরিবারের অভিযোগ, বারবার ফোন করেও পুলিশের সাহায্য মেলেনি। জনসাধারণের ক্ষোভের মুখে কেশবাহী পুলিশ ফাঁড়ির ইন-চার্জকে অপসারণ করা হয়েছে। নিহতদের একজন রাহুল তিওয়ারি মৃত্যুকালীন বিবৃতিতে হামলাকারী অনুরাগ শর্মা ও তার সঙ্গীদের নাম বলে গিয়েছেন। সেই সূত্র ধরে মূল অভিযুক্ত সহ মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মরে যাব, সৌদি থেকে আকুল বার্তা

রিয়াধ ও নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর : সৌদি আরব থেকে এক ভারতীয় তরুণের হৃদয়বিদারক ভিডিও ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসেছে ভারতীয় দূতাবাস। ভিডিওতে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ জেলার হান্ডিয়ার ওই তরুণ কান্নাজড়িত গলায় দাবি করেছেন, তাঁকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি তাঁর পাসপোর্টও বাজেয়াপ্ত করেছে 'কপিল' নামে এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তিই সম্ভবত তাঁর নিয়োগকর্তা।

ভিডিওটি দিল্লির এক আইনজীবী সমাজমাধ্যমে ভাগ করেন। সেখানে দেখা যায়, তরুণটি চোখের জলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন। পিছনে একটি উট দেখা যায়, যা থেকে বোঝা যায় তিনি মরু অঞ্চলে আছেন। তরুণ বলেন, 'আমার গ্রাম এলাহাবাদে। আমি সৌদি আরবে এসেছিলাম, কিন্তু কপিল আমার পাসপোর্ট আটকে রেখে দিয়েছে। আমি দেশে ফিরতে চাই। তাতে সে রাজি নয়। সে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে।'

দিল্লির আইনজীবীর সমাজমাধ্যমে পোস্ট

ওই তরুণ আরও বলেন, 'এই ভিডিওটা ছড়িয়ে দিন, যেন মোদিজির কাছে পৌঁছোয়। আমি আমার মাকে দেখতে চাই। আপনারা সাহায্য না করলে আমি এখানে খুব শিগগির মরে যাব।'

ভিডিওটি ভাইরাল হতেই সৌদিতে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, তারা ওই ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তবে ভিডিওটিতে তাঁর অবস্থান বা যোগাযোগের তথ্য না থাকায় অনুসন্ধান কঠিন হয়ে পড়েছে।

এদিকে সৌদি নিরাপত্তা বিভাগ দাবি করেছে, ওই ভিডিওটি ভুয়ো এবং শুধুমাত্র দর্শক টানার উদ্দেশ্যে পোস্ট করা হয়েছে।

সম্প্রতি বহু বিতর্কিত 'কাফালা' ব্যবস্থা বাতিল করেছে সৌদি আরব। বহু দশক ধরে এই ব্যবস্থায় বিদেশি শ্রমিকদের ভিসা ও কাজের নিয়ন্ত্রণ থাকত নিয়োগকর্তার হাতে— যা আধুনিক দাসপ্রথার সঙ্গে তুলনীয়। নতুন সংস্কারের ফলে বিদেশি শ্রমিকদের চাকরি বদলানো ও দেশে ফেরার অধিকার কিছুটা হলেও সহজ হয়েছে। তারপরেও বিদেশি শ্রমিককে আটকে রেখে কাজ করতে বাধ্য করার অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে সৌদি প্রশাসন।

যাচাই করে লগ্নি করুন এনএফও'তে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

দেশে এখন লগ্নির অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হল মিউচুয়াল ফান্ড। বিগত কয়েক বছরে ফান্ডে লগ্নি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সব ধরনের পেশা ও আয়ের মানুষ এখন ফান্ডে লগ্নি করছেন। তবে ফান্ডে লগ্নির ক্ষেত্রে বাজারে চালু থাকা ফান্ড, নাকি বাজারে এসেছে এমন নতুন ফান্ড, কোথায় লগ্নি করবেন তা নিয়ে দোটানায় থাকেন লগ্নিকারীরা। বাজারে চালু থাকা ফান্ডের অতীতের পারফরমেন্স বিচার করে সহজেই তা বেছে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নতুন ফান্ড বা এনএফও বাছাইতে যত্নবান হতে হবে। নচেৎ প্রত্যাশিত রিটার্ন পাওয়া কঠিন হতে পারে। এই প্রতিবেদনে রইল এনএফও'র সাতকাহন—

এনএফও কী?

এনএফও বা নিউ ফান্ড অফার হল একটি মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্পের প্রাথমিক পাবলিক অফার। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা একটি নতুন চালু হওয়া মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটগুলি তার নেট অ্যাসেট ভ্যালু (ন্যাভ)-তে কেনার সুযোগ পান। এনএফও'র সাবস্ক্রিপশন সময়কাল সাধারণত ১৫ দিনের হয়। এনএফও'র মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ড তহবিল সংগ্রহ করে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা ফান্ডের প্রতি ইউনিট ১০ টাকায় কিনতে পারেন। এনএফও বন্ধ হওয়ার পর তাহবিলটি স্টক মার্কেটে তালিকাভুক্ত হয় এবং ন্যাভের ওপর ভিত্তি করে ওঠানামা করে।

এনএফও'র প্রকারভেদ

সাধারণত এনএফও তিন ধরনের হয়

▶ **ওপেন এন্ডেড ফান্ড :** মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সাধারণ রূপ হল ওপেন এন্ডেড ফান্ড। এই ধরনের ফান্ডে কোনও লক-ইন পিরিয়ড থাকে না। বিনিয়োগের জন্য সর্বদাই খোলা থাকে এই ফান্ড। এই ধরনের ফান্ডে এককালীন লগ্নির পাশাপাশি এসআইপি করা যায়। বর্তমানে প্রতি মাসে ১০০ টাকাও এসআইপি করার সুবিধা এনেছে অনেক ফান্ড।

▶ **ক্লোজ এন্ডেড ফান্ড :** ক্লোজ এন্ডেড ফান্ডে সাধারণত ৩-৫ বছরের লক-ইন পিরিয়ড থাকে। এই ধরনের ফান্ডে শুধুমাত্র এনএফও-তে বিনিয়োগ করা যায়। লক-ইন পিরিয়ড শেষ হলে তবেই তা রিডিম করা যায়। এনএফও শেষ হয়ে গেলে এই ফান্ডে বিনিয়োগ করা যায় না। সাধারণত ক্লোজ এন্ডেড ফান্ডে ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০০০ টাকা হয়।

▶ **ইন্টারভ্যাল ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ড ওপেন এবং ক্লোজ— দুই ধরনের ফান্ডের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। ইন্টারভ্যাল ফান্ড ক্লোজ এন্ডেড ফান্ডের বিভাগে পড়ে। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর এই ফান্ডে নতুন বিনিয়োগ এবং রিডিম করা যায়। এই ব্যবধান ৬ মাস বা ১ বছরের হয়।

এনএফও'র অসুবিধা

■ ট্র্যাক রেকর্ড বা অতীত পারফরমেন্স না থাকায় ফান্ডের বিনিয়োগ কৌশল এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায় না।

■ আইপিও-তে যেমন তাৎক্ষণিক লাভের সুযোগ থাকে, এনএফও-তে তেমন কোনও সুবিধা নেই।

■ শুরুতে ন্যাভ প্রায় স্থিতিশীল থাকে যা লগ্নিকারীদের আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।

■ প্রাথমিক স্তরে লগ্নি করলেও এনএফও লগ্নিকারীদের বাড়তি কোনও সুবিধা দেয় না।

এনএফও-তে আয়করের প্রভাব

কী ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে আয়করের পরিমাণ। ইকুইটি ভিত্তিক এনএফওগুলিতে ১ লক্ষ টাকার বেশি লাভের ওপর ১০ শতাংশ হারে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হয় যদি তার মেয়াদ ১ বছরের বেশি হয়। ১ বছরের কম হলে এই হার ১৫ শতাংশ। ঋণ ভিত্তিক এনএফও থেকে লভ্যাংশ মোট আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বিনিয়োগকারীকে তাঁর আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী কর দিতে হয়। ইএলএসএস ফান্ডের ক্ষেত্রে আবার ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়।

বিনিয়োগের আগে বিচার্য

■ যে সংস্থা এনএফও আনছে তাদের অন্যান্য ফান্ডের পারফরমেন্স, অতীত রেকর্ড, সুনাম ইত্যাদি।

■ ন্যূনতম বিনিয়োগ এবং এক্সিট লোড বিবেচনা করতে হবে।

■ এনএফও'র প্রকৃতি বিবেচনা করতে হবে। আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বিনিয়োগের মেয়াদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এনএফও নির্বাচন করতে হবে।

■ এনএফও'র বিনিয়োগ কৌশল বিবেচনা করতে হবে।

■ ফান্ড ম্যানেজার কে এবং তাঁর অতীত পারফরমেন্স বিবেচনা করতে হবে।

■ ক্লোজ এন্ডের ক্ষেত্রে লক-ইন পিরিয়ড জানতে হবে।

■ বিনিয়োগ কৌশল এবং সম্পদের বণ্টন পর্যালোচনা করে ঝুঁকিগুলি বুঝতে হবে।

এনএফও বনাম চালু ফান্ড

যে কোনও এনএফও'র সাধারণত ন্যাভ ১০ টাকা হয়। অন্যদিকে বাজারে ভালো পারফরমেন্স করা ফান্ডগুলির ন্যাভ বেশি হয়। এই থেকে অনেকের ভুল ধারণা হয় যে, এনএফও'তে লগ্নি তুলনামূলক সস্তা। যা একেবারেই ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, বাজারে চালু থাকা ফান্ডের কর্মক্ষমতা এবং অন্তর্নিহিত সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়াতেই ন্যাভ বেড়েছে। এর পাশাপাশি বাজারে চালু থাকা তহবিলে বিনিয়োগের একাধিক সুবিধা রয়েছে—

■ বাজারে চালু থাকা ফান্ডের ট্র্যাক রেকর্ড, অতীত পারফরমেন্স বিচার করে লগ্নির সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

■ বাজারে চালু থাকা ফান্ডের সুপ্রতিষ্ঠিত পোর্টফোলিও থাকে। যা বিশদে বিশ্লেষণ করে লগ্নির সুযোগ থাকে।

■ এনএফও'র শুরুতে বিভিন্ন খরচ থাকে। যা চালু তহবিলে থাকে না। ফলে ব্যয় কম হয়।

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞেরমতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রভাব পড়বে বাজারে

নতুন উচ্চতা ছুঁয়ে নীচে নেমে এল নিফটি

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতীয় শেয়ার বাজার যে নতুন উচ্চতার সন্ধান করছিল তা আপাতত অধরাই রয়ে গেল বলা চলে। বৃহস্পতিবার নিফটি ২৬,১০৪.২০-তে নতুন ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছোয়। কিন্তু তারপরই বাজারে দ্রুত পতন আসে। শুক্রবার গোটা দিন বাজারে অস্বস্তি ছিল। এবং মেটাল সেক্টরে উত্থান বাদ দিলে প্রায় সব সেক্টরজুড়েই সংশোধন আসে এবং নিফটি বন্ধ হয়েছে ২৫,৭৯৫.১৫ পয়েন্টে। কী কারণে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মন খারাপ হয়ে গেল? ২৩ অক্টোবর ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার সব চেয়ে বড় তেল কোম্পানি রসনেফট এবং লুকওয়েলের বিরুদ্ধে স্যাংশন ঘোষণা করে। এর ফলে এই দুটি রাশিয়ান কোম্পানি কোনও দেশ বা সংস্থাকে তেল বা এলএনজি বিক্রি করতে পারবে না। এবং যে দেশ বা সংস্থা এদের থেকে তেল বা গ্যাস কিনবে, তাদের ওপর সেকেন্ডারি স্যাংশন বসানো হবে বলে আমেরিকা জানিয়েছে।

এই ঘোষণার পরই গোটা বিশ্বে ক্রুড অয়েলের দাম তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। একই দিনে বিভিন্ন ধরনের ক্রুডের দাম ৫ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায়। এই সময় ভারত তার মোট আমদানি করা ক্রুডের ৩৫ শতাংশ নিয়ে আসে রাশিয়ার কাছ থেকে। বাকি তেল আসে ইরাক (১৯ শতাংশ), সৌদি আরব (১৪ শতাংশ), ইউএই (১০ শতাংশ), আমেরিকা (৫ শতাংশ) থেকে। এর ফলে ভারত এতদিন ধরে রাশিয়ার কাছ থেকে যে কম দামে তেল কিনত এখন কার্যত তা পারবে না। বহু বিলিয়ন ডলারের সাশ্রয় হয়েছে এভাবে। এখন অন্যান্য দেশ ভারতকে কম দামে তেল দেবে কি না তা কোটি টাকার প্রশ্ন।

রাশিয়ান তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আমেরিকা ভারত, চিন এবং রাশিয়াকে জব্দ করার পরিকল্পনা করছে। একই সঙ্গে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ ট্যারিফ, ব্রাজিলের ওপর ৫০ শতাংশ ট্যারিফ, চিনের ওপর ১৫৫ শতাংশ ট্যারিফ, রাশিয়ার তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা-- কার্যত ব্রিকস দেশগুলিকে যেরকম করেই হোক না কেন অপদস্থ করার চক্রান্ত সমস্ত পশ্চিমা দেশগুলি করতে শুরু করেছে। ভারতের প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের ৮০ শতাংশ আসে বিদেশ থেকে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে তা নিঃসন্দেহে চাপ সৃষ্টি করবে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর। বিভিন্ন সূত্রে যা খবর, তা হল আমেরিকা ভারতের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি কর চলেছে। যাতে তারা ভারতে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ক্রপ, ভুট্টা, সোয়াবিন ঢোকাতে পারে। কিছুদিন আগেই চিন আমেরিকার কাছ থেকে ভুট্টা এবং সোয়াবিন আমদানি করা একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে।

ভারতীয় কোম্পানিগুলি অক্টোবরে যে ফলাফল প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকিং সেক্টর ভালো লাভ করেছে। বিশেষত, এইচডিএফসি ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, আইডিবিআই, আইডিএফসি ফাস্ট ব্যাংক, আইওবি প্রভৃতি। অন্যান্য সেক্টরের যে কোম্পানিগুলি ভালো ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে রয়েছে লরাস ল্যাব, জেএসডব্লিউ স্টিল, ওয়ারি এনার্জিস, ওয়ারি রিনিউয়েবলস, একুইটাস কেমিক্যালস, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি।

শুক্রবার একমাত্র যে সেক্টরটি ভালো উত্থান দেখিয়েছে তা হল মেটাল সেক্টর। এদিন নিফটি মেটাল ১.০৩ শতাংশ উত্থান দেখে। এর মধ্যে হিন্দালকো ৪.০৪ শতাংশ, হিন্দুস্থান কপার ৩.৭৭, ন্যালকো ৩.৪৩ শতাংশ, বেদান্ত ২.৫৬ শতাংশ উত্থান দেখে। লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জে অ্যালুমিনিয়াম এবং কপারের অপ্রতুলতা, ট্রাম্প-শি'র সম্ভাব্য মিটিং আমেরিকাতে, ফেডারেল ব্যাংকের দ্বারা নতুন করে ইন্টারেস্ট রেট কমানোর সম্ভাবনা এই সবকিছুই মেটাল সেক্টরকে উজ্জীবিত করেছে বলা যেতে পারে।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ার নতুন করে তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে অ্যালাইড ব্লেন্ডারস, ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ, কামিন্স ইন্ডিয়া, ডিসিবি ব্যাংক, ফেডারেল ব্যাংক, আইএফবি অ্যাগ্রো, এমআরএফ, শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, উজ্জীবন স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক প্রভৃতি। ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয়া স্টকগুলির মধ্যে রয়েছে জিন্দাল স্য, তেজস নেটওয়ার্ক প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতার দোরগোড়ায় থিতু হল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। টানা উত্থানের পর সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৮৪২১১.৮৮ এবং নিফটি ২৫৭৯৫.১৫ পয়েন্টে বন্ধ হয়েছে। শেষ দিনে সূচক নামলেও আপাতত উর্ধ্বমুখী থাকবে শেয়ার বাজার। তবে সংশোধনের সম্ভাবনাও সমানভাবে বিদ্যমান থাকবে শেয়ার বাজারে। যে কোনও সংশোধনকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। লগ্নি করতে হবে দীর্ঘমেয়াদে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে। নিফটি আপাতত ২৫৫০০ থেকে ২৬০০০-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। এই গণ্ডি যেদিকে ভাঙবে, সেদিকে বড় অঙ্কের লাফ দিতে দিতে পারে শেয়ার বাজার।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে সবথেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা-ভারতের বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনা। বিভিন্ন মহলে জল্পনা চলছে আমেরিকা ভারতের ওপর চাপানো ট্যারিফ ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করতে পারে। এই জল্পনায় ভর করে উত্থান হলেও কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়ে দিয়েছেন, তাড়াহুড়ো করে কোনও বাণিজ্য চুক্তি করতে ভারত আগ্রহী নয়। তাঁর এই মন্তব্যের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স ও নিফটির উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নিও। টানা কয়েক মাস শেয়ার বিক্রির পর অক্টোবরে ফের শেয়ার কিনছে তারা। যা শেয়ার বাজারকে ফের রেকর্ড উচ্চতার কাছে নিয়ে এসেছে। আগামীদিনে শেয়ার বাজারের দিশা নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে বিদেশি লগ্নিও।

চলতি সপ্তাহে সূচকের র‍্যালিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে ভারতীয় মুদ্রা টাকাও। মার্কিন ডলারের তুলনায় ফের দাম বেড়েছে টাকার। যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর পাশাপাশি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, হিন্দুস্তান ইউনিলিভারের মতো হেভিওয়েট সংস্থার ভালো ফলও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। উৎসবের মরশুমে ভালো বিক্রিবাটা ও ভারতীয় শেয়ার বাজার নিয়ে লগ্নিকারীদের উৎসাহ বাড়িয়েছে। সবমিলিয়ে সর্বকালীন উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়ার মুখে দাঁড়িয়ে শেয়ার বাজার। যে কোনও ইতিবাচক ঘটনা সেই প্রত্যাশাকে বাস্তব রূপ দিতে পারে যে কোনও দিন।

ডিসেম্বরের ঋণনীতিতে সুদের হার আরও এক দফা কমাতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক। যা বাস্তবায়িত হলে আরও চাঙ্গা হবে শেয়ার বাজার। লগ্নিকারীদের নজর থাকবে বিহার নির্বাচনের ফলাফলের দিকেও। ওই রাজ্যে এনডিএ ক্ষমতায় না ফিরলে ফের অস্থির হতে পারে শেয়ার বাজার।

অন্যদিকে স্বপ্নের দৌড় শেষে সামান্য ঝিমিয়ে আছে সোনা-রুপোর দাম। আগামীদিনে বড়মাপের সংশোধনের সম্ভাবনা ক্রমশ দানা বাঁধছে, তাই সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **মহানগর গ্যাস :** বর্তমান মূল্য-১৩০৫.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৫৮৭/১০৭৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২৬৫-১২৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৮৯১, টার্গেট-১৪৭০।

■ **রুচিরা পেপার :** বর্তমান মূল্য-১৩৩.৯৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৩/১০৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২০-১৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৯৯, টার্গেট-১৮৫।

■ **সিনসিস টেক :** বর্তমান মূল্য-১৩৪৯.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১০৫/১০৬৮, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১২৮০-১৩২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৫২, টার্গেট-১৫৮০।

■ **জুবিলিয়েন্ট ফুড :** বর্তমান মূল্য-৫৯০.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৯৭/৫৫৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫৫০-৫৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৯৬৭, টার্গেট-৭০০।

■ **জিন্দাল স্য :** বর্তমান মূল্য-১৮০.২২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৩/১৭৯, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৫৫-১৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৫২৫, টার্গেট-২৮৫।

■ **আরসিএফ :** বর্তমান মূল্য-১৪৭.৮৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৯/১১১, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩০-১৪২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮১৫৭, টার্গেট-১৭৬।

■ **কোচি শিপইয়ার্ড :** বর্তমান মূল্য-১৮২৪.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৫৪৫/১১৮০, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১৭৫০-১৮০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৭৯৯৪, টার্গেট-২১৫০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : টাটা পাওয়ার

● **সেক্টর :** পাওয়ার জেনারেশন/ডিস্ট্রিবিউশন ● **বর্তমান মূল্য :** ৩৯৬ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৩২৬/৪৫৪ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১২৬৮০৭ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ১০৫ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৫৭ ● **ইপিএস :** ১২.৭১ ● **পিই :** ৩১.২২ ● **পিবি :** ৩.৭৭ ● **আরওসিই :** ১০.৮ শতাংশ ● **আরওই :** ১১ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৪৭০

একনজরে

■ টাটা গোষ্ঠীর এই সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের পাশাপাশি রুফ টপ সোলার এবং ইভি চার্জিং স্টেশন ব্যবসায়ও রয়েছে।

■ থার্মাল এবং হাইড্রো পাওয়ারের পাশাপাশি রিনিউয়েবল পাওয়ারের ক্ষেত্রেও দ্রুত উপস্থিতি বাড়াচ্ছে এই সংস্থা।

■ দেশে ৫৫০০-এর বেশি ইভি চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে এই সংস্থার। আগামী কয়েক বছরে এই সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

■ ওএনজিসির সঙ্গে যৌথভাবে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ব্যবসা করবে এই সংস্থা।

■ ২০৪৫-এর মধ্যে সংস্থা ১০০ শতাংশ রিনিউয়েবল এনার্জি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ বিগত ৫ বছরে ৪৫ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বৃদ্ধি করেছে এই সংস্থা।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে মুনাফা ৯.১৬ শতাংশ এবং আয় ৪.২৯ শতাংশ বাড়িয়েছিল এই সংস্থা। ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ করবে তারা। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ফল আরও ভালো হতে পারে।

■ সংস্থার ৪৬.৮৬ শতাংশ রয়েছে টাটা গোষ্ঠীর হাতে। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৬.৬৭ শতাংশ এবং ১০.১৯ শতাংশ।

■ মতিলাল অসওয়াল, আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ, শেয়ার খান সহ একাধিক সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে সওয়াল করেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

রামঘাটে আর্থমুভারের ‘তাণ্ডব’

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : আর্থমুভারকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল কাণ্ড রামঘাট এলাকায়। শনিবার রাতে পঞ্চম মহানন্দা সেতু দিয়ে রামঘাটে আসা একটি আর্থমুভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার ধারের একটি বাড়িতে। ওই বাড়ির সামনে থাকা ছোট ছোট দুটি দোকান সহ দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে বাইক দুমড়েমুচড়ে যায়। জখম হন এক বৃদ্ধা। পুলিশ এসে আর্থমুভারটিকে সেতুতে তোলে। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যায় না!

চালক এসে নতুন করে পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে ওই আর্থমুভারটিকে স্টার্ট দিয়ে রামঘাটে নামাতেই ফের বিপত্তি ঘটে। চালক ‘ব্রেক ফেল’, ‘ব্রেক ফেল’ করে চিৎকার করতে থাকেন। ভয় পেয়ে যান সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ। অনেকে এদিক-ওদিক ছুটতে শুরু করে দেন। কেউ আবার আর্থমুভারের চাকার সামনে বড় পাথর ফেলেন, কাঠের পাটাতন রেখে সেটিকে মরিয়া হয়ে থামানোর চেষ্টা করেন। সমবেত চেষ্টায় আর্থমুভারটি থেমেও যায়। এরপরই রাগের বশে স্থানীয়রা ভাঙচুর চালান। পুলিশ গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দড়ি বেঁধে ক্রেনের সাহায্যে সেটিকে থানায় নিয়ে যায়।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার সন্ধ্যায়। ছটপুজোকে কেন্দ্র করে রামঘাট থেকে জলপাই মোড়ের রাস্তায় বেশ ভিড় ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী বাপি দাস বলেন, ‘হঠাৎ করে দেখি, মাটিগাড়ার দিক থেকে দ্রুতগতিতে একটি আর্থমুভার পঞ্চম মহানন্দা সেতু পেরিয়ে রামঘাটে ঢুকল। এরপর জলপাই মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি বাড়িতে ধাক্কা মারল।’

আর্থমুভারের তাণ্ডবে দুটো দোকান সহ তিনটে বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাড়িরও কিছুটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। দোকানে থাকা এক বৃদ্ধা আর্থমুভারের নীচে চলে আসেন। স্থানীয়রা কোনওক্রমে তাঁকে টেনে বের করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

তবে ওই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। তদন্ত চলছে। অন্য এক বাসিন্দা দীনেশ রায় বলেন, ‘প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব এধরনের গাড়ির সবকিছু নিয়মিত পরীক্ষা করার জন্য।’

গুরুর চোখে চর্চায় ফাঁক

মানুষের শিল্প সম্পর্কে ধারণা একেবারে গোড়া থেকেই। যেদিন মানুষ গুছিয়ে কথা বলতে পারত না, সেদিনও পাহাড়ের গুহায়, পাথরে শিল্প সৃষ্টি করত। শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক শিল্পী দিবস। স্পেনের শিল্পী পাবলো পিকাসো এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই দিনটি শিল্পীদের অবদানের প্রতি সম্মান জানানোর দিন হিসেবে পরিচিত। এই দিনে শিলিগুড়ির পুরোনো দিনের শিল্পীরা কেমন আছেন খোঁজ নিলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

বাজাচ্ছে তবে শিখছে কি?

বৃন্দাবন সাহা (বেহালাবাদক) : প্রায় ৬৮ বছর আগের কথা। যখন বেহালা বাজাতে শুরু করি, সেই সময় বেহালার মাস্টারমশাই পাওয়া যেত না। সেভাবে কেউ তখন শিখতও না। যারা শিখত তাদের নিয়ে অনেক সমালোচনা হত। এখনকার মতো তো তখন ইন্টারনেট ছিল না। তাই অনেক কষ্ট করে শিখতে হত। লোকজন বেহালাবাদকদের ঠাট্টা করে বলত এ তো যাত্রাপালায় বাজায়। বেহালা বাজিয়ে তখন কখনও চার টাকা, কখনও দশ টাকা পেতাম। তাই দিয়ে সপ্তাহ কাটত। চাকরি পেয়ে ১৯৬৮ সালে কলকাতা ছেড়ে শিলিগুড়িতে আসি। এখানে সেইসময় আর কোনও বেহালাশিল্পী ছিলেন না। তাই শেখার সুযোগও ছিল না। বেহালা শিখতে কলকাতায় গুরুর কাছে যেতাম। ধীরে ধীরে উৎসাহভরে শিলিগুড়িতে কিছু ছাত্রছাত্রী এল আমার কাছে। তখন ভক্তিভরে যা শিখেছি তা এখনও মনে গাঁথা আছে। এখন আর কেউ খুব একটা মন দিয়ে শেখে না। দু’চারটে গান তুলেই ভেবে বসে পুরোটা শিখে গিয়েছে। বেহালা বাজাচ্ছে হয়তো অনেকেই। তবে শিখছে ক’জন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। সুরের মধ্যে ঢুকে যাওয়াটা ভীষণ কঠিন। তবে চেষ্টা করি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখনও যেন টানটা আনতে পারি।

মন খারাপ হয় ওদের দেখে

নন্দদুলাল দেবনাথ (নাট্যব্যক্তিত্ব) : বাড়িতে ছিল গানের পরিবেশ। ধীরে ধীরে নাটকের প্রতি তৈরি হয় টান। মানবেন্দ্র গোস্বামী আমার গুরু। ১৯৬৯ সালে প্রথম মঞ্চস্থ নাটক করি। নতুন-পুরোনোর মধ্যে বিভেদ না করে গতানুগতিকতার মধ্যে দিয়ে চলতেই আমি বিশ্বাসী। তবে শিলিগুড়িতে জায়গা বলতে একটাই দীনবন্ধু মঞ্চ রয়েছে। আর সেখানেও ৩০০-৪০০ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে মানুষকে নাটকমুখী করা যাচ্ছে না। তবে অন্য মফসসল বা কলকাতায় অনেক ছোট ছোট দল নাটকে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে যাচ্ছে। এখনও অনেকে প্রচুর কষ্ট করে নাটক করছে। হয়তো দলের থেকেই টাকা তুলে বা নিজেরাই কিছু টিকিট বিক্রি করে নাটক চালিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র ভালোবেসে। আমার কাছে বাংলা নাটকে ওদের এই শক্তিটা এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতায় প্রচুর নাটক সেলেব্রিটি ও বিজ্ঞাপনেই চলে। অথচ দেখি এই ছেলেমেয়েগুলো সুযোগ পায় না বা ওদের টিকিট বিক্রি হয় না। ওরা পিছনে থেকে যায়। তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়।

প্রয়োজন নেই শিক্ষকদের

অসিত খাসনবিশ (কাটুমকুটুম শিল্পী) : সেই অর্থে কারও কাছ থেকে শিখে কাজ শুরু করিনি। একটা টান থেকেই এটা এসেছে। প্রথম একটা শেকড় দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি করেছিলাম, তাও প্রায় ৫০ বছর আগে। তারপর কলকাতায় শো করি। সবাই বলল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর প্রথম কাটুমকুটুম প্রদর্শনী আমিই করেছিলাম কলকাতায়। এছাড়াও ছবি আঁকা, ওয়ার্কশপ করতাম। ৮২ বছর বয়সে এখনও কাজ করছি। তবে আমরা যখন কাজ করতাম কল্পনাশক্তি থেকে কাজ করতাম। এখন নতুনদের মধ্যে ইন্টারনেটের কারণে কল্পনাশক্তি কমে যাচ্ছে। কোনও বিষয়ে ছবি আঁকতে বা কিছু তৈরি করতে হলে আগে ইন্টারনেট ঘেঁটে নেওয়া হচ্ছে। তবে আমাদের সময় শিক্ষকরা ছাড়া আর কেউ সাহায্যের জন্য ছিল না। আর এখন শিক্ষকদের প্রয়োজনই পড়ে না। কাজের ক্ষেত্রে তাই প্রযুক্তি এগোলেও মান কমেছে।

একটু কিছু শিখেই স্টেজে

মালবিকা চক্রবর্তী (সংগীতশিল্পী) : ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে গানের পরিবেশ ছিল। বাবা গান গাইতেন, আমি শুনতাম। আমাদের সময়ে গুরুরা বলতেন, গান শুনলে কান তৈরি হবে। তাই ধৈর্য ধরে আমরা মন দিয়ে গান শুনতাম। এখনও উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনলে মনে হয় গানটা শুধু শুনতে থাকি। তবে এখন সবার মধ্যে সহ্যশক্তি ও ধৈর্যশক্তি কম। তাই গানটা ধৈর্য ধরে শোনে না তারা। এখন একটু শিখেই সবাই স্টেজে উঠতে চায়, রিয়েলিটি শো-তে যেতে চায়।

স্টেজ, শো করা অবশ্যই ভালো। তবে সেটা সঠিকভাবে শিখে করাটা সকলের পক্ষেই আরও বেশি ভালো।

মশার জ্বালায় টেকা দায়

মশার উপদ্রবে একপ্রকার আতঙ্কিত শহরবাসী। হঠাৎ করে মশার উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, শহরে ঠিকমতো আগাছা সাফাই না হওয়াতেই এই অবস্থা। তার ওপর পুরনিগমের কর্মীরা ছুটিতে থাকায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মশার লার্ভা মারার তেলও স্প্রে করা হচ্ছে না, আলোকপাত করলেন রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ শহরবাসী। শহরে ঠিকমতো আগাছা সাফাই না হওয়াতেই এই অবস্থা। তার ওপর ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মশার লার্ভা মারার তেলও ঠিকভাবে স্প্রে করা হচ্ছে না। যে কারণে মশার উপদ্রব দিনদিন বাড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে সংযুক্ত ওয়ার্ডগুলিতে এই সমস্যা বেশি। যে ওয়ার্ডগুলি পঞ্চায়েত এলাকা সংলগ্ন সেখানেও এই ধরনের সমস্যা রয়েছে।

একেই ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার প্রবণতা বাড়ছে। তার ওপর মশার উপদ্রবে একপ্রকার আতঙ্কিত শহরবাসী। শহরের যে ওয়ার্ডগুলিতে খাটাল রয়েছে সেই এলাকায় উপদ্রব আরও বেশি। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, ‘মশার তেল স্প্রে করার জন্যে আগে লোক দেওয়া হত। এখন ওয়ার্ডের কর্মীদের দিয়েই করাতে হয়। ডেডিকেটেড লোক থাকলে বেশি সুবিধা হয়।’ মশার উপদ্রব যে বেড়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত। তাঁর বক্তব্য, ‘হঠাৎ করে মশার উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। আমাদের চার-পাঁচদিন থেকে তেল স্প্রে বন্ধ রয়েছে। শুধুমাত্র স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতেই স্পেশাল টিম স্প্রে করছে। বাকি সব ছুটিতে তাই ২৯ তারিখ থেকে আবার স্প্রে শুরু হবে।’

পুরনিগমের ৪, ৫, ৪০, ৪১, ৪৬, ৪৭ সহ একাধিক ওয়ার্ড যেখানে ডেঙ্গি বেশি হয়েছে বা হচ্ছে সেই এলাকাগুলিকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করে স্প্রে করা হয়। ওই ওয়ার্ডগুলিতে খাটাল রয়েছে, আগাছা রয়েছে, একাধিক ফাঁকা জায়গায় জঙ্গল রয়েছে। এমনকি নিকাশিনালাগুলিও যথাযথভাবে সাফাই হয় না। যে কারণে ওই এলাকায় মশার উপদ্রব সবচেয়ে বেশি। পুজোর মরশুমে শুধু এই ওয়ার্ডগুলিতেই মশার লার্ভা মারার তেল স্প্রে করা হচ্ছে।

পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগরের বাসিন্দা সুনীতা মাহাতোর বক্তব্য, ‘সন্ধ্যা নামার আগেই মশার উৎপাত শুরু হয়ে যায়। মশার জন্যে স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে জল ঠিকমতো ভরা যায় না। এক জায়গায় দাঁড়ালেই মশা কামড়াতে শুরু করে। ছেলেমেয়েদের মশার কামড়ের হাত থেকে বাঁচাতে আমরা সন্ধ্যা থেকেই বাড়িতে মশারি টাঙিয়ে রাখি।’ ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা নারায়ণ রায়ের বক্তব্য, ‘গত কয়েকদিন ধরে মশার খুব উৎপাত শুরু হয়েছে। সন্ধ্যায় ব্যালকনিতে বসাই যাচ্ছে না। এটা তো আগে ছিল না।’

কোথায় সমস্যা

- যে ওয়ার্ডগুলিতে খাটাল রয়েছে, আগাছা রয়েছে সেখানে মশার উপদ্রব বেশি
- যেখানে জঙ্গল রয়েছে আর নিকাশিনালা সাফাই হয় না সেখানেও উপদ্রব
- সংযুক্ত ওয়ার্ড এবং যে ওয়ার্ড পঞ্চায়েত সংলগ্ন সেখানেও একই সমস্যা রয়েছে

বিজ্ঞাপনে ঢেকেছে শহরতলির মুখ

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : দেবীডাঙ্গা থেকে মিলন মোড় পর্যন্ত চম্পাসারি মেইন রোডকে কেন্দ্র করে দেদারে চলছে বিজ্ঞাপন বোর্ডের দৌরাত্ম্য। যত্রতত্র লোহের খুঁটি লাগিয়ে জায়গার দখল নেওয়া হচ্ছে। লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বোর্ড। ইচ্ছেমতো জায়গা দেখে মূলত লোহার খুঁটি পুঁতে এই বোর্ড লাগানো হচ্ছে রাস্তার ধারে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিজ্ঞাপন বোর্ড নিয়ন্ত্রণে রীতিমতো দিশেহারা চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত।

পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা বলছেন, ‘শুধু বোর্ড নয়। বেশকিছু জায়গায় আমাদের না জানিয়ে হোর্ডিং লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে! অথচ আমরা বিজ্ঞাপন ব্যানার থেকে শুরু করে হোর্ডিং লাগানোর ক্ষেত্রে একটি বাই ল’ তৈরি করেছি। সেটি পাশও হয়ে গিয়েছে। অনুমতি নেওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশমতো হোর্ডিং, বোর্ড লাগানোর ব্যাপারে প্রচার চালানো হয়েছে। এরপরও বিভিন্ন জায়গায় যেমন খুশি বিজ্ঞাপনী বোর্ড, হোর্ডিং লাগানো হচ্ছে। আমরা ঠিক করেছি, ছটপুজোর পরে এ ব্যাপারে অভিযানে নামব।’

শহর সংলগ্ন দেবীডাঙ্গায় বসতি বাড়ার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্যাফে-রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে বাড়ছে দৃশ্যদূষণ। শনিবার দেবীডাঙ্গার চম্পাসারি মেইন রোড ধরে এগোতেই বিজ্ঞাপনের বাড়বাড়ন্ত নজরে পড়ল। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়িয়ে কিছুটা এগোতেই দেখা গেল, রাস্তার ধারে একটি বড় নালা রয়েছে। সেই নালার মধ্যে লোহার খুঁটি পোঁতা হয়েছে। এরপর সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞাপন। এমনকি, বেশকিছু জায়গায় একসঙ্গে একাধিক বোর্ড লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাও নজরে পড়ল। সেখানে আবার বোর্ডগুলো যাতে পড়ে না যায়, তার জন্য খুঁটির নীচের অংশ সিমেন্ট দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে একরাশ ক্ষোভপ্রকাশ করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ মাহাতো। তিনি বলেন, ‘কোনও নজরদারি না থাকার কারণেই এলাকার যত্রতত্র লোহার খুঁটি পুঁতে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতিযোগিতায় এলাকাজুড়ে বল্গাহীন দৃশ্যদূষণ চলছে।’ বিভিন্ন জায়গায় সরকারি তরফে লাগানো বোর্ডগুলিও এই ধরনের বিজ্ঞাপন বোর্ড, ফেস্টুনে ঢেকে যাচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কথায়, ‘আমরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছি।’

টক টু মেয়র-এ গৌতমকে নালিশ

অবৈধ নির্মাণে বেছে পদক্ষেপ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : অবৈধ নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ কিছুতেই থামছে না। প্রায় প্রতিদিনই শিলিগুড়ি পুরনিগমে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ জমা পড়ছে। কিন্তু সব অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে এই বিষয়টি নিয়েই একাধিক অভিযোগ এসেছে। অন্তত তিনজন বিভিন্ন এলাকা থেকে ফোন করে মেয়রের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ হল, অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পুরনিগমে অভিযোগ জানানো হলেও কেউ কোনও পদক্ষেপ করছেন না।

এই ধরনের একাধিক ফোন পাওয়ার পর আধিকারিকদের তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেন মেয়র গৌতম দেব। যেখানেই অভিযোগ আসছে সেখানে আগে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র। কাজ বন্ধ করে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। তদন্তে অবৈধ নির্মাণের প্রমাণ মিললে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, ‘সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে হবে। আগে কাজ বন্ধ করতে হবে। তারপর তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।’

পুরনিগম এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে একাধিক অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকেই এই অভিযোগ জমা পড়ছে।

এর মধ্যে দু’-একটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ফাইলচাপা পড়ে যাচ্ছে। অভিযোগ, বেছে বেছে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আগে বিরোধীরা অভিযোগ তুললেও শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে শহরবাসী সরাসরি এই অভিযোগ করেন মেয়রের কাছে। কেউ বলছেন, পুরনিগমে এসে লিখিত অভিযোগ করে গেলেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। কেউ বলেছেন, অভিযোগ পেয়ে আধিকারিকরা গেলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। আবার কেউ বলছেন, আধিকারিকরা দেখে আসার পর আরও দ্রুত নির্মাণকাজ হচ্ছে।

কী অভিযোগ

- অবৈধ নির্মাণ নিয়ে পুরনিগমে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করে এলেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না
- দু’-একটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ফাইলচাপা পড়ে যাচ্ছে
- কেউ বলছেন, অভিযোগ পেয়ে আধিকারিকরা গেলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি
- কেউ আবার বলছেন, আধিকারিকরা দেখে আসার পর আরও দ্রুত নির্মাণকাজ হচ্ছে

> সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে হবে। আগে কাজ বন্ধ করতে হবে। তারপর তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।
>
> **গৌতম দেব**
> *মেয়র*

এরপরেই মেয়র এদিন পুর নিগমের বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকদের পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। অভিযোগ পেলে আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ বন্ধ করার নোটিশ দিতে বলা হয়েছে। তারপর তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।

অবৈধ পার্কিংয়ের ‘সেফসাইড’ থানা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : সকাল সাড়ে দশটা পেরিয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ি থানার মূল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দুই কর্মী। সেই সময় এক তরুণ বাইক নিয়ে থানায় ঢোকার চেষ্টা করছেন। ‘কী কারণে ঢুকতে চাইছেন?’ থানার এক কর্মীর প্রশ্নে থতোমতো খান ওই তরুণ। বলেন, ‘আসলে বাইক পার্কিংয়ের জায়গা নেই। তাই থানায় পার্ক করতে এসেছিলাম।’ একই পরিস্থিতি মাটিগাড়া থানাতেও। মঙ্গলবার হাটবারে সেখানে গেট পাহারা দিতে দেখা যায় কর্মীদের।

শহরের বাজার এলাকাগুলোর মধ্যে থাকা থানাগুলোর মধ্যে শিলিগুড়ি থানা ও মাটিগাড়া থানা অন্যতম। রেগুলেটেড মার্কেটের মধ্যেই প্রধাননগর থানা। সামান্য নজর এড়ালেই থানা চত্বরেই বাইক পার্ক করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উধাও হয়ে যাচ্ছেন অনেকে।

এই ব্যাপারে মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘থানা একটা পাবলিক প্লেস। তবে সেটা যাতে অবৈধ পার্কিং স্পট না হয়ে যায় সেদিকটাও আমাদের নজর রাখতে হচ্ছে।’

সমস্যা যেখানে

- বাজার-হাটে এসে থানা চত্বরে বাইক পার্কিং
- ঘণ্টার পর ঘণ্টা থানায় বাইক পড়ে থাকায় সমস্যা
- শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া ও প্রধাননগর থানায় এই প্রবণতা বেশি

শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা শিলিগুড়ি থানার পাশেই ডিআই ফান্ড মার্কেট। পার্কিংয়ের কোনও ব্যবস্থাই নেই। এই পরিস্থিতিতে পার্কিংয়ের জন্য থানা চত্বরকেই বেছে নেন ক্রেতারা। এসিপি অফিসে ঢোকার রাস্তায় অনেকে বাইক, স্কুটি পার্ক করে বাজারে চলে যান। এক পুলিশকর্তার বলেন, থানার সামনে বাজেয়াপ্ত করা বেশ কিছু বাইক, গাড়ি রাখা রয়েছে। সেখানেই অনেকে বাইক, স্কুটি পার্ক করে চলে যান।’

সমস্যা মেটাতে প্রধাননগর থানা চত্বরে নো পার্কিং বোর্ড লাগানো হয়েছে। যদিও পার্কিং জোন না থাকায় থানাকে ‘সেফসাইড’ ভেবেই অনেকে পার্ক করে চলে যান, এমনই বলছিলেন ঋষিকেশ দাস। বাজার করার স্বার্থে প্রতিনিয়ত তিনি ডিআই ফান্ড মার্কেটে আসেন। শনিবার এসিপি অফিসে বাইক পার্ক করার সময় তিনি বলছিলেন, ‘পার্কিংয়ের সুষ্ঠু জায়গা থাকলে থানায় ঢুকে পার্কিংয়ের প্রয়োজনই পড়ে না।’

শহরে পার্কিং জোনের অভাবের ব্যাপারে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, ‘পার্কিংয়ের একটা সমস্যা তো রয়েইছে। সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। বিগত আমলে এব্যাপারে প্ল্যানিং না করার কারণেই এই সমস্যা হচ্ছে। তবে আমরা পার্কিংয়ের কয়েকটা জায়গা চিহ্নিত করেছি।’

নীতিপুলিশির শিকার যুগল

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : শহর শিলিগুড়ির বুকে নীতিপুলিশির শিকার হয়ে হেনস্তা হতে হল এক তরুণ-তরুণীকে। ঘটনাটি মেডিকেল ফাঁড়ি সংলগ্ন নিমতলা এলাকার। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পেয়ে পৌঁছায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক ওই যুগলকে ফাঁকা ফ্ল্যাটে ‘আপত্তিকর অবস্থা’য় দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁদের মতে, শুক্রবার রাতে অভিযুক্ত তরুণ এক তরুণীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ঢোকেন। এরপর বাড়ির ভেতর থেকে ‘অশ্লীল কথাবার্তা’ শুনতে পান এলাকার লোকজন। এরপর সটান ওই বাড়িতে চড়াও হয়ে ঘরে ঢুকে পড়েন অত্যুৎসাহী পড়শিরা। তবে কার অনুমতি নিয়ে তাঁরা আড়ি পাতলেন বা ওই দুই প্রাপ্তবয়স্কের গোপনীয়তা ভঙ্গ করলেন, তার সদুত্তর মেলেনি।

এরমধ্যে এসে হাজির হন তরুণের পরিবারের লোকজন। চাপের মুখে অপ্রস্তুত তরুণের সাফাই, ‘শৌচকর্মের জন্য তরুণীকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম।’ সাময়িক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য যুগলকে উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে পুলিশ। যদিও জিজ্ঞাসাবাদের পরে দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সাজছে নদীঘাট, বাড়ছে নিরাপত্তা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত প্রায় ১০০টি ছটঘাটকে সাজানো হচ্ছে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৯৮ টাকা। বিভিন্ন ঘাটে চলছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ। সঙ্গে নিরাপত্তাও জোরদার করা হচ্ছে। ছটব্রতীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে একাধিক ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ছটব্রতী থেকে শুরু করে ঘাটে আসা পুণ্যার্থীদের অর্ঘ্য নিবেদনে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য ঘাটে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এলইডি লাইট ও হ্যালোজেন লাইট লাগানো হবে। ঘাটে প্রবেশের পথে ও নদীর ধারে রাস্তা ও ঘাট সংলগ্ন অন্ধকার জায়গাগুলিতেও অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এছাড়া ১, ২, ৬, ১০, ৩১, ৩২, ৩৫, ৪২, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডগুলিতে থাকা ঘাটকে আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে। ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘাট আলোকিত করা সহ নানা কাজের দায়িত্বে থাকবে এসজেডিএ। ৩১ ও ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য ৯৯ হাজার ৯৯৭ টাকা, ১, ২৪ ও ৩৫-এর জন্য ৯৯ হাজার ৯৯০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বড় ঘাটগুলির জন্য একটু বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শনিবার মহকুমা শাসককে সঙ্গে নিয়ে লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট পরিদর্শন করেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মেনেই সমস্ত কাজ হবে।

মহানন্দা ছটঘাটে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শহরের বাসিন্দা সজল প্রসাদ বলছিলেন, ‘এখন আলো ঝলমলে ঘাট সহ পুজোঘাটে প্রশাসনের তরফে একাধিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে থাকে ভক্তদের সুবিধার্থে।’ পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের কমল আগরওয়াল বলেন, ‘আমরা ঘাটগুলিকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলব। কোথাও যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেদিকেও নজর রাখা হবে।’

পৃথিবীর পাঠশালা

মশা তাড়ানোর স্মার্ট বড়ি

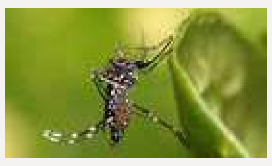

বিজ্ঞানীরা এমন একটি বড়ি তৈরি করেছেন যা গ্রহণ করলে মানুষের রক্ত মশার জন্য বিষাক্ত হয়ে যায়। এই বড়িতে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি এবং জিকার মতো মশাবাহিত রোগ থেকে মানুষকে ভিতর থেকে রক্ষা করবে। বড়িটিতে এমন যৌগ রয়েছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু মশার জন্য মারাত্মক। মশা কামড়ালে তারা সেই রাসায়নিকগুলি গ্রহণ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়। বিশ্বব্যাপী এটি গৃহীত হলে এটি সংক্রমণ হার ব্যাপকভাবে কমিয়ে জনস্বাস্থ্যে বিপ্লব আনতে পারে। মশাবাহিত রোগে প্রতি বছর ৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

৩০ দিনে মঙ্গল যাত্রা

যুক্তরাজ্যের প্রকৌশলীরা সানবার্ড নামে একটি রকেট তৈরি করছেন, যা ঘণ্টায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার বেগে ভ্রমণ করতে পারে। এই গতিতে নভশ্চারীরা আজকের রকেটের ৭-৯ মাসের তুলনায় মাত্র ৩০ দিনে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাতে পারবেন। নিউক্লিয়ার ফিউশন দ্বারা চালিত সানবার্ড আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের ভবিষ্যতকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। প্রথাগত রকেটগুলি রাসায়নিক চালনার উপর নির্ভর করে, যা গতিতে সীমিত। ফিউশন রকেট হাইড্রোজেন আইসোটোপকে হিলিয়ামে ফিউজ করে থ্রাস্ট তৈরি করে, বিশাল শক্তি নির্গত করে। এটি কেবল আরও শক্তিশালী নয়, বরং এটি অনেক কম তেজস্ক্রিয় বর্জ্যও তৈরি করে। এটি সফল হলে সানবার্ড রুটিন মানব মঙ্গল অনুসন্ধান সক্ষম করতে পারে।

ঘুম ভাঙছে মার্কিন আগ্নেয়গিরির

ভূতত্ত্ববিদরা মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স (ওয়াশিংটন), ইয়েলোস্টোন (ওয়াইমিং), মাউন্ট হুড (ওরেগন) এবং মাওনা লোয়া (হাওয়াই) সহ বেশ কয়েকটি মার্কিন আগ্নেয়গিরির জন্য ক্রিয়াকলাপ সতর্কতা জারি করেছেন। যদিও কোনও আসন্ন বিস্ফোরণ নিশ্চিত নয়, তবে ভূমিকম্পের কার্যকলাপ বৃদ্ধি এবং গ্যাসের নির্গমন নিরীক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীরা নজর রাখছেন। বিশ্বের বৃহত্তম সুপার ভলক্যানোগুলির মধ্যে একটি ইয়েলোস্টোন-এ সামান্য কম্পন দেখা গিয়েছে। তবে এটি এখনও সাধারণ তাপমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। এদিকে, বিশ্বের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি মাওনা লোয়া, যাতে ২০২২ সালে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, সেখানেও মাটির স্ফীতি এবং লাভা চলাচল অব্যাহত রয়েছে। এটি মনে করিয়ে দেয়, আমাদের পায়ের নীচে থাকা গতিশীল আগ্নেয় শক্তি এখনও সক্রিয়।

ফেরারি এখন সমুদ্র-সওয়ারি

ফেরারি এবার চোখ ঘোরাল সমুদ্রের দিকে। এই বিলাসবহুল গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাটি ১০০ ফুট লম্বা একটি ইয়টের ধারণা প্রকাশ করেছে, যা প্রথাগত ইঞ্জিন ছাড়াই চলবে। ইয়টটি নিজেকে চালিত করার জন্য পাল-এর মতো বায়ুগত কাঠামো, সোলার প্যানেল এবং ঢেউয়ের শক্তি রূপান্তরকারী ব্যবহার করে। 'ফেরারি ফয়েল ১০০' নামের এই ভবিষ্যতের ইয়টটি স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা এবং গতির উপর জোর দিয়ে ৯টি পেটেন্ট সহ ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ফর্মুলা ১ প্রযুক্তি অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি এআই সহায়তাযুক্ত হাইড্রোফয়েল সিস্টেমের মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখে। যদি এটিকে বাস্তবে আনা যায়, তবে এটি বিলাসবহুল এবং পরিচ্ছন্ন চালনা ব্যবস্থাকে একত্রিত করে সামুদ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে।

বিকৃত ছবি নিয়ে অভিযোগ

খড়িবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিকৃত ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগ তুলে তৃণমূলের এক মহিলা কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করল বিজেপির খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডল কমিটি। অভিযোগ, খড়িবাড়ি বাজার এলাকার বাসিন্দা রেশমা আরফিন শুক্রবার সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ছবি বিকৃত করে পোস্ট করেন।

মণ্ডল সভাপতি তরুণ সিংহ বলেন, 'পুলিশ উপযুক্ত পদক্ষেপ না করলে দলের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।' রেশমার সাফাই, 'কোনও ভুল করিনি। ওরাও আমাদের নেত্রীকে নিয়ে এমন অনেক পোস্ট করে।'

তবে তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'এধরনের পোস্ট কাম্য নয়। এটা ভুল হয়েছে। ওকে সমাজমাধ্যম থেকে পোস্টটি ডিলিট করে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

রেললাইনে বিস্ফোরণ, এনকাউন্টারে মৃত্যু জঙ্গির

প্রথম পাতার পর

কোকরাঝাড়ে রেললাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর বক্তব্য, 'ঘটনার বিষয়ে জানতে পেরে অসম পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে।' তবে এর বেশি তিনি কিছু বলতে চাননি। পুলিশ সূত্রে অবশ্য খবর, আলিপুরদুয়ার জেলায় এর আগে কোনও নিষিদ্ধ সংগঠনের সেভাবে সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও অসম-বাংলা সীমানায় নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বুধবার রাত ১টা নাগাদ অসমের কোকরাঝাড় ও সালাকাঠির মাঝখানে বিস্ফোরণের রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্ফোরণের ধরন দেখে নিষিদ্ধ সংগঠনের যোগসূত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অসমে উচ্চস্তরের তদন্ত শুরু হয়। ঘটনার পিছনে কম করেও ১০ জনের একটি দল রয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে। শনিবার অসম পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আপিল মারা যায়। ন্যাশনাল সাঁওতাল লিবারেশন আর্মি ঝাড়খণ্ডে নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে পরিচিত। কোকরাঝাড় জেলার গ্রহমপুর গ্রামের কচুগাঁওয়ের বাসিন্দা আপিল ওই সংগঠনের কমান্ডারের দায়িত্বে ছিল। মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে সে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। এই সূত্রে তার সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বেড়ে উঠেছিল বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।

ঝাড়খণ্ডে বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে সে যুক্ত হয়। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড পুলিশের বিশেষ দল অসম পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে আপিলের খোঁজে নামে। শনিবারের পুলিশ অভিযান চালানোর সময় আপিল মারা যায়।

ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অভয় শুভেন্দুর

মুসলিম ভোটে নজর পদ্মের

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৫ অক্টোবর : ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে বিজেপির কোনও সমস্যা নেই। ভারতীয় মুসলমানদের আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের নিয়ে মূল সমস্যা হচ্ছে বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শনিবার গঙ্গারামপুরে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভা থেকে মন্তব্য করলেন। হরিরামপুর, কুমারগঞ্জ, কুশমণ্ডি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে চরম আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি অনুপ্রবেশ ইস্যুকে উসকে দেন। পরে ওল্ড মালদা স্টেশনে এসে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন। ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে আসা এই হিন্দুরা অনুপ্রবেশকারী নন, তাঁরা শরণার্থী বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শুভেন্দু বলেন, 'আমরা মুসলিম ভোট পাই না। অথচ প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্য উন্নয়ন করে চলেছেন।' সংখ্যালঘু ইস্যুতে বিরোধী দলনেতার মন্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতির জন্য বাংলাদেশের মুসলমান, রোহিঙ্গারা জড়িত। এরাই বিভিন্ন জেহাদ করে পশ্চিমবঙ্গকে বদলে দেবার চেষ্টা করছে।' আগামী এক-দুই বছরের

গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে তিরধনুক হাতে বিজেপি নেতৃত্ব। ছবি : চয়ন হোড়

মধ্যে হরিরামপুর, কুশমণ্ডি, কুমারগঞ্জ হয়তো তাঁদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে বলে শুভেন্দুর আশঙ্কা। এসআইআর প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'এর আগে বাম আমলে এসআইআর হয়েছে, আবারও হচ্ছে। এনিয়ে ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু শরণার্থীদের কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু বাংলাদেশি মুসলমান, রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করার পর পুশব্যাক করে তাদের আবার বাংলাদেশেই পাঠানো হবে।'

রাজ্য পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি বলেন, 'গঙ্গারামপুর স্টেডিয়াম মাঠে সভা করবার জন্য ১৭ তারিখে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই সময় মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর ভাই পরিচালিত গঙ্গারামপুর পুরসভা থেকে আমাদের সভার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তখনই মনে হয়েছিল এর পিছনে কোনও দুর্বুদ্ধি রয়েছে। এরপর পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পুলিশের অনুমতি ছাড়াই আজকের সভা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে পুলিশকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা বিজেপির রয়েছে।'

বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে বিরোধী দলনেতা এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি দক্ষিণ দিনাজপুর

> পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতির জন্য বাংলাদেশের মুসলমান, রোহিঙ্গারা জড়িত। এরাই বিভিন্ন জেহাদ করে পশ্চিমবঙ্গকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**
> বিরোধী দলনেতা

জেলায় ছ'টি আসনে জয়লাভ করলে এবং রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস ও কাজ শুরু হবে। মোদিজির ছোট গ্যারান্টার হিসেবে এই প্রতিশ্রুতি আজকে দিয়ে গেলাম।' এদিনের জনসভায় শুভেন্দু রাজ্যে নারী নির্যাতন নিয়ে সরব হন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ধর্ষকদের জন্য উত্তরপ্রদেশের মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হানার প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা এর বদলা চান কি না বলুন? বদলা চাইলে ভোটে সরকার বদল করতে হবে। আদিবাসীদের রক্ত ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।'

গাজোলে বিজেপির এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীকে শুভেন্দু একহাত নেন। তিনি বলেন, 'বিধায়ক থাকাকালীন ওই লোকটা আমার গাড়ির দরজা খুলত, আর আমাকে প্রণাম করত। এবারের নির্বাচনে ও হারবে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে দু'দিনের মধ্যে ওকে জেলে ঢোকাব।' বিজেপি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ৮২০০ স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন। কেউ স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে চাইছে না। এসআইআর হলে রাজ্যে প্রায় এক কোটি ভুয়ো ভোটার বাদ যাবে। এর মধ্যে ৯০ লক্ষ মমতার ভোটার।' মালদায় পৌঁছে জেলার শরণার্থী হিন্দুদের কাছে তাঁর আবেদন, 'যত দ্রুত সম্ভব সিএএ-র অধীনে নাম নথিভুক্ত করুন। ভোটার তালিকায় আপনাদের নাম থাকবে।'

বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে এদিন গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের কার্যকর্তাদের সংবর্ধনা এবং বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। শুভেন্দু ছাড়াও অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রতাপ সিং, বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাজল ডিজে, 'বধির' পুলিশ

নিয়ম ভাঙার ছবি

কোচবিহার ব্যুরো

২৫ অক্টোবর : কালীপুজোর বিসর্জনে দেদার বাজল ডিজে বক্স। মাথাভাঙ্গা থেকে চ্যাংরাবান্ধা, কোচবিহার থেকে দিনহাটা, জেলার সর্বত্র একই ছবি দেখা গেল। ডিজে বাজলেও পুলিশের তরফে অবশ্য কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি বলে অভিযোগ। যেখানে রাত পর্যন্ত বাজি ফাটানোয় সদ্যপ্রাক্তন পুলিশ সুপার নিজে অভিযানে নেমে প্রতিবেশীদের লাঠিপেটা করেছেন, সেখানে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উচ্চগ্রামে ডিজে বাজলেও পুলিশ কেন চুপ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশবিদরা।

মাথাভাঙ্গা শহরে কালীপুজোর প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় বিকট শব্দে নিষিদ্ধ ডিজে বেজেছে পুলিশের সামনেই। ডিজে বাজেয়াপ্ত বা পুজো কমিটির বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। শোভাযাত্রায় রাত পর্যন্ত উচ্চগ্রামে ডিজে বাজানোর ঘটনায় কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন বাজি বিতর্কের প্রতিবাদীরাও।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার গভীর রাতে মাথাভাঙ্গা শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিকট শব্দে হিন্দি গানের তালে কেঁপে উঠছিল। সাউন্ড বক্সের সীমা ছাপিয়ে গর্জে উঠেছিল শব্দদানব। সেই রাস্তার ধারেই মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের বাড়ি। ঠিক পাশেই অসুস্থ দম্পতি অবসরপ্রাপ্ত শুল্ক আধিকারিক কণককান্তি তরফদার ও প্রাক্তন শিক্ষিকা রেণুকা তরফদার থাকেন। ডিজের প্রচণ্ড শব্দে তাঁদের ঘুম উড়ে যায়। তাঁদের আইনজীবী পুত্র সব্যসাচী তরফদার ফোন করেন থানার আইসিকে। প্রশ্ন করেন, 'ডিজে বাজানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ। তাহলে পুলিশ কেন চুপ করে দাঁড়িয়ে?'

পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেছেন, 'আমি নিজে থানার আইসিকে বলেছি প্রতিমা নিরঞ্জনে ডিজে না বাজানোর নির্দেশ দিতে। কিন্তু বাস্তবে নির্দেশ কতটা কার্যকর তা নিয়ে এখন প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসীই।' মাথাভাঙ্গার নাগরিক সুবীর আতর্থীর আক্ষেপ, 'প্রতিবছরই কালীপুজোর নিরঞ্জনের রাতে শহর যেন শব্দের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কে কত জোরে বাজাবে, সেটাই প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশন (জিকো)-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক তাপস বর্মনের কটাক্ষ, 'কোথায় শব্দবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে তা নাগরিকরা জানাবে, পুলিশ শুধু দেখবে, এ কেমন প্রশাসন?' তাঁর বক্তব্য, 'জেলা প্রশাসনের বিশেষ অনুমতি থাকলে এগারোটা পর্যন্ত ছাড় আছে, কিন্তু ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ বেআইনি।'

একাধিকবার ফোন করা হলেও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মাথাভাঙ্গা) সন্দীপ গড়াই ফোন তোলেননি। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা অবশ্য বলেছেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরই সব পুজো কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছি যে, ডিজে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও রাত দশটার মধ্যে নিরঞ্জন শেষ করতে হবে।'

চ্যাংরাবান্ধাতেও বিসর্জনের শোভাযাত্রায় উচ্চগ্রামে ডিজে বাজল। পুলিশ-প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

ডিজে বক্স বাজিয়ে শোভাযাত্রা। মাথাভাঙ্গায়।

শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী। শনিবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

নাবালিকা উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অক্টোবর : নাচের অনুষ্ঠানে গিয়ে বৃহস্পতিবার কুমারগ্রাম এলাকার এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছিল। নাবালিকার মা ওইদিনই কুমারগ্রাম থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন। শনিবার পুলিশ কোচবিহার থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এদিন তাকে আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সিডব্লিউসি-র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই নাবালিকাকে আপাতত হোমে রাখা হয়েছে।'

জালিয়াতির পান্ডা গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে আদালতে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন করা হয়েছিল। বিচারক ৫ দিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে চক্রের বাকি পান্ডাদের ধরতে চাইছে পুলিশ। পার্থ ও নবজিৎকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার প্রস্তুতি শুরু করেছে পুলিশ।'

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, খড়িবাড়ি পুলিশ জন্মমৃত্যু শংসাপত্র তৈরির রেজিস্ট্রার তথা খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সেকেন্ড মেডিকেল অফিসার ডাঃ প্রফুল্লিত মিঞ্জের জবানবন্দি নিয়েছে। এছাড়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিককেও জেরা করা হচ্ছে।

বিজেপির শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের দাবি, পার্থ সাহা, নবজিৎ গুহনিয়োগীরা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। দুই অস্থায়ী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মূল অপরাধীদের আড়াল করার জন্য। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল সহ বিএসকে কেন্দ্রগুলি পশ্চিমবঙ্গে জাল শংসাপত্র তৈরির কারখানা হয়ে উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা করে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হবে।

একই দাবি করেছেন ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সহ সভাপতি আবু মান্না। তিনি বলেন, শংসাপত্র তৈরির ডেটা চেকিং এবং পোর্টালে আপলোড করা কাগজপত্র খতিয়ে দেখে যিনি শংসাপত্রে ডিজিটাল সই করেছেন, সেই রেজিস্ট্রারকে স্বাস্থ্য দপ্তর আড়াল করতে চাইছে। রেজিস্ট্রার সহ চক্রের বাকি পান্ডাদেরও গ্রেপ্তারের দাবি করেন তিনি।

চক্রান্তের সন্দেহ

প্রথম পাতার পর

বৈঠক চলাকালীনই এসএসকেএমের ডিরেক্টরকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সিসিটিভির নজরদারি থাকলে এসএসকেএমে নাবালিকা নিগ্রহ ঘটতে পারত না।'

যেসব সিসিটিভি খারাপ রয়েছে, সেগুলি বদল বা মেরামত করা হয়নি কেন- প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। এতে তিনি যে অত্যন্ত বিরক্ত, তা বৈঠকে বুঝিয়ে দেন মমতা। স্বাস্থ্য দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীরই হাতে। সেই দপ্তরের সম্পর্কে একের পর এক এরকম খারাপ খবর তাঁকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।

কেননা, সরকারি হাসপাতালে কিছু ঘটলে তাঁর ওপরই দায় বর্তায়। সেজন্য এইসব ঘটনার পিছনে চক্রান্ত থাকতে পারে বলে শনিবারের বৈঠকে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলিতে নিযুক্ত বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাজকর্ম নিয়েও তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করেন। অনৈতিক কাজের অভিযোগে সাসপেন্ড নিরাপত্তাকর্মীদের কেন বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ফের কাজে নিচ্ছে- প্রশ্ন তোলেন তিনি।

হাসপাতাল, মেডিকেলে 'যাঁরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা বাধ্যতামূলক' বলে মমতা নির্দেশ দেন। হাসপাতালে দালালচক্র ও ভেজাল ওষুধ রুখতেও একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিয়েছেন তিনি। আরজি করের ঘটনার সময় স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের অপসারণ দাবি করেছিলেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু এখন আর স্বাস্থ্যসচিবের পাশে থাকবেন কি না, নবান্নের অন্দরেই চর্চা শুরু হয়েছে।

মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ডাকা বৈঠকে শনিবার বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ, সুপারদের পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা প্রমুখ এবং জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসাররা ছিলেন। বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতিটি নিরাপত্তা সংস্থাকে পুলিশের ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে। সাতদিনের মধ্যে সংস্থাগুলি পুলিশের ক্লিয়ারেন্স না নিলে নতুন সংস্থাকে নিয়োগ করা হবে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে পড়েন মেডিকেলের অধ্যক্ষ ও সুপাররা। হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চান। প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিভিউ রিপোর্ট জমা দিতে স্বাস্থ্যসচিবকে নির্দেশ দেন মমতা।

এসএসকেএমে নাবালিকা নিগ্রহে অভিযুক্ত এর আগেও দুষ্কর্ম করেছিল। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, 'যার নামে ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল, সে কী করে হাসপাতালে ঢুকল এবং তার দায় কেন রাজ্য সরকার নেবে? এসএসকেএমের পুরুষ শৌচাগারে নাবালিকাকে কী করে নিয়ে যাওয়া হল? কেন সিসিটিভিতে বিষয়টি ধরা পড়ল না? কেন চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পুরোনো অপরাধের দায় সরকারকে নিতে হবে?'

পথ অবরোধ

খড়িবাড়ি, ২৫ অক্টোবর : শনিবার খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়ক সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন বিক্ষুব্ধ ছটব্রতীরা। খড়িবাড়ি বাজারের দোকানপাটও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিন ছিল ছটপুজোর 'নাহায়-খায়' অনুষ্ঠান। এই সময় ছটব্রতীরা খালি পায়ে নদীতে স্নান করতে যান। কদমতলা মোড় থেকে ভালুকগাড়া মোড় রাজ্য সড়ক খানাখন্দে ভরা। এই রাস্তাটি ছটব্রতীদের দণ্ডি কেটে যাওয়ার পথের মধ্যেই পড়ে। শুক্রবারের মধ্যে রাস্তা সারাইয়ের আশ্বাসও দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও কাজ না হওয়ায় এদিন বিক্ষোভে নামেন তাঁরা। খড়িবাড়ির বিডিও ও পুলিশের আশ্বাসে সাড়ে ১২টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। খড়িবাড়ি বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'ইতিমধ্যেই শ্রমিকরা কাজ শুরু করেছেন।'

ভাসলেন রো-কো

প্রথম পাতার পর

ম্যাচ ও সিরিজ সেরা রোহিত। ব্যক্তিগত প্রাপ্তি ছাপিয়ে দলের কথা। সিরিজ হাতছাড়ার আক্ষেপ থাকলেও রোহিতের বিশ্বাস, তরুণ দল অনেক কিছু শিখবে এই সফর থেকে। রোহিত বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া সফর মানে কঠিন চ্যালেঞ্জ। তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই সেরাটা দিতে হবে। সিরিজ জিততে না পারলেও ইতিবাচক অনেক কিছু রয়েছে। দলে একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার। এই অভিজ্ঞতা থেকে ওরা শিখবে।'

অবসরের জল্পনাকে উড়িয়ে তরুণ ব্রিগেডকে 'রাস্তা দেখানোর' দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে চান রোহিত। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, 'আমরা যখন নতুন দলে আসি, সিনিয়াররা সাহায্য করেছিল। এখন আমাদের পালা। অভিজ্ঞতাটা ওদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। আর আমি যেটা (ক্রিকেট) করি, তা আমার ভালোবাসার জিনিস। আশা করি, সেটা চালিয়ে যেতে পারব।'

দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরা। প্রথম ম্যাচে ৮ রানে আউট হওয়ার পর রোহিতের 'শেষ' দেখেছিলেন অনেকেই। অ্যাডিলেডে ৭৩ রানের পর আজ অপরাজিত ১২১। মুখের ওপর জবাব সমালোচকদেরও। রোহিতের কথায়, দীর্ঘদিন ম্যাচ না খেললেও অজি সফরের প্রস্তুতিতে ফাঁকফোকর রাখেননি। মানসিক প্রস্তুতি, পরিকল্পনাতে জোর দিয়েছিলেন। প্রতিটি অজি সফরে যা করে থাকেন, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আত্মবিশ্বাস ছিল সাফল্য পাবেন।

ভিড় ভিন কর্মক্ষেত্রে, সংকটে বাগান

প্রথম পাতার পর

পাশ করা ডাক্তার নেই হাতেগোনা কয়েকটি বাগান ছাড়া। অমিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সও।

বাগানের হাসপাতালগুলিতে হয়তো ব্রিটিশ আমলের কাঠামো আছে। কিন্তু নিদেনপক্ষে অ্যাম্বুল্যান্সও নেই বহু বাগানে। ফলে ভরসা কাছেপিঠের সরকারি হাসপাতাল। গেলে সেই সরকারি হাসপাতালেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে জেনে বাগানের হাসপাতালে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন শ্রমিকরা। যদিও একটা সময় ডুয়ার্সের চা বাগানের অনেক গ্রুপ হাসপাতাল টেক্কা দিত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে। হত শল্য চিকিৎসা থেকে সিজারিয়ান প্রসবও।

নয়া প্রজন্মের বাগানবিমুখতার এটাও একটা কারণ। কে না জানে, স্বাস্থ্য পরিষেবা যে কোনও মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অন্যতম বড় শর্ত। সঙ্গে রয়েছে গত দু-তিন দশকে নতুন প্রজন্মের পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস এমনকি ভাষার পরিবর্তন। নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়ে বাঁচতে উন্মুখ এই প্রজন্মের পরিবর্তিত জীবনযাত্রা ও আধুনিকমনস্কতার কারণে বাড়ছে আর্থিক চাহিদা। হাতে হাতে স্মার্ট ফোন বদলে যাওয়া সমাজকে আরও বেশি করে চেনাচ্ছে তাদের।

এই প্রজন্মের মানসিক, সামাজিক ও পারিবারিক চাহিদার পরিবর্তন চিরাচরিত প্রথায় কোনও ট্রেড ইউনিয়ন আর পূরণ করতে পারছে না। বাগানের প্রতি বৈরাগ্য সৃষ্টির এসবও কারণ। চা বাগান পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আওতায় আছে ১৯৯৮ সাল থেকে। এরপর সরকারি পরিকাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয় বাগানে। গড়ে ওঠে বহু হিন্দিমাধ্যম প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়।

বাগানের আদি বাসিন্দা আদিবাসী ও গোর্খা জনগোষ্ঠীর শ্রমিক ও অ-শ্রমিক পরিবারগুলি ভাষাগত নৈকট্যের কারণে ছেলেমেয়েদের হিন্দিমাধ্যম স্কুলগুলিতে ভর্তি করে। এতে বাগানের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কলেজ, ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চশিক্ষিত হচ্ছেন। পড়াশোনা করে সেই প্রজন্ম আর চা শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে রাজি হচ্ছে না।

১৯৯১ সালে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে ১০ হাজার নতুন নিয়োগের চুক্তি হলেও পুরোটা বাস্তবায়িত হয়নি। চা শিল্পের কোনও অনুসারী শিল্প কিংবা অন্য কোনও সংগঠিত শিল্প গড়ে ওঠেনি এই অঞ্চলে। সরকারি চাকরির বাজার ক্রমশ পড়তির দিকে। যেটুকু সুযোগ আছে, তাতে এত সংখ্যক ছেলেমেয়ের কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। কর্মসংস্থানের এই অনিশ্চয়তাও তাদের অন্যত্র ছুটে যাওয়ার কারণ।

চা বাগান থেকে ভিনরাজ্যে গিয়ে কেউ বিউটি পার্লারে, কেউ নির্মাণশ্রমিকের, কেউ গাড়িচালকের, কেউ হোটেল-রেস্তোরাঁয় আবার কেউ গৃহসহায়কের কাজ খুঁজে নিচ্ছেন। একজন গিয়ে থিতু হওয়ার পর আত্মীয় বা চেনাপরিচিতদের নিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে মজুরি নিদেনপক্ষে দিনে ৫০০ টাকা। দক্ষ শ্রমিক হলে ৮০০-১০০০ টাকা। অনেকে একসঙ্গে থাকেন। কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগকারী এজেন্সি থাকার ব্যবস্থা করে। ফলে খরচের সাশ্রয় হয়।

তাঁদের সঞ্চিত টাকায় লজঝড়ে বাগানে শ্রমিক কোয়ার্টারের খালি জায়গায় অনেক ছাদ দেওয়া দু'কামরার ঘর তৈরি হয়েছে।

বাগানের এমন অনেক শ্রমিক মহল্লা রয়েছে, যেখানকার ১৮-৪০ বছর বয়সি সবাই ভিনরাজ্যে। আসল কথা, নতুন প্রজন্ম চা বাগানের বাইরে কাজ চায়। আর পাঁচজনের মতো স্বপ্ন দ্যাখে আরও বেঁচে থাকার। তাতে চা বাগানের সংকট বাড়লে বাড়ুক, সেদিকে আর নজর নেই। নতুন স্বপ্নের খোঁজ অন্যত্র।

ঘরে গা-ঢাকা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু বাইরের যাদের ভাড়া দেওয়া হচ্ছে তাদের কোনও তথ্য রাখা হচ্ছে না। এর ফলে অপরাধীরাও অনায়াসে এসে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছে ওই এলাকায়। যার ফলে এলাকায় ঝামেলাও বাড়ছে। মাস ছয়েক আগে এলাকায় এক যৌনকর্মীর ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে এক তরুণের বিরুদ্ধে। ওই তরুণের বিরুদ্ধে আগেও অনেক মামলা ছিল। তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় দু'মাস আগে একই কায়দায় এক যৌনকর্মীর পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয় ওই তরুণ। ওই তরুণ এলাকায় কুখ্যাত। নিষিদ্ধপল্লিতেই বাড়িভাড়া নিয়ে সে থাকত। ওই সময় ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ঝামেলা হয়েছিল। যৌনকর্মী ওই তরুণীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা তথা এক যৌনকর্মীর বক্তব্য, 'বাইরে থেকে মাঝে মাঝেই কেউ না কেউ এসে এখানে থাকে। কেউ এক-দু'দিন থাকে, চলে যায়। কেউ আবার কয়েক মাস থেকে যায়। যারা বেশি দিন থাকে তাদের সঙ্গে সবার পরিচিতি হয়ে যায়।' আরেক যৌনকর্মীর বক্তব্য, 'আমাদের ছেলেমেয়েরাও এখানে থাকে। আমরা যৌনকর্মী হলেও ওদের ভালো জীবন দিতে চাই। তাই স্কুলে পাঠানো হয়, পড়াশোনা করানো হয়। ঝামেলা হলে ওদের ওপরও কুপ্রভাব পড়ে।'

রংদার রোববার

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৬ অক্টোবর ২০২৫ পনেরো

১৬
ট্রাভেল ব্লগ
সাগ্নিক চক্রবর্তী

১৭
ছোটগল্প ইন্দ্রনাথ ঘোষ
কবিতা পীযূষ সরকার, মাল্যবান মিত্র, বনি দে, মনামী সরকার, আশুতোষ বিশ্বাস, সমীর সরকার ও অন্তরা মণ্ডল

কালি ও কলম ছাড়া লেখালেখি অসম্ভব, এ ধারণা বদলেছে অনেককাল আগেই। কিবোর্ডে খটখট-- অক্ষর রূপ নেয় অনায়াসে। পরিবর্তনের এই ধারা মনে কতটা প্রভাব ফেলেছে তা জানতে অনেকেই উন্মুখ।

ঝরনার ধারার সঙ্গে ঝরে পড়বে আত্মবিশ্বাস

কৌশিক মৈত্র

এআই সমস্ত কাজ নিজেই করবে। মানুষের আর কোনও প্রয়োজনই পড়বে না। তখন হাতে অঢেল সময় পাওয়া মানুষ মন দিয়ে চাষবাস করতে পারবে। এলন মাস্কের বলা এই কথাটা বেশ ভয় ধরানোর মতোই। সত্যিই কি এমনই দিন আসতে চলেছে? এআই যেভাবে দিনকে দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে তাতে এই আশঙ্কা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার উলটোদিকের কথা ভাবলে হয়তো এখনই অতটা ভয়ের কিছু নেই। খুব ছোট্ট এক হাতিয়ার আমাদের হাতেই রয়েছে। ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলেই হল। দারুণ কাজে দেবে।

কী সেই হাতিয়ার বলে নিশ্চই মনে প্রশ্ন আসছে? আসাটাই স্বাভাবিক। আরে সে আর এমন কিছু হাতিঘোড়া বিষয় নয়। হাতের লেখা। আর সেই লেখা যদি ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখা হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কালির কলম দিয়ে লেখা স্পষ্ট হাতের লেখা মানেই দারুণ আত্মবিশ্বাস। আজকাল কম্পিউটারে কিছু লেখার সময় সেই যন্ত্র আগে থেকেই গোটা বিষয়টা ধরে নিয়ে অনেক কিছু পরামর্শ দিতে থাকে। দেবেই। আসলে সবাই একই ধাঁচে ভাবছে তো। কিন্তু যাঁদের হাতের লেখা স্পষ্ট, তাঁদের ভাবনার জগৎটাও বিশাল। তাই তাঁরা কম্পিউটারে লিখতে বসলে সেই যন্ত্র কিন্তু আগেভাগে এমন পরামর্শ দিতে গিয়ে নিজেই কিছুটা দোটানায় পড়বে। আর এখানেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-কে হারিয়ে দেওয়ার ফর্মুলাটা লুকিয়ে।

ফাউন্টেন পেন বা ঝর্ণা কলমের বিষয়ে আরেকজন লিখেছেন। আমি বরং কালির বিষয়টি বলি। হয়তো অনেকেরই জানা, তবুও ওই যাকে বলে একটু ফিরে দেখা। বহুদিন আগে যাঁরা খাগের কলম বা ওই জাতীয়

> হাতের লেখা গোটা গোটা অক্ষরে স্পষ্ট হলে সাবাসি কুড়োতেও বেশি সময় নেয় না। মহাত্মা গান্ধি এটা জানতেন। আর তাই বেশি বেশি করে লিখতে চাইতেন।

কিছু দিয়ে লেখালেখি করতেন তাঁরা নিজেরাই কালি তৈরি করে নিতেন। প্রদীপের তেল পুড়ে যে কালচে বস্তু তৈরি হত তার সঙ্গে শিকড়বাকড়, আর পশুপাখির হাড়গোড় মিলিয়ে তা তৈরি করা হত। আমাদের দেশের পাশাপাশি চিনেও অনেকটা এভাবেই কালি তৈরি করা হত। তবে তারা এই জিনিসটিকেই জমিয়ে একটা শক্ত সাবানের মতো তৈরি করত। তারপর তা জল দিয়ে ঘষে ঘষে সেই তরলকে কালি হিসেবে ব্যবহার করা হত। এরপর সময় যতই গড়িয়েছে কালির ইতিহাস ততই বদলে গিয়েছে। ওক গাছে পোকা লাগলে তা থেকে একরকম তরল বের হত। একে 'আয়রন গল' বলা হত। একটা সময় একেও কালি হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। তবে সমস্যা বলতে এই কালির রং কিছুটা লালচে রংয়ের হত। যা অনেকেরই মনপসন্দ ছিল না। তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্বের শেষপর্যন্ত এই কালিই ব্যবহার করা হয়েছে। এরমধ্যে জার্মানিতে 'অ্যানিলিন' নামে এক ধরনের কালি তৈরি হওয়া শুরু হয়। কালির গায়ে সেবারই প্রথম নীল রং লাগে।

কালি সাধারণত দুই ধরনের হয়। ডাই আর পিগমেন্ট বেসড। সহজভাবে বুঝিয়ে বলি। কালিতে জল আর রং থাকে। এই রং যাতে ভালোভাবে জলের কণার সঙ্গে আটকে থাকে তাই এক ধরনের বেস ও বাইন্ডার ব্যবহার করা হয়। আর গোটা জিনিসটা যাতে সহজে নষ্ট না হয়ে যায় তাই কিছু রাসায়ানিক ব্যবহার করা হয়। ডাই বেসড কালি জলে পুরোপুরি মিশে যায়। পিগমেন্ট বেসড কালির রং অনেকসময় একটু উজ্জ্বল হয়। কিন্ত পিগমেন্ট জলে মিশে যায় না। ফলে মাঝেমধ্যেই সেই কালি জমে গিয়ে পেনের নিবের দফারফার সম্ভাবনাও খুব বেশি। ডাই বেসড কালির ক্ষেত্রে অবশ্য সেই সমস্যা নেই।

মস্তিষ্কে উদয় হওয়া চিন্তা হাত দিয়ে আঙুলে নেমে কলমের নিবের মাধ্যমে কালির সাহায্যে সহজেই কাগজে ফুটে ওঠে। সেই চিন্তাধারা স্পষ্ট হওয়ার পাশাপাশি হাতের লেখা গোটা গোটা অক্ষরে স্পষ্ট হলে সাবাসি কুড়োতেও বেশি সময় নেয় না। মহাত্মা গান্ধি এটা জানতেন। আর তাই বেশি বেশি করে লিখতে চাইতেন। তবে তাঁর কথা বলার আগে পিএম বাগচির কথা বলা যাক। তাঁরা পঞ্জিকা বানাতেন। তা লেখার জন্য নিজেরাই কালি তৈরি করে নিতেন। একটা সময় শান্তিনিকেতনের তিন পড়ুয়া মিলে কালি তৈরি করেছিলেন। নাম দেওয়া হয়েছিল 'কাজলকালি'। দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন মিলেও এমনই এক কালি বানিয়ে ফেলেছিলেন। এবার আবার গান্ধিজির কথায় ফেরা যাক। কাগজে লেখালেখির মাধ্যমে সবার মধ্যে বিপ্লব ছড়াতে গিয়ে দেখলেন বাজারে ইংরেজদের তৈরি কালির রমরমা।

এরপর ষোলোর পাতায়

নিভৃতে-যতনে... নামটি লিখো

জয়শীলা গুহ বাগচী

'ওলো সই, আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই...'

কী তীব্র চাওয়া মনকে বোঝার, মনকে জানার। কার মন? অন্যের নাকি নিজের? সবটাই বড় কঠিন। অথচ আমরা সবসময় মনের কথাই বলতে চাই। নিভৃত মেয়েটি বা ছেলেটি গোপন ডায়েরির পাতায় পাতায় লিখে রাখে মনের খবর। কোনও পাতায় তার ভালোলাগার কথা, কোনও পাতায় টুপটাপ করে ঝরে পড়ে গোপন বিষাদ। অথবা ধরা যাক হিসেবের খাতা, সেখানেও কি মন নেই? আনমনে হিসেবের ফাঁকে আঁকিবুঁকি করেছে কেউ। মন খারাপের একটা ছোট্ট ফুল ফুটে আছে সেখানে। মনের খবর তাই শুধু গোপন ঘরেই থাকে না, খাতার মধ্যে বুনো ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

হিসেবের খাতা বলতেই মনে পড়ে বিখ্যাত কালীসাধক শ্যামাসংগীতের অন্যতম স্রষ্টা রামপ্রসাদ সেনের কথা। দুর্গাচরণ মিত্র নামে এক ধনীর কাছারিতে হিসেব লেখার কাজ করতেন তিনি। সেই কাছারির হিসেবের খাতায় তিনি 'আমায় দাও মা তবিলদারি/আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী' এই গানটি লিখেছিলেন। যথারীতি নালিশ হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে, কাছারির মালিক দুর্গাচরণ মিত্র মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই কবিত্বশক্তি দেখে। তিনি কবিকে কাজ থেকে অব্যাহতি দেন এবং মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেন। যে যত বড় করে মনের কথা ভাবে তার জগৎ ততই বড় হয়ে যায়। কবি, লেখকের মনের জলাশয়ে অনেক চাঁদ, অনেক পৃথিবী টলমল করে। তাই লিখিত মনের খবরের গুরুত্ব বেশি। কথা তো হাওয়ায় ভেসে যায়। শব্দব্রহ্ম জমা হয় শূন্যে। আর লিপি ধরে রাখে মানুষের জন্য মানুষের কথা। মানুষের মনের খবর। আদিম মানুষের দল শিকার করে আগুন জ্বালিয়েছিল। সমবেত ভক্ষণের আনন্দ তাদের চোখেমুখে লালচে আভায় জ্বলজ্বল করছে। ঠিক সেই সময় কেউ একজন একা গুহায় বসে চিত্রলিপিতে লিখেছিল মনের কথা। ধারালো কোনও পাথর বা পাতার রং দিয়ে লেখা হত চিত্রলিপি।

> যে যত বড় করে মনের কথা ভাবে তার জগৎ ততই বড় হয়ে যায়। কবি, লেখকের মনের জলাশয়ে অনেক চাঁদ, অনেক পৃথিবী টলমল করে।

আজ ট্যাবলেটের ওপর স্টাইলাস দিয়ে যখন লেখা হয় তখন মন চলে যায় সেই প্রচীন রোমে। আসলে কালি ও কলমের সঙ্গে কত যে গল্প জড়িয়ে আছে। রোমান সম্রাট সিজার যে ব্রোঞ্জের শলাকাটি ব্যবহার করতেন, তার নাম স্টাইলাস, সেই থেকেই ট্যাবলেটের কলমটির নামকরণ। সেটি দিয়ে তিনি আঘাত করেছিলেন কাসকাকে। রাজার মনের মতো তার বিজয়গাথা বা কাব্যে দেবতাদের মনের খবর ছাড়াও ব্যক্তিমানুষের প্রেমের খবর ছিল প্রাচীন কাব্যে। মনে পড়ে শকুন্তলার পদ্মপাতায় কলমে কালি ডুবিয়ে লেখা প্রেমপত্রের কথা। আহা তারপর থেকে কত মন তাদের ভালোবাসার গোপন কথাটি উজাড় করে দিয়েছে কালি-কলমে। কখনও তা পৌঁছেছে প্রেমাস্পদের হাতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পৌঁছায়নি। হারিয়ে গেছে বেভুল মাঠে... চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাওয়া কোনও স্মৃতির বাতাসে। কত রকম কাগজে, কত রকম কালিতে লেখা হত মনের গভীরের সেই অজানা বসন্তের রং। সেইসব প্রেমপত্রের বর্ণনা বড়ই নস্টালজিক। বিশেষ করে আমাদের মতো মানুষের ক্ষেত্রে যাদের কৈশোর ও যৌবনের প্রথম পর্যায় কেটেছে মোবাইল ফোন ছাড়া। প্রেমপত্রের নায়িকা হবার সৌভাগ্যের চেয়ে পত্রবাহকের কাজ বেশি করতে হয়েছে। একবার অত্যন্ত লোভে পড়ে খুলে ফেলেছিলাম একখানা প্রেমের চিঠি। সেটি লেখা ছিল সবুজ কালিতে। অদ্ভুত তিরের ফলার মতো হাতের লেখা, যেন কীলকাকৃতি লিপি। পাঁচটি ভুল বানানে লেখা চিঠিতে অজস্র হিন্দি সিনেমার গানের লাইন। যেন একটি গীতিনাট্য। পাড়ার একটি দিদি তার স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার বিহারি রিকশাওয়ালার কাছ থেকে হিন্দিতে লেখা একখানা চিঠি পেয়েছিল, মনের কথা জানাতে গিয়ে সে বেচারার চাকরি চলে গিয়েছিল। সম্বোধনটুকু মনে আছে, 'মেরি পেয়ারি সোবা'। (আসল নাম দেওয়া গেল না, এই বয়সে কানমলা খাবার ভয়ে, তবে নামের বিকৃতিটা এই ধরনেরই ছিল)।

একবার বন্ধুমহলে বেশ আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল একটি চিঠির বয়ানের কারণে। যে নায়ক চিঠিটি দিয়েছিল সে শুধু একটি লাইন লিখেছিল, 'মেরা কুছ সামান তুমহারে পাস পড়া হ্যায়'।

এরপর ষোলোর পাতায়

কবিতার সুবাদে মিলেছিল সেরা পুরস্কার

রামসিংহাসন মাহাতো

ঘটনাস্থল রায়গঞ্জ কলেজ লাইব্রেরি। সেই সময়ে লাইব্রেরিয়ান ছিলেন পীযূষকান্তি ঘোষ। তাঁর তিনটে শখ ছিল। জর্দা দেওয়া পান খেতে খুব ভালোবাসতেন। আর যে ঘরে বসতেন সেখানে দামি ধূপকাঠি জ্বালাতেন। মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা সারা ঘর সেই ধূপকাঠির গন্ধে ম-ম করত। আর একটা শখ ছিল, যেখানে যেতেন সেখানে চোখে পড়ার মতো কলম দেখলেই তা সংগ্রহ করতেন। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুরাগ এবং রসবোধ ছিল। সেই সূত্রেই মাঝেমধ্যে তাঁর ঘরে যেতাম। ঘরে গেলে জানতে চাইতেন, এখন ক্লাস আছে কি না। না থাকলে বসতে বলতেন। কী লিখছি দেখতে চাইতেন। একদিন জানালেন, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলেজে আসছেন। তাঁকে নিয়ে দুটো অনুষ্ঠান হবে। তার একটা হবে কলেজ লাইব্রেরিতে। কবিতা পাঠের আসর। বললেন, 'তোমাকেও কবিতা পড়তে হবে।' আমি তখন উলঙ্গ রাজার কবিকে সামনাসামনি দেখার জন্য দু'পায়ে খাড়া।

অনুষ্ঠান হল। কবিতাও পড়লাম। কবিতা শুনে উলঙ্গ রাজার কবি প্রশংসাও করলেন। আমার তখন কলেজে টিআরপি চড়চড় করে চড়ছে। পরদিন লাইব্রেরিতে যেতেই পীযূষদা পাকড়াও করলেন। বললেন, 'কবিতাটি এনেছ?' ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আবার পড়ো।' কাঁধের সাইড ব্যাগ থেকে খাতা বের করে পড়লাম।

শুনে বললেন, 'মানে কী?'

আমি বললাম, 'কীসের?'

পীযূষদা বললেন, 'ওই যে লিখেছ, খেতের মধ্যে ভেজা কালো পাথরে বসতে গিয়েও কাক ফিরে গেল। বসল না।'

আমি বললাম, 'বসবে কী করে? ওটা তো পাথর নয়, কৃষকের ঘামে ভেজা পিঠ। কাকটা খালি গায়ে কৃষকের পিঠকে পাথর ভেবেছে।'

পীযূষদা চশমা খুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'লেখার জন্য এই দেখার চোখটা খুব জরুরি।' তারপর ড্রয়ার খুলে আমার হাতে দিলেন কাঠের কারুকাজ করা লাল গালার ওপর অজস্র পাথর বসানো একটি খুব সুন্দর কলম। একেবারে রাজা বাদশাদের হাতে শোভা পাওয়ার মতো। সে আমার কবিতার প্রথম স্বীকৃতি। ভালোবাসার এই কলমের কাছে নোবেল তখন তুচ্ছ।

> ড্রয়ার খুলে আমার হাতে দিলেন কাঠের কারুকাজ করা লাল গালার ওপর অজস্র পাথর বসানো একটি খুব সুন্দর কলম।

বাঁশের কঞ্চি

কথায় আছে, 'কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত। বৈদ্য চিনি তারে, যার ওষুধ মজবুত।' ছোটবেলায় এই কলমকে বাগে আনতে আমাদের ঝকমারির শেষ ছিল না। বিশেষ করে ড্রপার ছাড়া দোয়াত থেকে কলমে কালি ভরা ছিল খুবই দিকদারি ব্যাপার। সাবধানে কালি ভরতে গেলেও একটা বাবল তৈরি হতই। একহাতে কলম, আর এক হাতে দোয়াত। সেই বাবলকে ফুঁ দিয়ে ফাটাতে গেলে কালি ছিটকে চোখে-মুখে-নাকে লাগত। কলমে কালি ভরা শেষ হলে দেখা যেত দু'হাতেই কালি লেগে গিয়েছে, নীচেও কয়েক ফোঁটা পড়েছে। সেসব মোছামুছির পালা শেষ হত অভিভাবকদের বকাঝকার মধ্যে দিয়ে। এসব সামলানোর জন্য আমাদের দোয়াতের সঙ্গেই থাকত এক টুকরো ন্যাকড়া। আর পরীক্ষার সময় কলম ঝাঁকানোর সময় বেশি কালি খাতার ওপর ঝুপ করে পড়ে গেলে তার জন্য স্কুল থেকে দিত এক টুকরো ব্লটিং পেপার।

এইসব দিনে মিলনপাড়া প্রাইমারি স্কুলের নির্মল নন্দী মাস্টারমশাইয়ের কলমকে বড়লোক বাড়ির সুন্দরী বৌ বলে মনে হত। কি সুন্দর সোনালি আর খয়েরি তার গায়ের রং। আমাদের মতো খাপখোলা বেহায়া উদলা নিব নয়। একেবারে গলা পর্যন্ত ঢাকা ভদ্র সভ্য পাইলট। তার দাগও বড় মসৃণ আর মায়াবী। আমাদের কলমের মতো থ্যাবড়ানো নয়। মনে মনে ভাবতাম বড় হলে ওই ধরনের একটা সুন্দর কলম কিনবই।

কুমারডাঙ্গির করিম চাচার কাছে শিখেছিলাম কলমের অন্যরকম পাঠ। রায়গঞ্জ পুরসভা ভবনের পাশের গলিতে তিনি থাকতেন। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম উর্দু শিখতে। তিনি আরবি বর্ণমালা লেখার জন্য বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আমাকে একটা কলম বানিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর ষোলোর পাতায়

সময় থমকে পড়ে রিকিসুমে

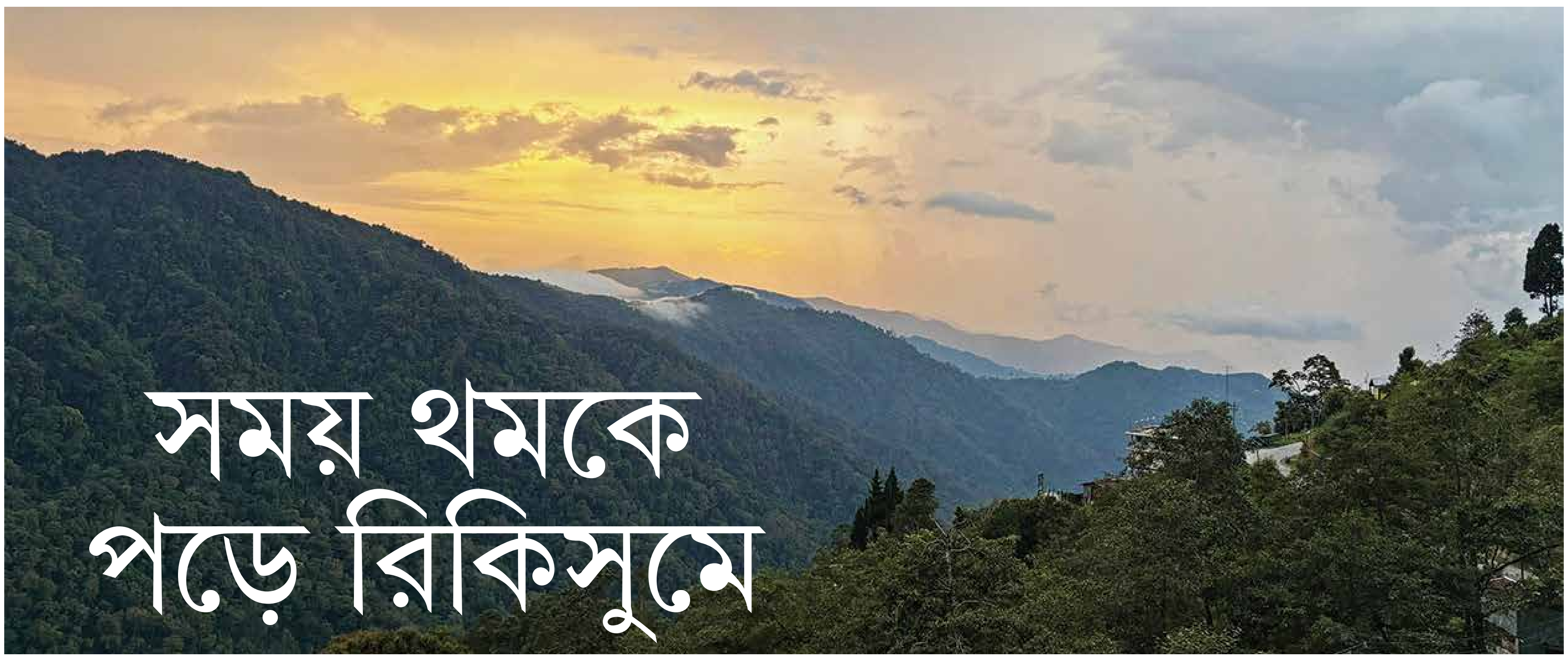

কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে অন্য এক জগৎ। চোখের সামনে পাহাড়ের খাঁজ, মেঘের আনাগোনা আর ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শ, সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন।

সাগ্নিক চক্রবর্তী

রিকিসুম, পেডং লাভা রোডে অবস্থিত ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। ৬১৪০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত কালিম্পং জেলার এই জনবসতিতে কাঠের ছোট ছোট বাড়ি, ধাপে ধাপে সাজানো রয়েছে। চারদিকে নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে শুধু পাখির ডাক। কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে, কিন্তু এখানকার নীরবতা যেন অন্য এক জগৎ। চোখের সামনে পাহাড়ের খাঁজ, মেঘের আনাগোনা আর ঠান্ডা হাওয়ার স্পর্শ, সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন।

চতুর্থীর সকালে কলকাতা থেকে কোচবিহারে নিজের বাড়ি ফিরেছিলাম, পুজোর আগে। ব্যক্তিগত কিছু কারণে মন সেসময় ভারাক্রান্ত, শরীরেও হালকা জ্বর। ঠিক এমন সময় দাদা বলল, 'চল, কোথাও ঘুরে আসি।' মনে হল, হয়তো পাহাড়ের হাওয়া একটু প্রশান্তি এনে দেবে। পরদিন সকাল ৯টার সময় গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা, আমি, দুই দাদা, বৌদি আর নয় বছরের ভাইঝি মিছরি, একেবারে অনির্দিষ্ট পথে। যদিও জানতাম লাভার দিকেই যাব, কোথায় থামব তা ঠিক ছিল না। ফালাকাটা পেরিয়ে গাড়ি ছুটল বানারহাটের দিকে, সেখান থেকে আরেক ভাইও যুক্ত হল।

সেপ্টেম্বরের শেষ, তবুও তখনও বেশ গরম। মিংলাস চা বাগানের রাস্তা ধরে গাড়ি যখন পাহাড়ে উঠতে শুরু করল, হালকা ঠান্ডা হাওয়ায় মন একেবারে বদলে গেল। যাত্রাপথে পাপড়ক্ষেতিতে নেমে দুপুরে খেলাম পাহাড়ি মোমো আর এক কাপ গরম চা, পাহাড়ের মোমোর স্বাদই অনন্য! ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টি। পাহাড়ের এই রোদ-বৃষ্টির খেলায় এক অদ্ভুত মায়া আছে, যা শুধু অনুভব করা যায়, লেখায় প্রকাশ করা বড্ড মুশকিল।

আমরা ঠিক করতে পারছিলাম না কোথায় যাওয়া যায়। হঠাৎ ভাইয়ের প্রস্তাব এল, রিকিসুম নামে এক জায়গা আছে, খুবই শান্ত ও সুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে গুগলে নম্বর খুঁজে, ফোনে যোগাযোগ করা হল এক হোমস্টের সঙ্গে আর ঘর খালি আছে শুনেই বুকিং করে ফেললাম।

রিকিসুম যাওয়ার দুটি পথ, একটি এনজেপি-কালিম্পং হয়ে, অন্যটি মালবাজার-লাভা হয়ে। আমরা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছিলাম। লাভার রাস্তা বরাবরই প্রিয়, এইবারও সেই পথের মেঘ, রোদ, কুয়াশা ও পাইনবনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা দিল। মিছরিও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল, প্রথমবার মেঘের এত কাছাকাছি এসেছে, চোখেমুখে আনন্দ ঝরে পড়ছিল।

বেলা ৪টার দিকে পৌঁছালাম লাভা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে রিকিসুমে। এখন সেখানে বেশ কিছু হোমস্টে তৈরি হয়েছে, ধীরে ধীরে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ছে। পাহাড়ের ঘরগুলোর একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে- মাটি, কাঠ আর হালকা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া মিশে এক অদ্ভুত মাদকতা তৈরি করে।

সন্ধ্যা নামতে না নামতেই মেঘের দল এসে ঢেকে ফেলল চারপাশ। বারান্দায় বসে চোখের সামনে মেঘ, সূর্যের শেষ আলো, সবুজ পাহাড় আর হালকা বাতাসের মিশেলে তৈরি হল এক অসাধারণ মুহূর্ত। সেই দৃশ্য যেন সময়ের গহ্বরে গেঁথে গেল চিরদিনের মতো। সূর্য নামার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা গ্রাস করে এই ছোট্ট জনবসতিতে, পথের ধারের দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে যায়, হোমস্টের বারান্দায় বসে দেখা যায় ওই দূরে পাহাড়ের খাঁজে দূরে দূরে কোথাও জনবসতিতে আলো জ্বলছে।

পরদিন সকালে হাঁটতে বেরোলাম আমরা। পাহাড়ি ফুলের বাহার, লাল, নীল, সাদা, কত রঙের যে! রাস্তার বাঁকে বাঁকে অবহেলায় ফুটে থাকা সেই

আয় মন বেড়াতে যাবি

ফুলগুলো যেন প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যের প্রতীক। হাঁটতে হাঁটতে এমন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে ফিরতে মন চাইছিল না।

গ্রামের পেছনেই পাইন বন। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছালাম এক ভিউপয়েন্টে, যেখান থেকে ৩৬০ ডিগ্রির প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যায়। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যায়, তবে আমাদের সময় বৃষ্টি সদ্য থেমেছে, তাই সে সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু তাতে মন খারাপ হয়নি, কারণ প্রকৃতি তখনও তার সমস্ত সৌন্দর্য মেলে ধরেছে। কিছু জোঁক পায়ে লেগেছিল ঠিকই, তবে সেই অসুবিধা গলে গিয়েছিল প্রকৃতির সৌন্দর্যে। পাখির কলতান, হালকা বাতাস আর সবুজের গভীরতা যেন আত্মাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয়দের কাছ থেকে শুনলাম ব্রিটিশ আমলে এখানে পাহাড়ের চূড়ায় একটি বাংলো ছিল, যার ধ্বংসাবশেষ আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফেরার পথে লাভা বৌদ্ধ মনাসটেরিতে কিছুক্ষণ কাটালাম। শান্ত পরিবেশ, ঘণ্টার ধ্বনি আর ভিক্ষুদের ধ্যানমগ্ন মুখ যেন এক অন্য আবেশে ডুবিয়ে দিল মনকে। হাতে সময় থাকলে পেডং থেকে ১৫ মিনিট দূরের ডমসাং দুর্গটিও দেখা যায়, ১৬৯০ সালে নির্মিত, যা ১৮৬৪ সালের অ্যাংলো ভুটানি যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল। আগে গিয়েছিলাম বলে এবার আর যাইনি।

বিকেলের দিকে নামতে শুরু করলাম পাহাড় থেকে। সেদিনই ষষ্ঠী, পথে পথে বাজছে ঢাকের আওয়াজ। মনে হচ্ছিল, এই অল্প সময়ের ভ্রমণই যেন মনকে নতুন করে সাজিয়ে দিয়েছে। স্বল্প সময়, অল্প খরচে, অফবিট কোনও জায়গায় শান্তির খোঁজে যেতে চাইলে রিকিসুম হতে পারে আদর্শ গন্তব্য। সবুজ পাহাড়, মেঘের ছোঁয়া, পাখির ডাক আর নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজের সঙ্গে নতুন করে দেখা হয়ে যায়। রিকিসুমে কাটানো সেই দু'দিন যেন এক অপ্রকাশিত গল্প, যেখানে সময় থেমে থাকে, মন জেগে ওঠে, আর পাহাড় নীরবে বলে যায়, ফিরে এসো, আবার।

ঝরে পড়বে আত্মবিশ্বাস

পনেরোর পাতার পর

বিষয়টি তাঁকে খুব নাড়া দিয়েছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে তাদেরই তৈরি কালিতে? তিনি তা মানতে পারেননি। গোটা বিষয়টি তিনি তাঁর অনুগামীদের খুলে বলেন। বলেন, 'আমাদের দেশীয় কালির গুণগত মানও হতে হবে বিদেশি কালির সমতুল্য বা আরও ভালো।' সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সেই সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রাক্তন কেমিস্ট। গান্ধিজির কথামতো তিনি স্বদেশি কালি তৈরি করলেন। দেশীয় বিপণন পদ্ধতিতে বিক্রির চেষ্টাও হল। সাফল্য এল না। তা মানুষটিকে কিছুটা নাড়া দিয়েছিল। তবে তিনি হাল ছাড়েননি। রাজশাহির দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাই ননীগোপাল মৈত্র আর শংকরাচার্য মৈত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সেই দুজনের একজন পদার্থবিজ্ঞানের পড়ুয়া। স্বদেশি কালির ঠিকমতো পথচলা নিশ্চিত করার বিষয়টি সতীশবাবু তাঁদের ওপরই ছেড়ে দিলেন। দুই ভাইও আদাজল খেয়ে নেমে পড়লেন। যিনি বিজ্ঞানের পড়ুয়া তিনি কালি নিয়ে গবেষণা করতেন। পরিবারের মহিলারা মিলে কালি তৈরি করতেন। আরেক ভাই সাইকেলে করে সেই কালি বিক্রি করতেন। মূলধন প্রয়োজন। পরিবারের বড় কর্তা তখন সবে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। জমানো টাকার অনেকটাই কালির কল্যাণে ঢেলে দিয়েছিলেন। পরিবারের মহিলারা গয়নাগাটি বিক্রি করে দেন। ১৯৩৪ সালে এভাবেই 'সুলেখা' কালির জন্ম। পরবর্তীতে দুই ভাই মিলে রাজশাহি থেকে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে মধ্য কলকাতা ও পরে যাদবপুরে কালির কারখানা বানান। দিনে দিনে ব্যবসার রমরমা। ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রসংঘের এক টেন্ডারে অংশ নিয়ে বিশ্বের তাবড় নামী সংস্থাকে হারিয়ে সুলেখা আফ্রিকায় প্রথম কালির কারখানা তৈরির বরাত পায়। জামার্নির 'পেলিক্যান' সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা চলছিল। ততদিনে অবশ্য দেশের সেরা কালি প্রস্তুতকারী সংস্থা হিসেবে তকমা পাওয়া সারা। কিন্তু সেবারে যাদবপুরের কারখানায় দুম করে ডাকা হরতাল সুলেখার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙেচুরে শেষ করে দেয়। একটা সময় কারখানার গেটে তালা পড়ে।

ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছি। কানাডায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা শেষে গবেষণার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। রাজশাহির যে দুই ভাইয়ের কথা বলেছি, তাঁরা আমার পূর্বসূরি। তাঁদের ডাকেই আমার কলকাতায় ফেরা। করোনাকালে সুলেখার কারখানার গেটের তালা খোলা। আবার নতুনভাবে সবকিছু শুরুর চেষ্টা। প্রথমদিকে সবকিছু কঠিন লাগছিল। তারপর একটা সময় দেখছি অনেকেই ফাউন্টেন পেন ও কালির বিষয়ে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। দেখে বেশ ভালো লাগছে।

ছোটবেলায় বাবা-মা বলতেন লিখে লিখে পড়ো। তাতে পড়ার অনেকটাই মনে থাকে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি এই পদ্ধতি বেশ কাজে দেয়। আজকালকার ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগটাই অবশ্য এমনটা করে না। তাই আমার মনে হয় ওদের জ্ঞানের ভাণ্ডার কিছুটা হলেও অপূর্ণ থেকে যায়। এটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত যে, লেখালেখির মাধ্যমেই মন আর মস্তিষ্কের সঠিক মেলবন্ধন সম্ভব। ঝর্ণা কলমে হাতের লেখা সেই কাজটাকে বেশ সহজ করে তোলে। আজকের দিনেও বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, গবেষক শুধুমাত্র ঝর্ণা কলমেরই ব্যবহার করেন। আর এখন অনেক ছাত্রছাত্রীকেও দেখা যাচ্ছে কলম কালি দিয়ে লিখছে, ছবি আঁকছে।

বেঙ্গালুরুতে কেসি জনার্দন বলে একজন শিক্ষাবিদ আছেন। ছোটদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। সেটা করতে গিয়ে দেখেছেন যাদের হাতের লেখা নিয়ে সমস্যা আছে তাদের মধ্যেই এই প্রবণতা বেশি। ঘুরেফিরে সেই আত্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গ। আরও ভালো করে বলতে গেলে মৌলিক ভাবনার।

একমাত্র যে ভাবনা থাকলেই এআই-কে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব। জয় হোক। সঙ্গী হোক কালি।

মিলেছিল সেরা পুরস্কার

পনেরোর পাতার পর

বলেছিলেন, দেখছ না, হরফগুলো কেমন নীচে মোটা দাগ আর উপরে সরু। সেই কলম হাতে নিয়ে আরবি লেখা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে তখনও বুঝিনি আমি কয়েক হাজার বছর পেছনে চলে গিয়েছি। এই কলম আসলে প্রাচীন ভারতের অবদান। ভারতে ও মিশরে একসঙ্গে ব্যবহৃত হত খাগের কলম বা বাঁশের কলম। প্রাচীন ভারতীয় লেখকরা তালপাতা বা ভূর্জপত্রে এই কলম দিয়ে সংস্কৃত শ্লোক ও বেদের অংশ লিখতেন। এ থেকেই তৈরি হয় ফারসি শব্দ কালাম (Qalam) যার অর্থ কাটা বাঁশের কলম। ইসলামিক ও পারসিক সংস্কৃতিতে Qalam মানে শুধু লিখন যন্ত্র নয়, এর মানে ক্যালিগ্রাফি শিল্পও। আরবি বর্ণমালা শেখানোর জন্য বাঁশের কঞ্চির কলম যেভাবে কেটে দিয়েছিলেন করিম চাচা আজও সেভাবেই খাগের কলম কাটা হয় সরস্বতীপুজোর জন্য।

বাবার বোধ

তখন বিদ্যাচক্র স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ি। সন্ধ্যাবেলা চাটাই পেতে হ্যারিকেনের আলোয় বাড়ির বারান্দায় পড়তে বসেছি। দেবনাগরী অক্ষর জানা বাড়িতে আমি তখন সবচেয়ে বেশি বাংলা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ মানুষ। বাবা এক বান্ডিল পুরোনো কাগজ সামনে রাখলেন। বললেন, 'এটা বাড়ির দলিল। এর মধ্যে থেকে বাড়ির চৌহদ্দিটুকু শুধু আলাদা কাগজে লিখে দিতে হবে।' ভাব দেখে বুঝলাম তাঁর জরুরি দরকার আছে। আমি ওই দলিল উলটেপালটে কলম হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপছি। কোথাও বাড়ির চৌহদ্দি খুঁজে পাচ্ছি না। পাশে বসে মামা তাঁর মাছের ব্যবসার হিসাব মেলাচ্ছিলেন। আমার পরিস্থিতি দেখে বললেন, 'জামাইবাবু দলিলের লেখা ও বোধহয় উদ্ধার করতে পারছে না।' বাবা বুঝলেন, 'আমাকে লেখাপড়া করানোটা খুব একটা কাজে লাগছে না। ভবিষ্যতে লাগবে কি না তা নিয়েও তিনি সন্দিহান।

আমার এখন মনে পড়ে চার হাজার বছর আগে লেখা আরেক বাবার চিঠির কথা। তখন কলম মানে কাঁচা অবস্থায় মাটির ফলকে দাগ দেওয়ার গাছের ডালের বা লোহার একটা শলাকা। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় এক বাবা অন্য অনেকের মতো মাটির পাতে লেখালেখির কাজ করতেন। এইসব লেখালেখির কাজ হত কিউনিফর্ম লিপিতে। দিন গুজরানের কাজের ফাঁকেই এ নিয়ে তাঁর এক বোধ জন্ম নেয়। এক ফলকে তিনি তার কিশোর ছেলের উদ্দেশ্যে লেখেন, 'আমার ছেলে, মনোযোগ দিয়ে লেখার বিদ্যা শেখো। যে লেখে, সে অন্যকে নির্দেশ দিতে পারে। কিন্তু যে লেখে না, সে অন্যের নির্দেশ মানে।' লেখালেখি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাবাণী করতে গিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'লেখাই জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। লেখকরা রাজাদের পাশে বসেন। তাঁদের লেখা দূরদেশে পৌঁছে যায়। একদিন পৃথিবীর সবকিছু বদলে যাবে, কিন্তু লেখা চিরকাল অমর থাকবে।'

প্রাচীন ভারতীয় লেখকরা তালপাতা বা ভূর্জপত্রে এই কলম দিয়ে সংস্কৃত শ্লোক ও বেদের অংশ লিখতেন।

কলম ও যুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইজেনহাওয়ার জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের নথিতে স্বাক্ষর করলেন। যে কলম দিয়ে স্বাক্ষর করলেন সেটি ছিল একটি পার্কার কলম। তার কয়েক মাস পর জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার জাপানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের নথিতে সই করেন। সেই কলমও ছিল একটি পার্কার। প্রথমটি ছিল পার্কার ৫১ এবং পরেরটি পার্কার ডুওফোল্ড। সন্দেহ নেই এই দুই কলমের খোঁচায় পৃথিবীতে শান্তি ফিরেছিল। কিন্তু রোমে তা হয়নি। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার বিশ্বাস করতেন যে কলমে তিনি সাম্রাজ্যের আইন লিখেছেন, জীবনের যুদ্ধে সেই কলমই হবে তাঁর ঢাল।

তখনকার কলম ছিল ব্রোঞ্জের তীক্ষ্ণ শলাকা। তার পোশাকি নাম ছিল স্টাইলাস। খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালের ১৫ মার্চ। স্থান : রোমের সেনেট ভবন। সেনেটর ক্যাসিয়াস একটি পত্র বাড়িয়ে দেন। বলেন, 'এ কাগজ জনগণের আবেদন, সিজার। একবার দয়া করে দেখুন।' ষড়যন্ত্রকারীরা গোপনে একে অপরকে ইঙ্গিত করলেন। কাসকা, ব্রুটাস, ক্যাসিয়াসের মুখ গম্ভীর। সিজার পড়তে যান, হঠাৎ কাসকা পিছন থেকে ছোট ছুরি তোলে। সিজার টের পেয়ে ফিরে তাকান। চমকে দেখেন কাসকা। কাসকার আঘাত কাঁধ ছুঁয়ে যায়। সিজার দ্রুত পোশাকের ভেতর থেকে ব্রোঞ্জের স্টাইলাস বের করে স্টাইলাসটি কাসকার হাতে আঘাত করেন। কাসকা চিৎকার করে পিছিয়ে যায়। মুহূর্তেই অন্য সেনেটররা সম্রাটকে আক্রমণ করে। সিজার মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরিণতিতে অবধারিত গৃহযুদ্ধের পর রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। কলম বাঁচাতে পারেনি রোমকে।

নিভৃতে-যতনে...

পনেরোর পাতার পর

নায়িকা শুধু একাই কুপোকাত হয়নি আমরা সবাই মোটামুটি মায়াকাজল পরে ফেলেছিলাম। আরও একটি প্রেমপত্রের কথা না বলে পারছি না। নায়ক-নায়িকা দুজনেই বাংলা মিডিয়াম অথচ ছেলেটি চিঠি লিখল ইংরেজিতে। এর কারণ আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। আরেক নায়িকা আমার কাছে এসে চিঠির মানে বুঝে যেত। কারণ ছেলেটি সাহিত্যপ্রেমী এবং দুর্দান্ত ভালো তার রেজাল্ট। মেয়েটির বক্তব্য ছিল, এইরকম বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা নাকি কিছুতেই তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমি পড়তে গিয়ে দেখেছিলাম, অবশ্যই কঠিন ভাষা যা প্রেমপত্রে দেখা যায় না। তাতে জীবনানন্দের কবিতাও ছিল। ছেলেটি একাদশ শ্রেণি, মেয়েটি নবম শ্রেণি। জীবনানন্দকে কেন টেনে এনেছিল কে জানে। এসব গল্প করতে গিয়ে আমার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'চাবি কবিতাটির কিছু অংশ' বলতে ইচ্ছে করছে,

'চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হলো
চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?
অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও উহা ফিরৎ চাহো কিনা?'

এ চিঠি সেই 'মেরা কুছ সামান'-এর মতোই। বড় হৃদয় ওপড়ানো কথা। শুধু চিঠিতেই কি মনের খবর থাকে? আমার নেশাই ছিল বন্ধুদের খাতার শেষ পাতায় উঁকি দেওয়া। কত যে মনের হদিস সেখানে পাওয়া যেত। যেন ডায়েরির মিনিয়েচার। বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য, কেরিয়ার বিষয়ক স্বপ্ন, এখন ছেলেমেয়েরা যাদের ক্রাশ বলে তাদের কথা, সই প্র্যাকটিস, প্রেমের কথা...। কী থাকত না সেইসব পেছনের পাতার গল্পে।

মনকে খুশি করার জন্য কলমের বাবহারও কত। ছোটবেলায় বাধ্যতামূলক ছিল ফাউন্টেন পেন। তারপর ডট পেন যখন বাজার মাতাল, আমরা খুঁজতাম কোন কলমের পেলবতা বেশি আর কত দ্রুত লেখা যায়। তবে মনের ভেতর ভালো ফাউন্টেন কলমের চাহিদা থেকেই গেছে। অনেকের মতোই এও এক শখ। একখানা পালকের কলমও জমা হয়েছে সংগ্রহে। আহা সে কলম যদি সর্বত্র ব্যবহার করা যেত, কী ভালোই না হত। এক হাতে সুদৃশ্য কালির পাত্র, অন্য হাতে পালকের অপূর্ব কলম... হাজিরা খাতায় সইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। নতুন তো থাকবেই, কিন্তু পুরোনোর স্মৃতিই বলুন, সুন্দরের প্রতি আসক্তিই বলুন তা যেন বজায় থাকে। কেজো জগৎ আমাদের হাতে ধরা শৌখিনতা যেন কেড়ে না নেয়।

পুরোনো সাহিত্যে মনের জীবনের চাইতেও ঘটনার বাহুল্যের দিকের লেখকের নজর থাকত বেশি। ঘটনাপরম্পরার বিবরণই ছিল সাহিত্য। কিন্তু যত আধুনিক হয়েছে সাহিত্য, অন্তর্জীবনের কথা ততই গুরুত্ব পেয়েছে। আসলে মনস্তত্ত্ব হল একটি আধুনিক বিদ্যা যা উনিশ শতকের শেষদিকেই আলোচিত হয়েছিল। কারণ সেইসময় অবচেতনের সুবিশাল জগতের কথা বলেছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। ভার্জিনিয়া উলফ, ডরোথি রিচার্ডসন, মার্সেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস প্রভাবিত করেছিলেন বাংলার সাহিত্যিকদের। দার্শনিক উইলিয়াম জেমস তাঁর 'প্রিন্সিপাল অফ সাইকোলজি-তে প্রথম বলেছিলেন 'স্ট্রিম অফ কনসাসনেস'-এর কথা। বাংলায় প্রথম সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসে আমরা দেখেছি সমাজ, ধর্ম, ব্যক্তি এবং সম্পর্কের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে সামাজিক সংস্কার ও বিধিনিষেধের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন চরিত্রগুলির হৃদয় বেদনাকে। খোঁজ করেছেন মনের নানা জটিল স্তর ও অবস্থানকে। রবীন্দ্রনাথের আগে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু উপন্যাসে মনের হদিস রয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা', 'রজনী', 'বিষবৃক্ষে' মনের কথা আলোচিত হলেও এদের সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায় না। বাংলা সাহিত্যে এখন মনকে নিয়ে লেখা বহু উপন্যাস রয়েছে।

আসি কবিতার কথায়। আধুনিক কবিতাকে সম্পূর্ণভাবেই গীতিকবিতা বলা যায়। গীতিকবিতা মানে গান নয়। কবির মনের খবরই সেখানে একমাত্র খবর। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রথম মনের কথা লেখেন কবিতায়, তাই তিনি কবিতার জগতে 'ভোরের পাখি'। তারপর রবীন্দ্র কবিতায় তার আলোড়িত সমুদ্রকে আমরা দেখেছি।

আজ কবি বা নতুন প্রেমিক/প্রেমিকা মোবাইলে টাইপ করে মনের কথা লেখেন। শলাকা, তুলি, পালকের কলম, ফাউন্টেন পেন, ডট পেন থেকে কী বোর্ড... গ্যাজেটের পরিবর্তন হয়েই চলেছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। কিন্তু মনটি... সে আদি অনন্তকাল ধরে মিলনে আনন্দিত হবে, বিচ্ছেদে আকুল হবে, মৃত্যুতে মুহ্যমান হবে এবং কোনও না কোনওভাবে সে লিখবে সেই কথা। তার নিজের মনের কথা। কণ্ঠস্বর যেখানে পৌঁছোয় না। সেখানে লিখিত শব্দ টুপটাপ শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ে। সেই জগৎকে আমরা খুঁজে চলি নিরন্তর। নীরবে লিখে রাখি... 'মন, মন রে আমার...'

ছোটবেলায় বাধ্যতামূলক ছিল ফাউন্টেন পেন। ডট পেন যখন বাজার মাতাল, আমরা খুঁজতাম কোন কলমের পেলবতা বেশি আর কত দ্রুত লেখা যায়। তবে মনে ভালো ফাউন্টেন কলমের চাহিদা থেকেই গেছে।

মাধুকরী মন

ইন্দ্রনাথ ঘোষ

ছোটগল্প

মহাদেবের জটা থেকে অজস্র ধারায় নেমে আসা গঙ্গার মতোই বটগাছটির ঝুরিগুলো নেমে এসেছে মাটিতে। ঝুরিগুলির মোটা শিকড় সহস্রধারা স্রোত হয়ে দিগ্বিদিকে নাচতে নাচতে গিয়ে মাটির ভিতরেই মিলিয়ে গিয়েছে। বুড়োবট বুড়োশিবের মতোই ভাবগম্ভীর, ধ্যানস্থ। তার কাণ্ডস্থিত কচি-বুড়ো পাতাগুলি আকাশে ছড়িয়ে নিজের সীমানা দখল করেছে, তেমনি তার ঝুরি-শিকড়গুলি দখল নিয়েছে মাটির চৌহদ্দি। এই আভূমিবিস্তৃত এলাকা তার নিজের- কিন্তু তা কেবলমাত্র নিজের জন্যই নয়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ থেকে চারপেয়ে অবোধ জীব, ক্ষুদ্রকায় পক্ষীকুল থেকে বুদ্ধিধর মানুষ, সকলেই তার আশ্রয় পায়- সময়ে, অসময়ে। গ্রামটির কিনারে 'অচল শিব' দাঁড়িয়ে থাকে স্থিতপ্রজ্ঞ 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' হয়ে।

খররোদ্দুর মাথায় নিয়ে হনহনিয়ে হাঁটছিল প্রশান্ত। এই 'গড ফর সেক' জায়গায় একটা ঠিকঠাক ছায়ায় দাঁড়ানো জায়গাটুকুও কি নেই! পিঠের ন্যাপস্যাকের স্ট্র্যাপটা কাঁধ থেকে স্লিপ করে যাচ্ছিল, টেনে নিয়ে পকেট থেকে রুমালটা বার করে সে কপালের বিনবিনে ঘাম মুছল, মাথাটা এখনও রাগ-বিরক্তিতে গরম হয়ে আছে। বাবা বারবার বলেছিলেন গাড়িটা নিয়ে যেতে। নিজেই একটা অ্যাডভেঞ্চার টাইপের হবে মনে করে কলকাতা থেকে ট্রেনে আমোদপুর, সেখান থেকে লজঝড়ে বাসে গোঁসাইপুর বলে এই গ্রামে এসেছে। সেই কোন ভোরবেলা রওনা হয়েছিল, আর এখন সূর্য মধ্যগগনে। অবশ্য দুপুরে ভোগটা ভালোই খাইয়েছেন ফুল্লরাতলার পুরোহিতমশাই। কিন্তু ঝামেলাটা বাঁধল তারপরে বেরোনোর সময়। ভিক্ষা করছিস কর, বাচ্চাগুলো প্রায় গায়ের ওপর উঠে হাত ধরে টানাটানি করায় মাথাটা দুম করে গরম হয়ে গেল। একটু জোরেই ঠেলা দিয়েছিল একটাকে, বাচ্চাটা ধরাম করে মাটিতে পড়তে তার মনটাও রাগ ছাপিয়ে একটু খারাপই হয়ে গিয়েছিল। রাগ আরও বাড়িয়ে দিল আশপাশের টিকি-কণ্ঠিওয়ালা দু'-চারজন। 'বাচ্চাটা তো দোষ করেছেই বাবু, ধাক্কাটা না দিলেই ভালো ছিল, হাজার হোক নারায়ণের জীব...।' তিলকধারীর বৈষ্ণব বিনয়ে বিগলিত ইনিয়ে-বিনিয়ে কথায় আবার মাথায় রাগটা চড়াৎ করে চড়ে গিয়েছিল প্রশান্তর। ব্লাডি বেগারস! আবার নেকুপুষু করে কথা বলা হচ্ছে! 'বেশ করেছি' খানিকটা উদ্ধত ভঙ্গিতেই বলে উঠেছিল সে।

- ক্ষমা চাইতে হবে নাকি?

- না না, বাবু ক্ষমা চাওয়ার কী আছে? ওরা বাচ্চা, অত বোঝে না। তাই বলছিলাম, ওদের মধ্যেও তো নারায়ণের বাস...।

'কারও গায়ে হাত দেওয়াটা কী ধরনের ভদ্রতা? জানো আমাদের দেশ হলে কি হত?', বলে নিজেকে সামলে নেয় প্রশান্ত। ততক্ষণে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কণ্ঠিধারীর দল।

নিজের মনেই কিছুটা লজ্জা পায় প্রশান্ত। তার বন্ধুরাও তাকে এই নিয়ে খ্যাপায়, বাড়িতে বোন-ও। আসলে বরাবরই সে ভালো ছাত্র ছিল। বাবা বড় ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট। ছোট থেকে বেশ খানিকটা প্রোটেক্টেড চাইল্ড হিসাবে মানুষ হয়েছে- 'বাড়ি-গাড়ি স্কুল' আর 'বাড়ি-গাড়ি-কলেজ'। হায়ার সেকেন্ডারির পরে বাবা পাঠিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে এক বিখ্যাত বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে। এই সাত বছরে সে মনে-প্রাণে প্রায় ওদেশেরই বাসিন্দা হয়ে গেছে। তার ভারতীয়ত্ব কেবল পাসপোর্টে। এখানে আজ আসাটাও হঠাৎ। ছোট থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি ফোটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি প্রশান্তের পছন্দের বিষয়। এতটাই পছন্দের যে, সুযোগ পেয়ে এক্সট্রা পেপার হিসেবে ইউনিভার্সিটিতে ভিডিওগ্রাফির কোর্স নিয়েছিল। এবার মেন্টর প্রোজেক্ট দিয়েছে- 'ওরিয়েন্টাল রিলিজিয়াস বিলিভস'। খটোমটো টপিক। তার ভিডিও করতেই এই গণ্ডগ্রামে আসা। কাজটা তবে বেশ মনের মতো- বাউল গান, পুরোনো মন্দির, কৌপিনপরিহিত সাধু। বাচ্চা-ভিখারি পর্যন্ত সব ঠিকই চলছিল, বিটকেল গরমটা ছাড়া। বাদ সাধল নতুন একটা গণ্ডগোল। পুরোহিত মশাই কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল হয়নি, নির্নিমেষে প্রশান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'অহং ত্যাগ করো বাবা।' প্রশান্ত ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে, কিছু প্রত্যুত্তর না করে।

যাক, দূরে একটা বিশাল গাছ দেখা যাচ্ছে। বটগাছই হবে হয়তো, নীচে ছায়া হয়ে আছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গাছের নীচে ছায়ায় এসে হাঁফ ছাড়ে। কাঁধের ব্যাগটা সাবধানে দুটো শিকড়ের মধ্যে রাখে। উঁচু শিকড় দুটোয় আটকে থাকে ব্যাগটা। নীচে ধুলো লাগে না। একবার দোনামনা করে- শিকড়ের ওপর বসবে কি? যাকগে, বাস আসার ওয়াস্তা। তাতে চেপেই কেটে পড়বে সে, শুধু-শুধু ব্র্যান্ডেড প্যান্টটায় নোংরা লাগানোর কোনও মানে হয় না। বড় গাছটার নরম ছায়াতে বেশ আরাম বোধ হতে থাকে। এতক্ষণে নজর পড়ে, গাছের পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া রোদ্দুর মাটিতে বেশ একটা নকশা ফুটিয়ে তুলেছে- ঠিক সাদা কালো পশমের চাদরের মতো। অনেক ছোটবেলার স্মৃতি জেগে ওঠে মনে। মা শীতে এরকমই একটা চাদর গায়ে দিয়ে হাসত, মায়ের গায়ে লেপটে থাকা ওই চাদরের গন্ধ, চাদরের ওম- সেই ছোটতে মা-কে হারানোর ব্যথাটা আজও গাছের গুঁড়ির নীচের জমাট ছায়ান্ধকারের মতোই জমে আছে মনের কোণে। কী জানি, মা থাকলে হয়তো সে অন্যভাবে বড় হত। পুরোহিত মশায়ের শেষ কথাটা যে তার মনের অনেকটা ভিতরে চাপা পড়ে যাওয়া নরম পলিমাটিতে আঁচড় কেটেছে তা সচেতনভাবে বুঝতেও পারে না প্রশান্ত।

ফোঁ, ফোঁ, ফ্যাঁ, ফ্যাঁ - ল্যাগব্যাগ করতে করতে একটা বাস এসে থামল সামনে। 'পাপিয়া, পাপিয়া' মুহূর্তের মধ্যে একটা চ্যাঁচামেচি, খিঁচিমিছি পরিবেশ তৈরি করে একদল মহিলা-পুরুষ এসে উঠতে থাকল বাসে। এই সেরেছে! প্রশান্ত ঝটপট বাসে উঠতে গিয়ে দেখল সকলেরই কপালে তিলক। খেয়াল করল বাসের নাম 'পাপিয়া'। বাঃ বেশ বাহার রয়েছে নামের। ঝটপট একটা জানলার ধারের ফাঁকা সিটে বসল। পাশের আসনটা ফাঁকা। পুরোনো ফাটা রেক্সিন-এর কভার থেকে নারকেলের ছোবড়া বেরিয়ে এসেছে। গোটা বাসটাই ক্রমে ভরাট হয়ে এল প্রায়। ফোঁ, ফোঁ, ফ্যাঁ, ফ্যাঁ- বিটকেল হর্ন দিয়ে চাকা গড়াল। যাক, পাশের সিটটা ফাঁকাই যাবে মনে হচ্ছে- একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসে যাওয়া যাবে। গ্রামের প্রায় কিনারে বাসটা হঠাৎ ব্রেক কষল। তাকিয়ে দেখে সামনের রাস্তায় মাঝবয়সি মোটাসোটা কালো রঙের এক মহিলা হাত তুলে বাসটা থামিয়েছে। পরনে বোষ্টমীদের সাদা কাপড়, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, কাঁধে ঝোলা- বাঃ পারফেক্ট বোষ্টমী আউটফিট। গুটি-গুটি পায়ে বাসে এসে ওঠে বোষ্টমীটি- বাসের প্রায় সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানায় বোষ্টমীকে, দেখে প্রশান্ত। এদের লিডারগোছের হবে বোধহয়। হেলতেদুলতে এসে প্রশান্তর পাশের সিটেই ধপ করে বসে মহিলাটি- তোমার অসুবিধা করলাম বাবা! আবার বৈষ্ণব বিনয়ে ছিড়বিড় করে ওঠে মনটা। তেতো মুখে বলে- 'না বসুন, অন্য সিট তো আর ফাঁকা নেই।' একটু জানলার দিকে সরে বসে সে।

-বাবা কি আমোদপুর পর্যন্তই যাবে? গায়ে পড়ে আলাপ করে মহিলা।

-হ্যাঁ! ভদ্রতা রক্ষা করার জন্যই বলে প্রশান্ত- আপনি?

-আমরা বাবা বিল্বগ্রামে নামব সবাই। মাধুকরী করতে বেরিয়েছি বাবা। মায়ের বই-এর আলমারিতে একটা এই নামেই বই আছে যেন- লেখক যদ্দুর মনে পড়ছে বুদ্ধদেব গুহ। বই ছিল মায়ের প্রাণ।

-মাধুকরী মানে? একটু কৌতূহলী হয় প্রশান্ত।

-ভিক্ষা বাবা! দারুণ অবাক হয় প্রশান্ত। সেজেগুজে, পায়ে কেডস জুতো পরে বাসে করে ভিক্ষা করতে যাওয়া দলবেঁধে?

-মানে? মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে প্রশান্তর।

-অবাক হলে! না, বাবা! এটা একটু অন্যরকম ভিক্ষা বাবা। মধুকর মানে তো জানোই নিশ্চয়। ভ্রমর যেমন ফুলের শুধু মধুটুকু নেয় ফুলের কোনও ক্ষতি না করে, মাধুকরীও তেমনি নিজের জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই যাচনা করা। দিনের প্রয়োজনটুকু মাত্র সংগ্রহ করা, তার বেশি নয়, কালকের জন্য বা ভবিষ্যতের জন্য জমানো নয়। তা যদি এক গৃহস্থতেই মিটে যায় তো তাই, যদি দুই বাড়ি বা তিন-চার বাড়ি যাচনা করতে হয় তো তাই। বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল প্রশান্তর। জানতে চায়- রোজ করেন?

-বাবা প্রথা তো তাই-ই। পারি আর কোথায় আমরা! সাংসারিক জীব সংসার কাজেই ডুবে থাকি, তবে আমাদের এই গ্রামে প্রথাটা রয়ে গেছে। প্রতি রবিবার আমরা দলবেঁধে আশপাশের গ্রামে মাধুকরী করি। দুপুর-দুপুর বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরি। আমি তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, তখন দাদু-দিদা-বাবা-মার সঙ্গে যেতাম, এখন এই এদের নিয়ে যাই।

- আপনার পরিবারের আর কেউ? একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করে প্রশান্ত। আমার ছেলেমেয়েরা বাবা আজকের যুগের- এই তোমার মতোই- পড়াশোনা শিখিয়েছি, চাকরি করে। বড় ছেলে কাছেই প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, ছোট বারো ক্লাসে পড়ে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি সাঁইথিয়ায়। জামাইয়ের আমার মোটর সাইকেলের শোরুম, রমরমা অবস্থা। তাদের লজ্জা হয় ভিক্ষায় বেরোতে।

-তা ঠিক। বলে প্রশান্ত। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি পরে রাস্তায় বেরোনো একটু এমব্যারাসিং বটে!

-এগুলো তো প্রথা, বাবা। মনে করানোর জন্য- আমরা কারা, আমরা কী? কপালের এটাকে রসকলি বলে। শৈবদের ত্রিপুণ্ড্র ত্রিশুলের মতো কপালে তিনটি রেখা সত্ত্ব, তমঃ, রজঃ গুণের প্রকাশ। সব মিলিয়েই তো মানুষ।

- আপনার তো দেখি দুটো রেখা, অ্যাড হয়ে একটাতে মিলেছে।

- জীবাত্মা আর পরমাত্মা বাবা। দুই-ই গিয়ে মিলছে সবই এক, কোনও ভেদ নেই। অদ্বৈত কোনও দ্বৈত ভাব নেই। গলায় কণ্ঠি, এও তো তোমরা যাকে ইংরেজিতে বল রিমাইন্ডার। ব্রাহ্মণের পৈতের মতো পৈতের সুতোগুলো একেকটা একেক কথা মনে করিয়ে দেয়। মিথ্যা বলব না, ত্রিসন্ধ্যা করব, শাস্ত্র পাঠে থাকব ইত্যাদি। কণ্ঠি আমাদের মনে করিরে দেয় বাহ্যিক জগতে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকো। সব ধর্মের সার কথা একই বাবা- নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ করো, সৎপথে সৎভাবে থাকো। বৈষ্ণব, শাক্ত, বিষ্ণু, চণ্ডী সব একাকার বাবা। চণ্ডীর স্তব জানো?

'ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তি-বুদ্ধি, বিষ্ণুমায়েতি' দ্যাখো চণ্ডীর স্তবেও বিষ্ণুমায়া।

রাস্তায় দু'পাশের সর্ষেফুলের হলুদ চাদর চিরে বাস চলেছে। বেশ জোরে চলাতে খোলা জানলায় হাওয়ার স্রোত ঝাপটা মারছে শরীরে। প্রশান্তর মনের মধ্যেও চলছে তেমনি অজস্র স্রোতের প্রবাহ। নিদারুণ অবাক হয়ে সে জানতে চায়-

আপনার পড়াশোনা কদ্দুর?

-আমি বিশ্বভারতী থেকে বাংলায় এমএ পাশ বাবা। পরে ডক্টরেট করেছি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। এই গ্রামেই বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি। গ্রামের ছোট বাচ্চাদের পড়াই, খানিকটা শখে- খানিকটা স্বভাবে, বাচ্চাদের সঙ্গে মিশে থাকলে মনটাও বুড়িয়ে যায় না বাবা। এক প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির সামনে থেকে ভদ্রমহিলা বাসে উঠেছিলেন, মনে পড়ল প্রশান্তর, কয়েকটা কচিকাঁচাও কলকল করতে করতে বেরোচ্ছিল লোহার গেটটা দিয়ে।

-ওই . . . ওই তিনতলা বাড়িটা আপনার?

-হ্যাঁ বাবা। একটু অন্যমনস্ক স্বরেই বলতে থাকেন মহিলা- আমরা আমাদের অহং ত্যাগ করতে পারি না বলেই এত সমস্যা। জানো বাবা, মহাপ্রভুর সময়কালে বা তারও আগে আমাদের বৈষ্ণবদের একাধিক বিদ্যায় শিক্ষিত হতে হত। আধ্যাত্ম সাধনা তো বটেই- তাছাড়াও শাস্ত্র-সাহিত্য, গীত-নৃত্য, বাদ্য, বেদ-বেদান্ত, রন্ধন-শিল্প- এগুলো সবই সাধনার অঙ্গ, কিন্তু নাম-যশের প্রত্যাশা খুব ঘৃণার ব্যাপার কারণ তাতে অহং প্রতিষ্ঠা হয়- ঈশ্বর আরাধনার মস্ত এক বাধা। শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত-য় আছে-

'পঞ্চতত্ত্বাত্মকর কৃষং ভক্তরূপ স্বরূপকম্
ভক্তাবতারং ভক্তাঘ্যাং নমামি ভক্তিশক্তিকং'

-পঞ্চতত্ত্বময় শ্রীকৃষ্ণ তার স্বরূপ, ভক্তরূপ, ভক্ত অবতাব, ভক্তশক্তি- তাদের প্রণাম করি। আমাদের বৈষবশাস্ত্রে চার রকমের ভাব তো আগেই ছিল – শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য। মহাপ্রভু প্রবর্তন করলেন কান্ত বা মধুর ভাব। সবই ঈশ্বরে সমর্পণের রাস্তা বাবা। অহং স্বচরিত্রকে টেনে নীচেই নামায়। তার আর কোনও কাজ নেই।

একটা ঘোরের মধ্যে বসে থাকে প্রশান্ত। তীব্র গতিতে চলা বাস, হু-হু করে আসা হাওয়া, বাইরের সূর্যতাপ, দু'পাশের গ্রাম পরিবেশের শ্রীমাধুর্য সব ছাপিয়ে তার মন এক অনাস্বাদিত পুলকে ভরে উঠছে, তার আমি-র আবরণ খসে পড়ছে, গুটি থেকে প্রজাপতির মতো এক নতুন প্রশান্ত-র জন্ম হচ্ছে। মহিলাকে প্রণাম জানিয়ে বাসটি দাঁড় করায় সে। নেমে পড়ে সেখানেই। ফিরতি বাসে সে ফিরে যাবে সেই বটতলায়। তার সুশীতল ছায়ায়, তার শিকড়ের খাজে হেলান দিয়ে বসবে সে জীবাত্মা, পরমাত্মা ছাপিয়ে নিজের মনেই উপলব্ধি করবে ভারতাত্মাকে- যা তার বিলেতের ইউনির্ভাসিটি শত প্রোজেক্টের মধ্যে দিয়েও তাকে শেখাতে পারবে না। তারপর সে যাবে লজেন্স কিনতে, ফুল্লরাতলার বাচ্চাগুলোকে দেওয়ার জন্য।

হায়ার সেকেন্ডারির পরে বাবা পাঠিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে এক বিখ্যাত বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে। এই সাত বছরে সে মনে-প্রাণে প্রায় ওদেশেরই বাসিন্দা হয়ে গেছে। তার ভারতীয়ত্ব কেবল পাসপোর্টে। ছোট থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি ফোটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি প্রশান্তের পছন্দের বিষয়।

উত্তরের কবিমুখ

পীযূষ সরকার

বিষহরা গান

কার্তিক মাসের বাতাসে মিশে থাকে মনখারাপের গুঁড়ো
থাকে মরা নদীর রং, ছাতিম ফুলের ছলনা...
কথা বলার সময় অতিরিক্ত হাত নাড়ে মানুষ
এই মাসে জেনেবুঝে ভুল হয়

ভেসে আসে মুখাবাঁশি, বিষহরা গান
জীবন দোয়ারি জানে হাসি দিয়ে কান্না সেলাই

আনত একার পাশে আর একটি একা এসে বসে
ঠোঁটে তার স্বর্ণধান, তথাগত আলো

আমার চোখের জল মুছে দেয় আশ্চর্য, মরমি রুমাল...

পীযূষ সরকারের জন্ম কোচবিহার জেলার প্রান্তিক গ্রাম দ্বিতীয় খণ্ড বাঁশরাজায়। ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। ভাওয়াইয়ায় নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেছেন। পেশায় শিক্ষক। একসময় 'শালবনে ফিনিক্স' নামে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'সুতরাং শিস্ দিলাম'। এরপর প্রকাশিত হয়েছে ভাঙা মানুষের রিংটোন, আমাছামা চান, আমন ধান ও নিসর্গ সারিন্দা, শামুকের হোরপা ও দেশি জোনাক, বাওছিটা, অথাও আলোর উকা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'রক্তকরবী'-র রাজবংশী / কামতাপুরী ভাষায় অনুবাদ)। তাঁর অবিমিশ্র জাদুকলমে উঠে আসে সহজাত ও আবাল্যলালিত গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি এবং রাজবংশী জীবনচর্চার নানা অনুষঙ্গ; উঠে আসে আত্মবীক্ষণ ও আত্মব্যবচ্ছেদের মর্মভেদী ভাষা। গান লেখা, সুর দেওয়া, গান গাওয়ার শখ রয়েছে। দোতারা, সারিন্দার মতো নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে ভালোবাসেন। পেয়েছেন অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার, কবি সুজিত অধিকারী স্মৃতি পুরস্কার, মল্লার সম্মান, মেঠোপথ সম্মান প্রভৃতি।

কবিতা

দিলরুবার ছেঁড়া তার
আশুতোষ বিশ্বাস

মাঝে-সাঝে তোমার সাথে ঝটিকাদর্শন হয়ে যায়
হাতিবাগান বিপণিসম্ভারের গলিপথ ধরে---
হাঁটছি দুজন পাশাপাশি, মৃদু হাসাহাসি
হাতের স্পর্শ নেওয়ার দুর্লভ অবকাশ পাক খেয়ে মরে
মনের গভীরে— আন্দোলিত শ্বাস
একথা-সেকথা— স্বামী-সংসার, আত্মজদ্বয়ের পাঠে ঢিলেমিপ্রবণ
সব উঠে আসে, গলা বুজে আসে বিষাদ বাতাসে।

ভদ্রতাতুত 'আজ আসি' বলে হাত নেড়ে
জনতার ভিড়ে তুমি দ্রুত মিশে যাও;
আমিও ধবধবে আলোর নির্জনে ছেঁড়া দিলরুবার
তার জুড়তে বসি
জংধরা পুরোনো শক্ত তার কিছুতেই জোড়া লাগে না।

ধ্রুবতারা
সমীর সরকার

সেদিন তোমায় বলেছিলাম,
ভালোবেসে এনে দেব নীল ধ্রুবতারা।
তুমি নাকচ করে বলেছিলে, বোকা!
ধ্রুবতারা কখনও নীল হয় বুঝি?
দেখো একাকিত্বের আগুন বুকে নিয়ে জ্বলছে, সেই কোন যুগ ধরে-
আর সেই আগুনের রং টকটকে লাল।
তুমি ভালোবাসায় মিথ্যে
চাওনি কখনও, তুমি চেয়েছিলে
যা সত্যি ঠিক তাই।

তোমায় বলেছিলাম, ভালোবেসে তোমার জন্য
গড়ে তুলব এক স্বপ্ননগরী
শুনে তুমি, কী অবলীলায় মাথা নেড়েছিলে!
তুমি চেয়েছিলে শুধুই আমার
আমিকে, যা কিছু সত্যি আমি, ঠিক ততটুকুই।
অথচ আজ দেখো, দেখো না চেয়ে, আমিও
কেমন সেই ধ্রুবতারার
রঙে রক্তিম, রয়েছি বসে,
শুধুই আমার আমিকে নিয়ে।

গিলে খায় শব্দমালা
অন্তরা মণ্ডল

বহুদিনের শখ চাষ করব,
কবিতার চাষ,
তাই আমি শূন্য জমির বুকে কলম দিয়ে ফসল ফলাই,
জল দিই, আবেগ দিই, অনুভূতি দিই,
শুধু গায়ের জোরের বদলে ঢেলে দিই মস্তিষ্কের জোর,
আমার মগজ চাষ করে।

মাঝেমধ্যে আল ধরে হেঁটে যাই,
কিছুটা দূরে টিলার উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকি, চুপচাপ--
বেড়া ভেঙে আমার জমিতে ঢুকে যায় ছাগল শাবক,
মুড়িয়ে খায় নম্র ধানের শিষ,
সামান্য উচ্ছ্বাস থেকেই তখন বৃষ্টি নামে, বিনা আভাসে।

সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে,
শিরা বেরোনো দুটি হাত কেঁপে ওঠে।
ক্ষুধা আর দায়িত্ব অবিনশ্বর আত্মার মতো কাঁধে চেপে থাকে
উপোস থাকি, নির্জলা থাকি,
ক্ষুধার্ত অস্থির মন তখন শুধু শব্দ গিলে খায়,
তৃষ্ণার্ত পথিকের মতো।

ব্যক্তিগত তারা
মনামী সরকার

ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে পড়লে শোক অস্পৃশ্য হয়ে যায়
শীতল ঠোঁটে চুম্বনের মতো মৌন ভাবতে বাধ্য করে
আমি কে?

নিজেকে খুঁজে বেড়াই নিজের ছায়ার পিছু করে
দাঁতে দাঁত চিপে গিলে খাওয়া কান্নাগুলো নিঃশ্বাস নেয়
স্নানঘরে,
বুঝে নিতে হয় কিছু অপেক্ষারা অবৈধ প্রেমের মতো।

রজনীগন্ধার গন্ধে যখন বিষাদ ছড়ায়
আকাশ উবু হয়ে আসে মুখের কাছাকাছি
তখন দেখি রাতের আকাশের প্রতিটা তারাই
কারও না কারও ব্যক্তিগত।

চতুর্থ জানলা দিয়ে মৃত্যু ঢোকে
মাল্যবান মিত্র

চতুর্থ জানালাটা খুললে
পর্দা উড়ে গিয়ে একসময়
ছিন্ন মুখ বলে ওঠে, 'আমি মৃত্যু নই, আমি সেই ভুল উচ্চারণ!'

ঘর ভরে ওঠে নীলচে ধূপের গন্ধে,
টেবিলে রাখা চিঠিগুলো উলটে যায় নিজে নিজেই,
আর তুমি দেখো, তোমার লেখা নয়-
তারিখগুলো নিজেই বদলে ফেলেছে নাম।

রান্নাঘরে হাঁড়ির ভেতর, নাড়া দিলে উঠে আসে হারিয়ে যাওয়া
দিনগুলো-
তুমি চামচে তুলে মুখে দিয়ে স্বাদ পেলে সেই বিকেলের,
যেদিন মা ফেরেনি, অথচ ঘড়িটা ঠিকই চলছিল।

বিছানার নীচে, কিছু পুরোনো কাপড় অগোছাল দলা পাকানো-
খুললে দেখা যায় বালিশভর্তি নামহীন আত্মা,
তারা চোখ তুলে বলে, 'আমরা ছিলাম তোমার অপরিণত
সিদ্ধান্তে।'

আয়নার দিকে তাকালে, তুমি নিজেকে দেখো না,
বরং এক কিশোর- তোমার জন্মের আগের আত্মা-
সে বলছে, 'আমি ছিলাম, যখন তুমি ভাবলেই, নিমেষেই তুমি
হতে পারো না।'

এভাবে চতুর্থ জানালায় মৃত্যু আসে না, সে কেবল খুলে দেয় ফাঁকা
জার্নালের শেষ পাতা-
যেখানে কালি-ছোঁয়া শব্দ নয়,
চোখের জল দিয়ে লেখা ইতিহাস,
আর দাগ কাটতে থাকা আয়ু।

হাত রেখো হাতে
বনি দে

তোমার আসার খবর আগে থেকে পাইনি।
যদি এই শরতের শেষে একটা চিঠি লিখে আসতে,
তবে আয়োজন করে বসতুম।
হঠাৎ এলে ধুলো উড়িয়ে, সব বাঁধন ভেঙে দিয়ে দামাল ঝড়ের মতো।
আজ কি শুধুই তোমার চোখে হারিয়ে যাওয়া!
নাকি অন্যভাবে নিজেকে খোঁজা,
তাকিয়ে দেখো
একটা নতুন পৃথিবীর বুকে আমি দাঁড়িয়ে।

তারপর একদিন উত্তাল ঢেউ এসে
ধুয়ে দিল সব লজ্জা---
এবার শুধুই ভেসে চলা, কথা বলা, হাতে হাত রাখা।
শুধু তোমায় নিয়েই
যদি বেঁচে উঠি নতুন করে,
তাতে দোষ কোথায়?
তোমার অস্তিত্বে নতুন শব্দ তৈরি হয়।
শব্দ কী?
শুধুই নীরবতা।
আর প্রেম?
প্রশান্তি।

ভারতে বিশ্বকাপ : মহারথীদের মহাযুদ্ধ

৩১ অক্টোবর ভারতের মাটিতে শুরু হতে চলেছে দাবা বিশ্বকাপ, চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। আসন্ন বিশ্বকাপে কিভাবে হয়েছে প্রতিযোগী বাছাই, কাদের দিকেই বা নজর থাকবে, চমকে দিতে পারেন কোন তরুণ প্রতিভা, সমস্তকিছু নিয়ে লিখলেন প্রবুদ্ধ ঘোষ।

দোম্মারাজু গুকেশ

FIDE WORLD CUP
GOA 2025

মাঝে আর মাত্র চারদিনের ব্যবধান, ৩১ অক্টোবর ভারতের গোয়ায় শুরু হতে চলেছে দাবা বিশ্বকাপ। মোট ২০৬ জন দাবাড়ু যেখানে অংশ নেবেন, যার মধ্যে ২৪ জন ভারতীয়। ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে এই বিশ্বকাপ নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকবে। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দোম্মারাজু গুকেশ, অর্জুন এরিগ্যাসি এবং আর. প্রজ্ঞানন্ধা এই প্রতিযোগিতার তিন শীর্ষবাছাই। এদের মধ্যে প্রজ্ঞা, অর্জুনদের কাছে এই বিশ্বকাপ আপাতত একমাত্র সুযোগ আগামী ক্যান্ডিডেটস দাবায় যোগ্যতা অর্জনের। অন্যদিকে, ভারতের একমাত্র নারী প্রতিনিধি দিব্যা দেশমুখ মহিলাদের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। বর্তমানে ভারতীয় দাবাড়ুরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বনাথন আনন্দের কৌশলী ডিসকভার্ড অ্যাটাকে ভারতীয় তথা এশীয় দাবার যে জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল, তা এখন গুকেশ, প্রজ্ঞানন্ধা, অর্জুন, নিহাল, দিব্যাদের দক্ষতায় মিডলগেমের অ্যাডভান্টেজ নিয়ে ফেলেছে। ম্যাগনাস কার্লসেনের প্রজন্মের নাকামুরা, কারুয়ানা, নেপোমনিয়াশৎশি, ওয়েসলি সোদের পেছনে ফেলে বিভিন্ন শীর্ষস্তরীয় প্রতিযোগিতায় জিতছেন এঁরা।

দাবা বিশ্বকাপের তিন শীর্ষ স্থানাধিকারী আসন্ন ক্যান্ডিডেটস দাবায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাবেন। মোট আটজন দাবাড়ু সেখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যার মধ্যে ২০২৪ ফিডে সার্কিট অনুযায়ী ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা নিজের স্থান পাকা করে ফেলেছেন। গ্র্যান্ড স্যুইসের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হিসেবে আনিশ গিরি ও ম্যাথিয়াস ব্লুবামও সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এবার বিশ্বকাপের প্রথম তিন দাবাড়ু হিসেবে কারা ক্যান্ডিডেটসে সুযোগ পান, সেটাই দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ক্রীড়াবিশ্ব। এখানে বলার, ক্যান্ডিডেটস দাবায় বিজয়ী হওয়ার অর্থ কিন্তু বর্তমান বিশ্বখেতাবজয়ী গুকেশকে সরাসরি প্রত্যাহ্বানের সুযোগ।

তবে, সাম্প্রতিক ক্রমপর্যায়ের প্রথম দশ দাবাড়ুর মধ্যে চারজন অর্থাৎ ম্যাগনাস কার্লসেন, হিকারু নাকামুরা, ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা এবং আলিরেজা ফিরুজা আসন্ন বিশ্বকাপে থাকছেন না। যে কারণে বিশ্বকাপের ঔজ্জ্বল্য সামান্য ম্লান হবে বটে, কিন্তু তিন দাবা-প্রজন্মের মহারথীদের লড়াই ক্রীড়াবিশ্বকে হতাশ করবে না। যারমধ্যে অগ্রজ প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন লেভন অ্যারোনিয়ান, পিটার লেকো, মাইকেল অ্যাডামস, এতিয়েঁ ব্যাক্রোরা। পরের প্রজন্মের আনিশ গিরি, মামেদিয়ারভ, ভ্যাশিয়ে-লাগ্রেভ, নেপোমনিয়াশৎশি, ওয়েসলি সো, পেন্তালা হরিকৃষ্ণা। এছাড়া তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বল প্রতিনিধি হিসেবে থাকছেন গুকেশ, আব্দুসাত্তোরভ, কেইমার, নিম্যান, সিন্দারভরা। সুতরাং, আসন্ন বিশ্বকাপ যেন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের লড়াই। বদলে যাওয়া দাবা-দর্শনের সংঘাত। পুরনো তত্ত্ব-পদ্ধতির সঙ্গে আগামীর তত্ত্ব সম্ভাবনার দ্বন্দ্ব। সবমিলিয়ে এই বিশ্বকাপ যেন নতুন ক্রীড়াযুগের এক নিরীক্ষাক্ষেত্র।

এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বাছাই করার প্রক্রিয়াটি বেশ চমকপ্রদ। ফিডে বিশ্ব নীতিনিয়ামক কমিশন এমনভাবে এই পদ্ধতি তৈরি করেছে, যাতে সবকটি মহাদেশের দাবাড়ুরা সমান গুরুত্ব পায় এবং সব দেশের সেরা খেলোয়াড়রা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিযোগিতার ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়। সেজন্যই বিশ্বকাপে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যেমন রয়েছে, তেমনি আছে ফিডে বিশ্বকাপ ২০২৩-এর শীর্ষ চারজনও। এছাড়াও রয়েছে বর্তমান মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন (যদিও এক্ষেত্রে জু ওয়েনজুন অংশ না নেওয়ায় তাঁর জায়গায় মেয়েদের বিশ্বকাপজয়ী দিব্যা সুযোগ পেয়েছেন), বিশ্ব জুনিয়ার (অনূর্ধ্ব-২০) চ্যাম্পিয়ন (২০২৪) সহ আঞ্চলিক ও মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের সেরারা। তবে এই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন- যে খেলোয়াড় একবার কোনও যোগ্যতার মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন, তাঁদের অন্য কোনও বিভাগে পুনরায় গণনা করা হবে না। এছাড়া, যদি দুই বা ততোধিক খেলোয়াড়ের রেটিং সমান হয়, তবে জানুয়ারি থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত তুলনামূলক বেশি রেটেড গেমের সংখ্যার ভিত্তিতে যোগ্যতা নির্ধারণ হবে। যদি সেটিও সমান হয়, তবে লটারির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আসন্ন বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ২০৬ দাবাড়ুর মধ্যে ২৪ জন ভারতীয়। যেখানে একদিকে যেমন গুকেশ, অর্জুন, প্রজ্ঞানন্ধা হলেন তিন শীর্ষ বাছাই, তেমনই মেয়েদের বিশ্বকাপজয়ী দিব্যা দেশমুখ ভারতের একমাত্র নারী প্রতিনিধি। ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে এই বিশ্বকাপ নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকবে।

অর্জুন এরিগ্যাসি

প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনার পর এবার বিশেষ কিছু প্রতিযোগীকে নিয়ে কথা বলা যাক। বিশ্বকাপের অংশ নিতে যাঁরা ভারতে আসছেন, তাঁদের মধ্যে চার কিশোর তারকার প্রতি বিশেষ নজর থাকবে। এঁরা হলেন ফাউস্টিনো অরো, অ্যান্ডি উডওয়ার্ড, অভিমন্যু মিশ্র এবং ভোলোদার মুরজিন। এঁদের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকার অভিমন্যু ইতিহাসের সবচেয়ে কমবয়সি গ্র্যান্ডমাস্টার। উডওয়ার্ড এই বছরের ইউ.এস. জুনিয়ার ক্লোজড চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী। দুজনই সম্প্রতি সমরখন্দে অনুষ্ঠিত ফিডে গ্র্যান্ড সুইস দাবায় দুর্দান্ত খেলে যথাক্রমে পঞ্চম ও সপ্তম স্থান অর্জন করেছেন। অন্যদিকে, ১৯ বছরের বিশ্ব র‍্যাপিড চ্যাম্পিয়ন ভোলোদার মুরজিন বর্তমানে প্রায় ২৭০০ এলো রেটিংয়ের দোরগোড়ায়। এছাড়াও রয়েছেন, আর্জেন্টিনার ফাউস্টিনো অরো। অরো এই বিশ্বকাপের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। মাত্র ১১ বছর বয়সি আন্তর্জাতিক মাস্টার অরোকে ‘দাবার মেসি’ নামে চেনেন অনেকে। এই মুহূর্তে দাবার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। সম্প্রতি লেজেন্ডস অ্যান্ড প্রডিজিস দাবায় অপরাজিত থেকে খেতাব জিতেছেন অরো এবং তাঁর রেটিং পারফরমেন্স ২৭৫৯। সাম্প্রতিক অতীতে এমন দক্ষতা কেউ দেখাতে পারেননি। গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার প্রাথমিক শর্তও পূরণ করে ফেলেছেন তিনি। অরোর পজিশনাল গেমের দক্ষতা, ধীরে ধীরে নীতিমাফিক ব্যূহ সাজিয়ে অ্যাডভান্টেজ বাড়িয়ে নেওয়া এবং অতর্কিত আক্রমণের কৌশলে বিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পিস/পন খেয়ে নেওয়ার ক্রীড়াশৈলী তাঁর সাফল্যের কারণ। যে অরো বুলেট ও ব্লিৎজ দাবার দুই প্রবাদপ্রতিম কার্লসেন ও নাকামুরাকে একাধিকবার হারিয়েছেন, সেই অরোই ধ্রুপদী দাবায় প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে শান্ত মাথায় খেলার ফলাফল ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এমন বৈচিত্র্য দাবাপ্রেমীদের বটভিনিক ও স্প্যাসকির ক্রীড়ামেধার কথা মনে পড়ায়।

এরপর তাকানো যাক দাবার দুনিয়ায় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত কিছু নামের দিকে। এদের মধ্যে প্রথমেই আসবেন রাশিয়ার ড্যানিল ডুবভ। দাবাবিশ্বে তাঁর খ্যাতি উদ্ভাবনী কৌশল, চূড়ান্ত আক্রমণাত্মক শৈলী এবং নান্দনিক কম্বিনেশন তৈরির জন্য। ডুবভ দাবার ব্যাকরণের বাইরে বেরোন, প্রায়ই ওপেনিং শাখার নতুন ধরন খেলেন, এবং অভাবনীয় কোনও দানপর্যায়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। বিশ্বখেতাবী যুদ্ধে কার্লসেনের সহকারী হিসেবে কাজ করা ডুবভের সাম্প্রতিক গেমগুলি লক্ষ্যণীয়। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাব তাঁকে বারবার ভুগিয়েছে। যদি এই রোগ থেকে মুক্ত হতে পারেন, তাহলে বিশ্বকাপে তাঁর থেকে দুর্দান্ত পারফরমেন্স প্রত্যাশা করাই যায়।

এরপর আসা যাক নদির্বেক আব্দুসাত্তোরভের কথায়। শেষ কয়েক বছরে উজবেকিস্তানের দাবাকে শীর্ষস্তরে তুলে আনতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ২০২১ সালে বিশ্ব র‍্যাপিড দাবায় খেতাবজয়, ২০২২ সালের অলিম্পিকে সোনা জয়, এবং বিগত দুবছর শীর্ষ দশে স্থান ধরে রাখা আব্দুসাত্তোরভ ফর্মে থাকলে আসন্ন বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার। নীতি ও ব্যাকরণ মেনে ব্যূহ তৈরি করে প্রতিপক্ষের পজিশনে নিশ্ছিদ্র আক্রমণ শাণানোয় তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ, তেমনই এন্ডগেমে খেলাকে প্রতিকূল থেকে অনুকূলে নিয়ে আসতেও তিনি দক্ষ।

এরপর বলতে হয় হেরে গিয়েও হার না-মেনে প্রত্যাবর্তনের জেদ আর কঠিন সময় পেরিয়ে ফিরে এসে জীবনে ও বোর্ডে নির্ভুল দান খুঁজে নেওয়ার উদাহরণ ইয়ান নেপোমনিয়াশৎশির কথা। যার ঝুলিতে যেমন রয়েছে, পরপর দু’বার ক্যান্ডিডেটস জয়। তেমনি পরপর দু’বার বিশ্বখেতাবী যুদ্ধের ট্র্যাজিক নায়কও তিনি। রাশিয়ার হয়ে দলগত দাবা কিংবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে শীর্ষস্তরের প্রতিযোগিতার খেতাবজয়ী নেপোমনিয়াশৎশি প্রকৃতপক্ষেই একজন আদর্শ যোদ্ধা। কার্লসেনের প্রজন্মের নেপোমনিয়াশৎশির এখনও দাবাকে অনেক কিছু দেওয়ার আছে। এমনকি তাঁর নিজের দিনে স্বয়ং কার্লসেনও তাঁকে সমীহ করেন।

সবশেষে আসি ভারতের অর্জুন এরিগাসি সম্বন্ধে। যাকে নিয়ে কার্লসেন বলেন, ‘ওর সম্বন্ধে কিচ্ছুটি আগাম আঁচ করা যায় না। বোর্ডে প্রতিপক্ষকে ছিঁড়ে খাবার জন্য ও যা-খুশি পরিকল্পনা করতে পারে।’ গ্যারি কাসপারভের মতে যিনি কৌশলগত দিক থেকে এই প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ। গুকেশ এবং প্রজ্ঞার তুলনায় কিছুটা প্রচারের আড়ালে থাকা এহেন অর্জুনকে খেতাবের অন্যতম দাবিদার বিবেচনা করতেই হয়। আনন্দের পরে ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ২৮০০ রেটিংয়ের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। এই মুহূর্তে বিশ্বের চতুর্থ সেরা দাবাড়ু তিনি। নিজের দক্ষতার প্রতি সুবিচার করলে খেতাবের লক্ষ্যভেদ তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

এদের সঙ্গে বাংলার তিন তরুণ প্রতিভা দীপ্তায়ন ঘোষ, আরণ্যক ঘোষ এবং নীলাশ সাহার প্রতিও আলাদা নজর থাকবে। আসন্ন বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁরাও। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার যে তাঁরা করবেন, এই আশা করাই যায়। সুতরাং মঞ্চ প্রস্তুত, তৈরি দাবাড়ুরাও। এবার শুধু মহারণ শুরু হওয়ার অপেক্ষা। আগ্রহীরা দাবা বিশ্বকাপ দেখতে পারবেন বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে।

আনিশ গিরি

নদির্বেক আব্দুসাত্তোরভ

বিশ্বকাপে চমকে দিতে পারেন যাঁরা

ভোলোদার মুরজিন

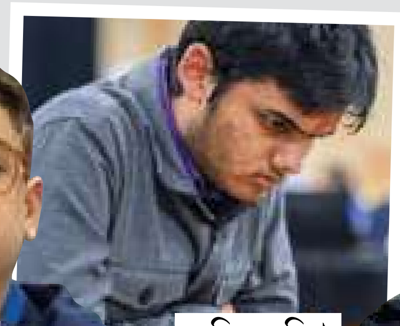

অভিমন্যু মিশ্র

ফাউস্টিনো অরো

হেভিওয়েটদের পাশাপাশি দাবাপ্রেমীদের নজর রয়েছে এই কিশোরদের ওপরও

ড্যানিল ডুবভ

ইয়ান নেপোমনিয়াশৎশি

রোকো স্পেশালে জয় হো

অস্ট্রেলিয়া- ২৩৬
ভারত- ২৩৭/১ (৩৮.৩ ওভারে)
(৯ উইকেটে জয়ী ভারত)

সিডনি, ২৫ অক্টোবর : সবাই উঠে দাঁড়িয়ে।

সিডনি স্টেডিয়ামজুড়ে 'বিরাট, বিরাট' শব্দব্রহ্ম। প্রথম বলটাই ঠেলে দিয়ে দৌড়। দৌড় শেষেই সেলিব্রেশন! জোড়া শূন্যের গেরো কাটিয়ে তৃতীয় ম্যাচে খাতা খোলা। খুশিটা চেটেপুটে নিলেন বিরাট কোহলি।

সফরে নিজের প্রথম রানের সঙ্গে সেই যে সেলিব্রেশন মোডে ঢুকে পড়লেন, বাকি ইনিংসে আর তাল কাটেনি। বিক্ষিপ্ত কিছু বলে অস্বস্তিতে পড়েছেন, ভাগ্যের সাহায্যও পেয়েছেন। বাকি সময়ে ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর দিয়ে বাউন্ডারির রাস্তা খুঁজে নেওয়া, খুচরো রানের দৌড় নির্ভেজাল বিরাট-স্পেশাল।

এদিন সিডনির নায়ক অবশ্য রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেডে টাচে থাকার ইঙ্গিত রেখেছিলেন। আজ পুরোদস্তুর রোহিত-শো। নিয়ন্ত্রণ ব্যাটিং। সুযোগ বুঝে বিগহিট। যার সামনে আত্মসমর্পণ মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পাদের। ১৩টি চার ও ৩ ছক্কায় ১২৫ বলে অপরাজিত ১২১। নেতৃত্ব হারালেও বোঝালেন এখনও ব্যাটিংয়ের অন্যতম 'লিডার' তিনি।

রোহিত শোয়ের সঙ্গে বিরাটের অপরাজিত ৭৪। মানরক্ষার ম্যাচে মাথা উঁচু করে ফেরা। সমস্ত সমালোচনাকে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে স্বমেজাজে 'প্রত্যাবর্তন' রোকোর। রোহিতের সঙ্গে ৬৯ রানের জুটির পর ফেরেন শুভমান গিল (২৪)। বাকি সময়ে বিরাট-রোহিতের অভিজ্ঞতা, দক্ষতার সামনে ভেঙে চুরমার অজি-প্রাচীর। কাকতালীয় ঘটনা, ২০০৮, ২০১৬-র পর আজ—সিডনিতে ভারতের তিন ওডিআই জয়ের কারিগর রোহিত!

সাতজন বোলারকে ব্যবহার করেও রোকোকে আটকাতে পারেননি মার্শরা। ১৬৮ রানের পার্টনারশিপে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন ওডিআই ক্রিকেটে কীভাবে রান তাড়া করতে হয়।

বিরাটের উইনিং শট যখন বাউন্ডারি পেরিয়ে যায়, তখনও ১১.৩ বল বাকি। হাতে ৯ উইকেট! অস্ট্রেলিয়ার ২৩৬-এর জবাবে ভারত ২৩৭/১। একবগ্গা দাপটের ছবি। আফসোস, অ্যাডিলেডে সুযোগ হাতছাড়া না হলে, সিরিজের

চার উইকেট নিয়ে লাফ হর্ষিত রানার। শনিবার সিডনিতে।

স্কোরলাইন অন্যরকম হতেও পারত।

ভারতীয় ইনিংসজুড়ে জুটিতে লুটি। ১২টি দেড়শো প্লাস পার্টনারশিপ বিরাট-রোহিতের। ভাগ বসালেন শচীন তেন্ডুলকার-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নজিরে। কুমার সাঙ্গাকারাকে টপকে ওডিআইয়ে সর্বোচ্চ রানে তালিকায় শচীন তেন্ডুলকারের (১৮,৪২৬) ঠিক পরেই বিরাট (১৪,২৫৫)।

কথায় আছে 'ক্লাস পার্মানেন্ট, ফর্ম টেম্পোরারি'। বয়সকে তুড়ি মেরে চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। হয়তো যে ক্লাসিক ব্যাটিংয়ে ক্ষীণ হলেও ভেসে থাকল রোকোর ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন। ম্যাচ ও সিরিজ সেরা রোহিত। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে পিছনে ফেলে অজিদের বিরুদ্ধে বয়স্কতম প্লেয়ার হিসেবে সিরিজ সেরার নজির হিটম্যানের (৩৮ বছর ১৭২ দিন)।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ ম্যাচ বিরাট, রোহিতের। স্বাগত জানাতে শনিবাসরীয় সিডনিতে দর্শকদের ঢল। একঝাঁক ফেস্টুন, কাটআউট। কেউ লিখে এনেছেন 'এখনই বিদায় বোলো না', 'আমরা তোমাদের মিস করব', কিংবা 'তোমরা কিংবদন্তি ছিলে, চিরকাল থাকবে আমাদের কাছে।'

বিরাটদের প্রতিটি রান আবেগ উসকে দিচ্ছিল। চড়ছিল পারদ। আম্পায়ার্স কলে বিরাট একবার লেগবিফোরের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পর গ্যালারির 'গগনভেদি আওয়াজ' বুঝিয়ে দিচ্ছিল দর্শকরা কার জন্য এসেছেন। সেঞ্চুরি পূরণের পর রোহিত আকাশের দিকে তাকালেন। হাফ সেঞ্চুরির পর বিরাটও। 'গডস প্ল্যান'—ঈশ্বরের কাছে সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

সিডনি-দ্বৈরথের শুরু টস হারের 'অবিশ্বাস্য' নজিরকে আরও এক ধাপ এগিয়ে। এদিনও হার, ওডিআই ম্যাচে একটানা ১৮ বার! অঙ্কের মারপ্যাঁচ বলছে ২,৬২,১৪৪ বারে এমন ঘটনা নাকি একবার ঘটতে পারে! টসে হারলেও শুভমানের আগে ফিল্ডিংয়ের ইচ্ছে পূরণ হয় মিচেল মার্শ ব্যাটিং নেওয়ায়।

মার্শের সিদ্ধান্ত অবশ্য বুমেরাং। মার্শ (৪১)-ট্রাভিস হেড (২৯) ভালো শুরু করেও তা ধরে রাখতে পারেননি। ম্যাথু শর্ট (৩০), অ্যালেক্স ক্যারি (২৪), কুপার কনোলিদের (২৩) বড় স্কোর করতে দেননি হর্ষিত (৩৯/৪), ওয়াশিংটন সুন্দররা (৪৪/২)। এর মাঝে ক্যারির ক্যাচ নিতে গিয়ে চোট শ্রেয়স আইয়ারের। পিছনের দিকে দৌড়ে ক্যাচ নেওয়ার সময় পাঁজরে লাগে। হাসপাতালেও দৌড়োতে হয়।

অক্ষর প্যাটেলের (১৮/১) নিয়ন্ত্রিত বোলিংও প্রশংসনীয়। তবে ম্যাট রেনশের (৫৬) কাঁধে চেপে একসময় স্কোর ছিল ১৮৩/৩। এখান থেকে ৫৩ রানে ৭ উইকেট তুলে নিয়ে আড়াইশোর আগেই ক্যাঙারুদের গুটিয়ে দেন হর্ষিতরা। ম্যাচের বাকি সময়ে বিরাট-রোহিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকা। সিরিজের শেষ ওডিআই ম্যাচে বড় জয়। টি২০ যুদ্ধের আগে সূর্যকুমার যাদবের দলকে যা মনস্তাত্ত্বিক রসদ জোগাবে।

ঘুরেফিরে রোহিত, বিরাট এবং ২০২৭ বিশ্বকাপের অঙ্ক। সিডনির রোকো স্পেশাল অজিত আগরকার, গৌতম গম্ভীরদের ভাবনা খানিকটা গুলিয়ে দেবে সন্দেহ নেই।

জোট বেঁধে রাজতন্ত্রে

১৪২৫৫ কুমার সাঙ্গাকারাকে (১৪২৩৪) সরিয়ে ওডিআইয়ে সর্বাধিক রান সংগ্রহের তালিকায় দুই নম্বরে উঠে এসেছেন বিরাট কোহলি (১৪২৫৫)।

১২ একদিনের ক্রিকেটে সর্বাধিক ১৫০ রানের জুটিতে শচীন তেন্ডুলকার-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্পর্শ করলেন রোহিত শর্মা-বিরাট। দুই ভারতীয় জুটিই ১২ বার করে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

১৮৪৪৩ সাদা বলের ক্রিকেটে শচীনকে (১৮৪৩৬) সরিয়ে বিরাট (১৮৪৪৩) এখন সর্বাধিক রান সংগ্রাহক।

১ একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই অন্তত পাঁচটি করে শতরান আছে রোহিতের। ওডিআইয়ে ৩৩, টি২০-তে ৫ ও টেস্টে তাঁর শতরানের সংখ্যা ১২।

৬ অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম অতিথি দেশের কোনও ক্রিকেটার হিসেবে ৬টি ওডিআই শতরানের নজির গড়লেন রোহিত। পেছনে ফেললেন বিরাট (৫) ও সাঙ্গাকারাকে (৫)।

৯ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে নবম শতরান হয়ে গেল রোহিতের। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে ১০টি তিন অঙ্কের রান রয়েছে বিরাটের। কোনও একটি দেশের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেটে সর্বাধিক শতরানের সেটাই রেকর্ড।

২৪ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিরাটের ৫০ প্লাস স্কোরের সংখ্যা। যা শচীনের সঙ্গে যুগ্ম সর্বোচ্চ।

৮২ একদিবসীয় ক্রিকেটে শতরানের জুটিতে ৮২ বার বিরাট সঙ্গী হলেন। শচীনের (৯৯) পরই যা দ্বিতীয় সর্বাধিক।

১৯ একদিনের ক্রিকেটে বিরাট-রোহিতের শতরানের জুটির সংখ্যা।

'প্রায় নিখুঁত ক্রিকেট খেলেছি আমরা'

বিরাট, রোহিতেরও দ্বারস্থ হন, অকপট শুভমান

সিডনি, ২৫ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়নদের সহজে বাতিলের তালিকায় ফেলতে নেই। কেন? জবাব রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির সিডনি-স্পেশালে। কেরিয়ার শেষের অঙ্ক, পাহাড় প্রমাণ চাপ সরিয়ে জ্বলে উঠলেন। জ্বালিয়ে রাখলেন ২০২৭ বিশ্বকাপের স্বপ্ন।

সিরিজ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে যে মুগ্ধতা অধিনায়ক শুভমান গিলের কথাতে। প্রথম দুই ম্যাচ হেরে সিরিজ আগেই হাতছাড়া। নিয়মরক্ষার ম্যাচে অবশ্য আজ মাথা উঁচু করে ফেরা। রান তাড়ায় নিখুঁত যুগলবন্দিতে অজিদের ম্যাচে ফেরার সুযোগ দেননি বিরাট-রোহিত।

শুভমান বলেছেন, 'আমরা আজ প্রায় নিখুঁত ক্রিকেট খেলেছি। বিশেষত, রানতাড়া করা দারুণ উপভোগ করেছি। ১৫ বছর ধরে এটাই করে চলেছে রোহিত, কোহলি। ওদের প্রত্যাবর্তনটা দুর্দান্ত। সবমিলিয়ে ঐতিহাসিক মাঠে স্পেশাল জয়।'

রোকোকে নিয়ে গিলের আরও দাবি, দুই সিনিয়ারকে নিয়ে মনের মধ্যে কোনওরকম সংশয় ছিল না। নিশ্চিত ছিলেন রান পাবেন। সাজঘরের ব্যালকনিতে বসে সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখলেন। শুভমানের কথায়, দুই সিনিয়ার নিজেদের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে দলকে বৈতরণি পার করে দিচ্ছে, অধিনায়ক হিসেবে যা দেখার অনুভূতিটা সবসময় স্পেশাল। অস্ট্রেলিয়াকে ২৩৬ রানে আটকে জয়ের মঞ্চ গড়ে দেন হর্ষিত রানা। গৌতম গম্ভীরের কোটার ক্রিকেটার তকমা ঝেড়ে চার শিকারে নিন্দুকদের জবাব। সতীর্থের প্রশংসায় শুভমানের মন্তব্য, 'ব্যাটারদের মাঝের

শতরানের স্বস্তি রোহিত শর্মার (ওপরে)। শনিবার এক রান করেই আনন্দে ফিস্টপাম্প করলেন বিরাট কোহলি। সিডনিতে।

ওভারে আটকে রাখে স্পিনাররা। পেসাররা মূল্যবান উইকেট তুলে নেয়। মিডল ওভারেও হর্ষিত দুর্দান্ত গতিতে বল করেছে। দলের কাছে এই দক্ষতাটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ওডিআই ম্যাচে ভারতের টানা ১৮ নম্বর টসে হার। রোহিতের পনেরো হারের পর অধিনায়ক হিসেবে তিন ম্যাচেই কয়েন যুদ্ধ সঙ্গ দেয়নি শুভমানেরও। যে প্রশ্নে হালকা মেজাজে জানান, বাড়ির লোকও বলছিল, টস নিয়ে অন্যরকম কিছু করা উচিত!

দলকে জেতানোর পাশাপাশি তরুণ অধিনায়কের 'পরামর্শদাতা'র ভূমিকাতেও দেখা যায় রোকোকে। বোলিং পরিবর্তন থেকে ফিল্ডিং সাজানো, নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। শুভমানের অকপট স্বীকারোক্তি, 'অধিনায়কের দায়িত্বে আমাকে বিরাট-রোহিত সবসময় সাহায্য করে। মাঠে কোনও বিষয়ে কোনওরকম সংশয় থাকলে ওদের জিজ্ঞাসা করি।'

রোহিত, বিরাটকে কি ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে বলা হবে টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে? এখনও যা নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ শুভমান। তাঁর কথায়, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে হাতে খুব বেশি দিন নেই। তারপর নিউজিল্যান্ডের সিরিজ। মাঝে কিছুটা সময় মিলবে। তখনই এই নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

> আমরা আজ প্রায় নিখুঁত ক্রিকেট খেলেছি। বিশেষত, রান তাড়া করা দারুণ উপভোগ করেছি। ১৫ বছর ধরে এটাই করে চলেছে রোহিত, কোহলি। ওদের প্রত্যাবর্তনটা দুর্দান্ত। সবমিলিয়ে ঐতিহাসিক মাঠে স্পেশাল জয়।
> –শুভমান গিল

অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শের মুখেও রোহিত-বিরাটের প্রশংসা। বলেছেন, 'দশকের বেশি সময় ধরে সব দলের বিরুদ্ধে এটা করে আসছে ওরা। আমরা শুরুটা ভালো করেছিলাম। শেষদিকে একটা ভালো জুটি দরকার ছিল। একসময় ১৯৩/৩ স্কোর ছিল। যদিও তা কাজে লাগাতে পারিনি আমরা। তবে সিরিজে দল যেভাবে পারফর্ম করেছে অধিনায়ক হিসেবে আমি গর্বিত।'

শেষ চারে সামনে অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে সংশয়ে রিচা

নভি মুম্বই, ২৫ অক্টোবর : শেষ চারের টিকিট আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। রবিবার নভি মুম্বইয়ে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে নিয়মরক্ষার ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত।

ভারতীয় শিবিরে একটু চিন্তার মেঘ উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষকে নিয়ে। কিউয়িদের বিরুদ্ধে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ফলে পুরো সময় উইকেট কিপিং করতে পারেননি। রিচার চোট প্রসঙ্গে ভারতের বোলিং কোচ আবিষ্কার সালভি বলেছেন, 'রিচা আমাদের স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং টিমের

মহিলা বিশ্বকাপে আজ
ভারত বনাম বাংলাদেশ
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

নজরদারিতে রয়েছে। ওরা এখনও রিচাকে নিয়ে আলোচনা করছে। এর বেশি আর কিছু আমার জানা নেই।' শনিবার ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল ভারতীয় দলের। সেখানে অবশ্য

প্রস্তুতির মাঝে পোষ্যের সঙ্গে জেমিমা রডরিগেজ। শনিবার নভি মুম্বইয়ে।

ছিলেন না বঙ্গ তনয়া। দলের দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক উমা ছেত্রী অবশ্য অনুশীলন করেছেন।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় পেলেও লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানেই থাকতে হবে ভারতকে। সেই সঙ্গে 'ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট'-এর বিষয়টিও মাথায় রয়েছে ভারতীয় শিবিরের। তবে শেষপর্যন্ত হয়তো উইনিং কম্বিনেশন ধরে রাখবে তারা। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ পয়েন্ট টেবিলে সবার শেষে রয়েছে। এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বড় জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালের আগে বাড়তি আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করতে চাইবে ভারত।

শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ৭ উইকেটে জয়ের সঙ্গে শেষ চারে ভারতের প্রতিপক্ষও ঠিক হয়ে গেল। সেমিফাইনালে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের মুখোমুখি হবে অজিরা। ৩০ অক্টোবর নভি মুম্বইয়েই হবে সেই ম্যাচ।

এক ইনিংসে জোড়া হ্যাটট্রিক

তিনসুকিয়া, ২৫ অক্টোবর : অসমের প্রথম ইনিংসে জোড়া হ্যাটট্রিক সার্ভিসেসের দুই বোলারের। ১২ নম্বর ওভারে হ্যাটট্রিক করেন বাঁহাতি স্পিনার অর্জুন শর্মা (৪৬/৫)। পরপর তিনি তুলে নেন রিয়ান পরাগ (৩৬), সুমিত গাধিগাঁওকার (০) ও শিবশংকর রায়কে (০)। ১৫ নম্বর ওভারের শেষ বলে মোহিত জাংরা (৫/৩) আউট করেন প্রদ্যুম্ন সইকিয়াকে (৫২)। এরপর ১৭তম ওভারের প্রথম দুই বলে তাঁর শিকার মুখতার হুসেন (১) ও ভার্গব লহকার (০)। রনজি ট্রফির এই ম্যাচে অসম প্রথম ইনিংসে অল আউট হয় ১০৩ রানে। রিয়ানের ঘূর্ণিতে (২৫/৫) সার্ভিসেস প্রথম ইনিংস শেষ করে ১০৮ রানে। এরপর প্রথম দিনের শেষে অসম দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৬ রান তুলতে হারিয়েছে ৫ উইকেট।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে শতরান করলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১১৬)। তাঁর ব্যাটে ভর করেই মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে করল ৩১৩ রান। তবে ব্যর্থ হয়েছেন পৃথ্বী শ (৮)।

দায়িত্বহীন ব্যাটিংয়ে ব্যাকফুটে বাংলা

বাংলা-২৪৪/৭

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ফুঁসতে শুরু করেছে সাগর। দানা বাঁধছে ঘূর্ণিঝড় মান্থা। মঙ্গলবার স্থলভাগে আছড়ে পড়ার কথা। সঙ্গে রবি ও সোমবার কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

মান্থার আচরণ ও ভবিষ্যৎ শেষপর্যন্ত কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ব্যাটিং নিয়ে বাংলা দলের অন্দরেও তৈরি হয়েছে ঘূর্ণিঝড়। গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচের আজ ছিল প্রথম দিন। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে বাংলার সংগ্রহ ২৪৪/৭। উইকেটে রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ৫৮) ও আকাশ দীপ (অপরাজিত ৯)। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের সকালটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বাংলার জন্য। দলের রান অন্তত ৩০০ না হলে সমস্যা হতে পারে। মন্দ আলোর জন্য আজ নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৫০ মিনিট আগে যখন আম্পায়াররা দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করলেন, বাংলা শিবিরে টেনশনের চোরাস্রোত। দ্বিতীয় দিনে টিম বাংলা তাকিয়ে মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের দিকে।

এমন টেনশনের আবহের জন্য দায়ী বাংলার ব্যাটারদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ব্যাটিং। বিপক্ষকে উইকেট উপহার দেওয়ার পরিচিত 'বদরোগ'। এমন স্বভাবের জন্য প্রথম দিনের খেলার শেষে বাংলা শিবিরে 'ভিলেন' হয়ে গিয়েছেন সুদীপকুমার ঘরামি (৫৬) ও অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার (০)। প্রথমজন উইকেটে জমে যাওয়ার পরও আচমকা স্টেপআউট করতে গেলেন সিদ্ধার্থ দেশাইকে (৫৫/৩)। হলেন বোল্ড। অপরজন অনুষ্টুপ, বাংলার ক্রাইসিস ম্যান। ব্যাট করতে নামার পর টানা ১৩ বলে রানের খাতা

অর্ধশতরান করলেও ইনিংস লম্বা করতে পারলেন না সুদীপকুমার ঘরামি।

খুলতে পারেননি। ১৪ নম্বর ডেলিভারিতে আচমকা স্টেপআউট করলেন। বল গেল মিডঅনে ফিল্ডারের হাতে। হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে মাঠ ছাড়লেন তিনি। নিশ্চিতভাবেই অনুষ্টুপের চরিত্র-বিরোধী শট। বাংলার সাজঘরে কেউই মনে করতে পারছেন না শেষ কবে এমন শট খেলেছেন অনুষ্টুপ। তিনি নিজেও প্রবল হতাশ।

দলের ব্যাটিং নিয়ে হতাশা রয়েছে দলের অন্দরেও। অর্জন নাগাওয়াসলা (৪৪/১), চিন্তন গাজাদের (৪৬/২) বাদ দিলে গুজরাট দলে ভালো মানের বোলার নেই। চোটের কারণে রবি বিষ্ণোই ইডেনে হাজির থাকলেও খেলেননি। তিন উইকেট পাওয়া বাঁহাতি স্পিনার সিদ্ধার্থও দারুণ নন। অথচ, এমন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে টস হেরে ব্যাট করতে নামার পর অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (২০) ও সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (৩) দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। তিন নম্বরে ঘরামি খেলা ধরে নিয়েছিলেন। উইকেটে জমেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে তাঁর কী যে হল? একই অবস্থা অভিষেক পোড়েলেরও (৫১)। তিনিও উইকেটে জমে গিয়েছিলেন। দলের রান এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় অযথা আগ্রাসন দেখানোর চেনা রোগে তাঁকে ফিরতে হল প্যাভিলিয়ানে। যদিও অভিষেকের আউট নিয়ে বাংলা দলের অন্দরে অসন্তোষ রয়েছে। দলের ব্যাটারদের এমন মানসিকতায় বিরক্ত কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও। সন্ধ্যার ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাংলার কোচ বলে গেলেন, 'আমাদের ব্যাটারদের আরও দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে। বুঝতে হবে পরিস্থিতি।'

দিন বদলায়, বছর ঘুরে যায়। প্রজন্মও বদলে যায়। কিন্তু বাংলা ক্রিকেটের চেনা রোগ আর সারে না। এমনকি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শ পাওয়ার পরও বদলায় না বাংলা ক্রিকেটের ছবিটা।

ভুল শুধরে ফেলার প্রতিশ্রুতি অভিষেকের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ব্যাট হাতে মাঠে নামছেন। উইকেটে জমে যাচ্ছেন। তারপর অযথা আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে বিপক্ষকে উইকেট উপহার দিচ্ছেন।

বারবার। লাগাতার। অভিষেক পোড়েলের প্রতিভা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। প্রশ্নটা তাঁর টেম্পারামেন্ট নিয়ে। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। আজ গুজরাটের বিরুদ্ধেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখল ক্রিকেটমহল। মাঠে হাজির হয়ে জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য আরপি সিংয়ের সামনে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ের নমুনা অভিষেকের জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। প্রথম দিনের খেলার শেষে সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন বাংলা দলের সহ অধিনায়ক। দ্রুত ভুল শুধরে ফেলার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। বলেছেন, 'শট নির্বাচনে ভুল হয়েছে। আগামীদিনে আরও সতর্ক হয়ে খেলব, কথা দিচ্ছি। হয়তো বড় রানও করব।'

অভিষেক কবে বড় রান পাবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বাংলার ব্যাটারদের জঘন্য শট নির্বাচন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং দলের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। অনুষ্টুপ মজুমদারের শট বাছাই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিষেক বলছিলেন, 'রুকুদাকে (অনুষ্টুপের ডাকনাম) এমন শট খেলতে আমিও দেখিনি। আসলে অনেক সময় এমন হয়ে যায়। যার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন।' প্রতিভাবান অভিষেক এখন দলের সহ অধিনায়ক। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলতে গেলে তাঁকেই নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে হবে। অভিষেক জানাচ্ছেন, তিনি নয়া চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি। অভিষেকের কথায়, 'আমি বরাবরই দায়িত্ব নিতে পছন্দ করি। বিশ্বাস করি, দায়িত্ব থাকলে আমার সেরা খেলাটা বেরিয়ে আসে। আগামীদিনে বাংলার নেতৃত্বের দায়িত্ব এলে আমি তার জন্য মানসিকভাবে তৈরি।'

ইডেনে পিচ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। তবে বাংলা বনাম গুজরাট ম্যাচের প্রথম দিনেই ইডেনের পিচে বল নীচু হতে শুরু করেছে। কিছু বল লাফিয়েছেও। এমন পিচ নিয়ে অভিষেক বলছেন, 'ভালো ব্যাটিং উইকেট। আমরা অন্তত ৩০০-৩২০ রানের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি।'

জয় দিয়ে প্লে-অফ শুরু মেসিদের

ফ্লোরিডা, ২৫ অক্টোবর : ন্যাশভিলের বিপক্ষে মেজর লিগ সকারে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন লিওনেল মেসি। প্লে অফের প্রথম ম্যাচে সেই ন্যাশভিলকেই ৩-১ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। জোড়া গোল করলেন মেসি।

এদিন ম্যাচের ১৯ মিনিটে মায়ামিকে এগিয়ে দেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ডানপ্রান্ত থেকে বিপক্ষের বক্সে বল ভাসান লুইস সুয়ারেজ। শূন্যে শরীর ছুড়ে দিয়ে হেডারে বল জালে পাঠান মেসি। প্রথম ৪৫ মিনিটের পর দ্বিতীয়ার্ধেও ন্যাশভিল রক্ষণে চাপ বজায় রাখল ইন্টার মায়ামি। ৬২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান তাদেও আলান্দে। এই গোলেই মায়ামির জয় প্রায় নিশ্চিত হয়। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে ন্যাশভিল রক্ষণের ভুলে ফাঁকায় বল পান মেসি। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগে সরাসরি ফ্রি কিক থেকে একমাত্র গোলটি করে ন্যাশভিল।

এদিকে, এবার এমএলএস-এর গ্রুপ পর্বে ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে সর্বোচ্চ গোলস্কোরার হয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে গোল্ডেন বুট তুলে দেওয়া হয় তাঁর হাতে।

বিদেশিহীন ডেম্পোর সঙ্গে ড্র ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল- ২ (মহেশ ও মিগুয়েল)
ডেম্পো স্পোর্টস- ২ (আলি ও রানে)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নাওরেম মহেশ সিংদের দৌড় থামিয়ে দিল ডেম্পোর তরুণ ব্রিগেড। শনিবার।

মারগাঁও, ২৫ অক্টোবর : ছবির মতো ব্যাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়াম। এই রকম একটা স্টেডিয়ামে না খেলার মান উচ্চস্তরে গেল, না এআইএফএফের আয়োজন।

ফতোরদার দিক থেকে এই স্টেডিয়ামে ঢুকতে গেলে সমুদ্রের ধার বরাবর হাইওয়ে দিয়ে আসার সময় ইউরোপের বহু জায়গার মিল পাওয়া যায়। স্টেডিয়ামের চারদিকে কিছু বাড়ির ধাঁচও পর্তুগীজ স্টাইলে। এত কিছু সুন্দরের মাঝে ফুটবলটাই খারাপ! যেমন চূড়ান্ত অব্যবস্থা এআইএফএফের, তেমনি খেলার মান। ম্যাচ ২-২ ড্র শুধু নয়, দ্বিতীয়ার্ধের খানিকটা সময় ছাড়া ইস্টবেঙ্গল যে ফুটবল খেলেছে তাতে এবার অন্তত অস্কার ব্রুজোঁর মুখ বন্ধ করে কাজে মন দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ার্ধে দুটো পরিবর্তনে দুই গোল। অগুন্তি বল বারপোস্টে লাগানোর পর অবশেষে গোল পেলেন মিগুয়েল ফিগুয়েরো। তবে নষ্ট করলেন সহজ সুযোগও। নাহলে হয়তো ম্যাচ ড্র করে ফিরতে হয় না। ৫৭ মিনিটে পরিবর্ত লালচুঙ্গনুঙ্গার ক্রস থেকে বাঁদিক বরাবর উঠে গিয়ে কোনাকুনি শটে গোল ব্রাজিলীয় মিডিওর। পাঁচ বিদেশি নিয়ে দল নামান এদিন অস্কার। মহম্মদ রাকিপের দিকে উইংয়ে দুর্দান্ত খেলছিলেন ভিয়েরি কোলাসো। রাকিপকে বসিয়ে বিরতির পর নুঙ্গাকে নামাতে তাঁর দৌড়টা বন্ধ হওয়ায় চাপ কিছু কমে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ১-১ করেন নাওরেম মহেশ সিং। ৪৬ মিনিটে মিগুয়েলের একটা শট ডেম্পো গোলরক্ষক চাপড়ে বার করে ফিরতি শটে গোল মহেশের।

বহুদিন পর সর্বোচ্চ পর্যায়ের টুর্নামেন্ট খেলছে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। যে দলটা আই লিগ খেলে তাদেরই নামিয়েছিলেন কোচ সমীর নায়েক। দলে নেই একজনও বিদেশি। ফলে প্রথম মিনিট পাঁচেক সময় লেগেছে তাদের সড়োগড়ো হতে। তারপর থেকে প্রথম ৪৫ মিনিট বুক চিতিয়ে লড়ে গেলেন অ্যানিস্টন কোস্তা-অময় মোরাজকারদের মতো অনামীরা। যার সুফল পেতেও তাঁদের দেরি হয়নি। মাত্র ২৭ মিনিটে বক্সের বাইরে পাওয়া ফ্রি কিক থেকে গোল ডেম্পোর। অময়ের ফ্রি কিক ধরতে বেরিয়ে এসে ফ্লাইট মিস করেন দেবজিৎ মজুমদার। তাঁকে আনোয়ার আলি কভার না করায় ফাঁকায় দাঁড়িয়ে বল গোলে ঠেলে দেন মহম্মদ আলি। মাত্র মাসখানেকের প্রস্তুতিতে এই দলটা এই প্রথম কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলছে। সেখানে ইস্টবেঙ্গল জুলাই থেকে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি নিয়ে দুটো টুর্নামেন্ট খেলে ফেলল। কিন্তু খেলায় তেমন উন্নতি কোথায়? নতুন আসা বিদেশি হিরোশি ইবুসুকির গতি বেশ কম। মিগুয়েল গোল পেলেও এদিনও নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করেন। সন্দীপ নন্দী বিতর্ক যে প্রভাব ফেলেছে তার বড় প্রমাণ এদিন প্রভসুখান সিং গিলকে বসিয়ে দেবজিৎকে নামানো। শুধু দেবজিৎ নয়, ডিফেন্সও তথৈবচ। ৮৯ মিনিটে একাই ডানদিক থেকে বল টেনে নিয়ে গিয়ে যখন লক্ষ্মণরাও রানে গোলটা করলেন গোটা ডিফেন্স দর্শকের ভূমিকায়।

বিদেশিহীন দলের বিপক্ষে কোথায় গোলপার্থক্য বাড়িয়ে রাখবে, তার পরিবর্তে এই পয়েন্ট খুইয়ে আসা সেমিফাইনালের রাস্তা কঠিন করল ইস্টবেঙ্গলের।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, রাকিপ (মিগুয়েল), আনোয়ার, কেভিন, জয় (নুঙ্গা), হামিদ (ডেভিড), রশিদ, সাউল, বিপিন (নন্দকুমার), মহেশ ও হিরোশি (এডমুন্ড)।

বৃষ্টিভেজা সাদামাঠা ম্যাচে নায়ক জেমি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট- ২ (জেমি- ২)
চেন্নাইয়ান এফসি- ০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৫ অক্টোবর : অবিরাম প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার কথা ছিল যে ম্যাচের সেটাই শেষ করতে কোনও সমস্যা হল না হয়তো গোয়া বলেই।

বালি মাটি না হলে অন্তত হাঁটুজল জমে যাওয়ার কথা। এত বৃষ্টি হল যে শেষপর্যন্ত দুই দলকেই পাসিং ফুটবলের বদলে পরিষ্কার বল তুলে খেলায় চলে যেতে হয়েছে। কারণ, এই বালি মাঠেও জল জমে যাওয়ায় এক এক সময়ে বল আটকে যাচ্ছিল। এতে চেন্নাইয়ান এফসি-র যত না অসুবিধা হল তার থেকে বেশি হল হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের। কারণ, তাঁর দলের খেলার স্টাইলটাই পুরো মাটি হয়ে যায় এই বৃষ্টিতে। তবু ৩৯ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেন অনবদ্য একটা গোল করে দলকে এগিয়ে দিলেন। অনিরুদ্ধ থাপার তোলা বল লিস্টন কোলাসো ব্যাক হিল করে জেমিকে দিলে তিনি দুর্দান্ত ফিনিশ করেন। পরের গোলটাও তাঁরই। ৬৭ মিনিটে। মনবীর সিংয়ের ক্রস প্রীতম কোটালের গায়ে লেগে জেমির কাছে এলে তিনি জমি ঘেঁষা শটে দলকে এগিয়ে দেন। আসলে এটাই হয়তো গোটা দলের গুণগত মান ও কোচের আত্মবিশ্বাস। যা যে কোনও রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টলে যায় না। এত বৃষ্টিতেও যেটা মোহনবাগান ফুটবলাররা করছিলেন সেটা হল, নিজেদের পায়ে যতটা সম্ভব বল রাখা। বাড়তি চাপ না নিয়েই তাঁরা সেটা করে দেখিয়ে দিলেন গোটা ম্যাচে। আর তাতেই বেদম এবং খানিকটা মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে চেন্নাইয়ান।

এদিন প্রথম একাদশে মোলিনা মাত্র তিন বিদেশিকে রেখে শুরু করেন। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স ও রবসন রোবিনহোকে বাইরে রেখে দল নামানোর কারণ নিশ্চয় শেষদিকে যদি গোল না হয় তাহলে তাঁদের নামিয়ে চাপ বাড়ানো। যার আর তেমন প্রয়োজন পড়ল না। তবু বৃষ্টিভেজা মাঠে বেশিক্ষণ খেলালে চোট হতে পারে বলেই দুই গোলের পর তুলে নিলেন জেমিকে। সাহাল আব্দুল সামাদ বা অনিরুদ্ধকেও তুলে নেওয়া হল একই কারণে। এদিন রাইটব্যাকে অন্য ক্লাবের বাতিল। ফারুখ চৌধুরী কি ইরফান ইয়াদওয়াদরাও নিজেদের চেনাতে ব্যর্থ। তাদের পক্ষে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধেও বিশেষ কিছু করা মুশকিল। পরের ম্যাচে ডেম্পোর বিপক্ষে খেলবে মোহনবাগান। এদিন ম্যাচটা দেখে গেলেন সমীর নায়েক। এখন দেখার এই হেভিওয়েট দলকে তিনি কতটা বেগ দিতে পারেন।

জোড়া গোল করা জেমি ম্যাকলারেনকে অভিনন্দন শুভাশিস বসুর।

মেহতাব সিংকে শুরু থেকে খেলানো হয়। আশিস রাইয়ের থেকে অনেক বেশি জমাট লেগেছে তাঁকে। বিশেষ করে টম অ্যালড্রেড ও আলবার্তো রডরিগেজ অনেকটা বেশি কভারেজ পেলেন তাঁর কাছ থেকে। চেন্নাইয়ানের হাতে খুবই সাদামাটা অস্ত্রশস্ত্র বলেই বিশেষ কিছু করতে ব্যর্থ ক্লিফোর্ড মিরান্ডার দল। চেনা ভারতীয় হলেও বেশিরভাগ ফুটবলারই

এদিন ফতোরদার মাঠে একমাত্র ভিআইপি বক্সে বিভিন্ন দলের কোচ-ফুটবলার ছাড়া আর একজন দর্শকও না থাকাটা দুঃখজনক। গোয়াও সম্ভবত ক্রমশ ফুটবল বিমুখ হচ্ছে।

মোহনবাগান : বিশাল, মেহতাব, টম, আলবার্তো, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ (টাংরি), লিস্টন, সাহাল (সুহেল) ও ম্যাকলারেন (কামিন্স)।

সুপার কাপে আজ

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম ইন্টার কাশী
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট
স্থান : ব্যাম্বোলিম
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে

এফসি গোয়া বনাম জামশেদপুর এফসি
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ফতোরদা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিওহটস্টার

আইএসএলে আগ্রহ বাড়ছে এফএসডিএলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : আইএসএল দরপত্রের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল এফএসডিএল। শুধু তারা নয়, একটি বিদেশি কোম্পানি সহ আরও বেশ কিছু সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সবদিক থেকেই যা পরিস্থিতি তাতে বলা যায় আইএসএল আয়োজনের বরাত পাওয়ার ব্যাপারে এই মুহূর্তে অনেকটাই এগিয়ে এফএসডিএল। যদিও দেড়শোর বেশি শর্তাবলী স্পষ্ট করে জানতে চেয়ে ফেডারেশনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে তারা। এদিকে, এফসি গোয়া, পাঞ্জাব এফসি ও বেঙ্গালুরু এফসি আইএসএল আয়োজন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে এআইএফএফ-কে।

আইএসএলের জন্য দরপত্র খোলা হবে ৫ নভেম্বর। তার আগে যে সংস্থাকে দরপত্র সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে আগ্রহী কোম্পানিগুলি আলোচনায় বসতে পারে। তবে আগ্রহী প্রতিটা কোম্পানিই মনে করছে ৩৭.৫ কোটি টাকা অর্থাৎ যে অর্থ দরপত্রের জন্য নির্ধারণ হয়েছে শুধু আইএসএল আয়োজনের বরাত পাওয়ার জন্য তা যথেষ্ট বেশি।

বাতিল মেসিদের কেরল সফর

বুয়েন্স আইয়ার্স, ২৫ অক্টোবর: স্বপ্নভঙ্গ ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের। কেরলে প্রীতি ম্যাচ খেলতে আসছে না আর্জেন্টিনা। আগামী মাসেই ফিফা উইন্ডোতে কেরলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার কথা ছিল লিওনেল মেসিদরে। কিন্তু শনিবার আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ফিফা উইন্ডোতে তারা একটিই ম্যাচ খেলবে এবং সেটা অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে। অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল সংস্থাও জানিয়েছে, আসন্ন ফিফা উইন্ডোতে তারা ভারতে কোনও ম্যাচ খেলছে না। তবে এখনও হাল ছাড়ছে না কেরল প্রশাসন। তারা আগামী মার্চ মাসে ম্যাচটি আয়োজনের চেষ্টা করছে।

জয়ের হ্যাটট্রিক ম্যান ইউয়ের

লন্ডন, ২৫ অক্টোবর : প্রিমিয়ার লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক করে চার নম্বরে উঠে এসেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৪-২ গোলে তারা হারিয়েছে ব্রাইটনকে। ২৪ মিনিটে ম্যাথিয়াস কুনহা এগিয়ে দেন ম্যান ইউকে। ৩৪ মিনিটে ক্যাসেমিরো ব্যবধান বাড়ান। ৬১ মিনিটে ব্রায়ান এমবিউমোর গোলে তাদের জয় নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। এরপরই ড্যানি ওয়েলবেক ও চারালাম্পোস কোস্তৌলাসের গোলে ব্রাইটন চাপে ফেলে তাদের। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে এমবিউমোর দ্বিতীয় গোলে ম্যান ইউয়ের ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত হয়।

সান্ডারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ২-১ গোলে হেরে ফিরল চেলসি। ৪ মিনিটে আলেহান্দ্রো গারনাচোর গোলে এগিয়ে যায় 'দ্য ব্লুজ'। কিন্তু ২২ মিনিটেই উইলসন ইসিডোর সমতা ফেরান। একেবারে শেষলগ্নে চেমসডিন তালবির গোলে পয়েন্ট হাতছাড়া হয় চেলসির।

কলকাতায় প্রথমবার সাইক্লোথন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : ম্যারাথনের আদলে 'সাইক্লোথন'। কলকাতায় এবারই প্রথম।

উত্তর কলকাতার মানিকতলা নিবাসী নরেশকুমার গুপ্ত। বয়স ৬৪। অবসর জীবনে সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছেন সাইকেলকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ তাঁর নেশা, ভালোবাসাও। আরেকজন মুর্শিদাবাদ লালগোলার প্রসেনজিৎ দাস। ২০১৮ থেকে সাইকেলে চেপে দেশ-বিদেশ ঘুরছেন। শ্রীলঙ্কা সহ ভারতের ১৯টি অঙ্গরাজ্য, ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যেই ঘোরা হয়ে গিয়েছে। নভেম্বরে শীতের সকালে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখবেন এঁরা সকলে, একই সঙ্গে। ৯ নভেম্বর শহর কলকাতায় প্রথমবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'সাইক্লোথন'। প্রতিযোগিতার মূল বিভাগ তিনটি। ৭০, ৫০ ও ২৫ কিলোমিটার। এছাড়া থাকছে ১০ কিলোমিটার ফান রাইড ও ৫ কিলোমিটার ফান রান। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা আয়োজকদের। প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশনও শুরু হল এদিন থেকেই।

দ্বিতীয় রাউন্ডে পরিমল-রবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় এবং নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন পরিমল মিত্র-রবি আচার্য, রতন সাহা-অভিজিৎ হালদার, পরিতোষ বসাক-দিলীপ দাস, রাজু দাস-বাবলু মালাকার, সঞ্জয় দাস-মানিক সরকার, কমলেশ গুহ-জীবন দাস, মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্ত, সুদীপ চৌধুরী-বাবু বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ ঘোষ-প্রণয় সরকার, পিন্টু মিত্র-রাকেশ জয়সওয়াল, মধু সূত্রধর-দেবু সাহা, রামকানাই পাল-গোপালকৃষ্ণ ভৌমিক, স্বপন মজুমদার-নারায়ণ দত্ত ও পরিতোষ ভৌমিক-শিবু দাস।

DADA BHAI CLUB
Puratan Masjid, Jalpaiguri
RESULT SHEET
26th YEAR LUCKY DONATION COUPON
Draw Date: 24th October, 2025, Time: 8:00 P.M.
1st Gift: 70578, **2nd Gift:** 28207, **3rd Gift:** 67834, **4th Gift:** 73061, **5th Gift:** 24936, **6th Gift:** 48730, **7th Gift:** 63081, **8th Gift:** 42001, **9th Gift:** 21527, **10th Gift:** 66508, **11th Gift:** 19274, **12th Gift:** 19950, **13th Gift:** 51341
Consolation Gift: 12456, 13456, 14456, 15456, 16456, 17456, 18456, 19456, 20456, 21456, 22456, 23518, 24518, 25518, 26518, 27518, 28518, 29518, 30518, 31518, 32518, 33518, 34427, 35427, 36427, 37427, 38427, 39427, 40427, 41427, 42427, 43427, 44427, 45903, 46903, 47903, 48903, 49903, 50903, 51903, 52903, 53903, 54903, 55903, 56463, 57463, 58463, 59463, 60463, 61463, 62463, 63463, 64463, 65463, 66463, 67950, 68950, 69950, 70950, 71950, 72950, 73950, 74950, 75950, 76950.

খুশি করার ইচ্ছা সমর্থকদের

ডেম্পো ম্যাচ জয়ের শপথ মোহনবাগানে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৫ অক্টোবর : দুই গোল করলেও মুখে কুলুপ জেমি ম্যাকলারেনের। আবার ড্র করে সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল কোচ-ফুটবলারদের।

দুই শিবিরের একই চিত্র হলেও প্রেক্ষাপট অনেকটাই আলাদা। দল জিতছে যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন এখানে গোয়া-মুম্বইয়ের লাল-হলুদ সমর্থকরা তখনই ৮৯ মিনিটে গোল খেয়ে তিন পয়েন্ট হাতছাড়া অস্কার ব্রুজোঁর দলের। জানত, এদিন ফের বহু বিতর্কিত প্রশ্ন উঠে আসবে, তাই সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে গেল লাল-হলুদ শিবির। তবে পুরো দেশি ব্রিগেড নিয়ে ম্যাচ ড্র করেও ডেম্পো কোচ সমীর নায়েক আবার কলকাতার দুই প্রধানের মধ্যে এগিয়ে রাখলেন ইস্টবেঙ্গলকেই। তিনি এসেছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ দেখতে। বলে গেলেন, 'দুটো দলের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভালো ইস্টবেঙ্গল। তবে আমার ছেলেদের বলেছিলাম হাল না ছাড়তে, ওরা সেটা করে দেখিয়েছে।'

এদিনের পর ডেম্পোর বিপক্ষে জিততে চান হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা-শুভাশিস বসুরাও। কোচ বললেন, 'ডেম্পো-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু ওরা যখন ইস্টবেঙ্গলের মতো শক্তিশালী দলকে আটকে দিয়েছে তখন ডেম্পোকে নিয়ে চিন্তা তো করতেই হবে। তবে আমরা এই ম্যাচটাও জিততে চাই।' শুভাশিসের আবেদন, 'ডেম্পো ম্যাচের আগে সমর্থকরা আসুন, আমরা আশা করছি ম্যাচ জিতে ওদের খুশি করতে পারব।' প্রতিপক্ষ নয়, অভিমানী সমর্থকরাই এখন যেন মোহনবাগানের একমাত্র মাথাব্যথা।

মিস্টার দিনহাটা খেতাব লিটনের

দিনহাটা, ২৫ অক্টোবর : মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের দ্য গ্রেটেস্ট শোয়ের পঞ্চম দিনে বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতায় ৬৫ কেজি ঊর্ধ্ব বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স হয়ে টানা চতুর্থবার মিস্টার দিনহাটার খেতাব জিতলেন লিটন বর্মন। পঞ্চম দিনের বডি বিল্ডিংয়ের প্রথম পর্বে সেরা হয়েছেন সুলেমান

মিস্টার দিনহাটার খেতাব হাতে লিটন বর্মন। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

আলি। দ্বিতীয় রনি দাস ও তৃতীয় রাজু দাস। দ্বিতীয় পর্বে প্রথম হন হৃষী অধিকারী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে বিপ্লব রায় এবং আদিত্য সাহা। তৃতীয় পর্বে সেরা হন লিটন দাস। সাগর চক্রবর্তী দ্বিতীয় এবং সুব্রত দেবনাথ তৃতীয় হন। ফাইনাল পর্বে চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লড়াইয়ে সবাইকে হারিয়ে লিটন বর্মন মিস্টার দিনহাটার খেতাব ধরে রাখেন। পাওয়ার লিফটিং ও ওয়েট লিফটিংয়ে স্ট্রংগেস্টম্যান অফ কোচবিহার হন আদিত্য সাহা। স্ট্রংগেস্টওম্যান হয়েছেন মুলতি দেবনাথ।

বিশ্ব পাওয়ার লিফটিংয়ে উত্তরবঙ্গের ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : ২৭-৩০ নভেম্বর কলম্বোয় অনুষ্ঠেয় বিশ্ব পাওয়ার লিফটিংয়ে নামার সুযোগ পেয়েছেন উত্তরবঙ্গের ৪ জন। সাব-জুনিয়ারে ৫৮ কেজি বিভাগে নামবে রীতিকা দত্ত। সিনিয়ারে ৬৯ ও ৮৫ কেজি বিভাগে যথাক্রমে রাকেশ সিংহ এবং অমিত ভদ্র সুযোগ পেয়েছেন। মলয় চৌধুরী নামছেন মাস্টার্সে ৭৭ কেজিতে। শনিবার শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার একটি কনফারেন্স হলে পাওয়ার লিফটিং ক্রীড়া সংস্থা অফ বেঙ্গলের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তাঁদের।

ময়ূরাক্ষীর জন্য নীরবতা পালন

ময়নাগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : যোগাসনে জাতীয় স্তরের খেলায় চ্যাম্পিয়ন ময়নাগুড়ির মেয়ে ময়ূরাক্ষী দে-র অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার পর শনিবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার তরফ থেকে ট্রাফিক মোড়ে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও নীরবতা পালন করা হয়। এদিন ময়ূরাক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রকৃত তদন্তের দাবি জানানো হয়। নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত বলেছেন, 'যোগাসনে সম্ভাবনাময় ময়ূরাক্ষীর মৃত্যু আমাদের কাছে অপূরনীয় ক্ষতি। আমরা নাগরিক চেতনার তরফ থেকে ময়ূরাক্ষীর মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছি।'

ছন্দে রিয়াল, রাফিনহাকে ছাড়াই নামবে বার্সা

মাদ্রিদ, ২৫ অক্টোবর : লা লিগায় মরশুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে নামার আগে চাপে বার্সেলোনা।

রবিবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হওয়ার আগে বড় ধাক্কা বার্সেলোনা শিবিরে। ফিট না হওয়ায় অধিনায়ক রাফিনহা এই ম্যাচে খেলবেন না। গত মাসে হ্যামস্ট্রিংয়ে রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তবে মনে করা হয়েছিল, এল ক্লাসিকোতে খেলতে পারবেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

আগে থেকেই চোটের তালিকায় রয়েছেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি, গাবি, ড্যানি ওলমোরা। তার ওপর

এল ক্লাসিকো

জিরোনার বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখায় এল ক্লাসিকোতে বার্সার ডাগআউটে দেখা যাবে না কোচ হ্যান্সি ফ্লিককে। ফলে বেশ চাপে রয়েছে কাতালান ক্লাবটি। এই ম্যাচে বার্সার তুরুপের তাস হতে চলেছেন 'বিস্ময় বালক' লামিনে ইয়ামাল। সেই সঙ্গে প্রথম এল ক্লাসিকো খেলতে নামা মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের দিকেও নজর থাকবে।

অন্যদিকে লা লিগায় দারুণ ছন্দে রয়েছে রিয়াল। জাভি অলন্সোর প্রশিক্ষণে তারা ৯ ম্যাচ খেলে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে। বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। এছাড়াও মাঝমাঠে ভরসা দিচ্ছেন আর্দা গুলার। তবে মূল লড়াইটা কিন্তু লামিনে বনাম এমবাপের মধ্যেই হতে চলেছে।

দুই অজি ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির অভিযোগ

ইন্দোর, ২৫ অক্টোবর : ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে এসে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন অস্ট্রেলিয়ার দুই মহিলা ক্রিকেটার। বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড় ক্রিকেট মহল।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ঘটনা। শনিবার হোলকার স্টেডিয়ামে মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল অস্ট্রেলিয়ার। জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে স্থানীয় একটি ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার দুই মহিলা ক্রিকেটার। তখন বাইকে সওয়ার এক তরুণ আচমকাই দুইজনের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন।

তৎক্ষণাৎ হোটেলে খবর পাঠান তাঁরা। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান অস্ট্রেলিয়া দলের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা ড্যানি সিমন্স। স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। আকিল নামের এক তরুণের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। তারই ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে অভিযুক্ত ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, টিম হোটেল থেকে বেরিয়ে ক্যাফের দিকে যাচ্ছিলেন দুই ক্রিকেটার। তাঁদের অনুসরণ করছিল অভিযুক্ত। কিছু দূর যাওয়ার পরই দুই মহিলা ক্রিকেটারের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে ওই তরুণ। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না তা

এই বাইক চালকের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ খেলতে আসা অস্ট্রেলিয়ার দুই মহিলা ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। গ্রেপ্তার হন তিনি।

খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার পর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট দলের দুই সদস্যকে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করছিল এক বাইক আরোহী। সেই সময় ওই দুই ক্রিকেটার ইন্দোরের রাস্তায় হাঁটছিলেন। এই ঘটনাটি অস্ট্রেলিয়া টিমের নিরাপত্তায় থাকা দল পুলিশকে জানিয়েছে। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।' ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকিয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের প্রশংসা প্রাপ্য। অপরাধীর শাস্তির জন্য আইন তার নিজস্ব পথ বেছে নেবে।'

এমন ঘটনার পর বিজেপি শাসিত রাজ্যের নারী নিরাপত্তা আরও একবার প্রশ্নের মুখে পড়ল। মধ্যপ্রদেশ বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলছেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিল। আন্তর্জাতিক মহলের সামনে দেশের মাথা হেঁট করে দিল।'

উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপে রুনু-সুভাষের নামে ট্রফি

জলপাইগুড়ি, ২৫ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে হতে চলা উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপের থিম সং প্রকাশ এবং ট্রফি উন্মোচন হল শনিবার বিকেলে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের পর জলপাইগুড়ি ইউরোপিয়ান ক্লাবে প্রয়াত রুনু গুহ ঠাকুরতা চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং প্রয়াত সুভাষ ভৌমিক রানার্স ট্রফির উন্মোচন করা হয়। এছাড়াও ৮ নভেম্বর থেকে টাউন ক্লাব ময়দানে হতে চলা টুর্নামেন্টের ক্রীড়াসূচিও প্রকাশ করা হয় এদিন। জলপাইগুড়ি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ৮টি দল অংশগ্রহণ করছে এই প্রতিযোগিতায়। বিদেশি খেলোয়াড় না খেলিয়ে প্রতিটি দলকে অনূর্ধ্ব-১৮ দুইজন ফুটবলারকে খেলাতে হবে বলেও নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি উপস্থিত ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের সভাপতি শক্তিব্রত দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, এই প্রতিযোগিতার প্রতিটি ম্যাচ আইএসজি পোর্টালে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল, জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির

সামনে আনা হল উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স ট্রফি।

সহ সভাপতি সৌমিক মজুমদার, উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন ফুটবলার মণজিৎ সিং, দেবজ্যোতি নাহা, কালীঘাট মিলন সংঘের ফুটবল সচিব প্রকাশ সাহা প্রমুখ। ট্রফি উন্মোচনের পর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমাদের উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে উঠে আসা ফুটবলাররা দেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিগত কয়েক বছর সেভাবে কোন তারকা না উঠে এলেও এই প্রতিযোগিতা আগামীতে বড় ফুটবলার তুলে আনতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।' এদিন টুর্নামেন্টের পেট্রন পদে সৈকত চট্টোপাধ্যায় এবং পার্থ গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মানিত করা হয়।

ছবি : অনীক চৌধুরী

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে সংশয়ে রিচা
-খবর উনিশের পাতায়